রবার্ট লুই
স্টিভেনসন
ব্ল্যাক
অ্যারো

ব্ল্যাক অ্যারো

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ভাষান্তর/অসিত সরকার

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৯৪
এপ্রিল ১৯৮৭
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদ
গৌতম রায়
মুদ্রক
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯
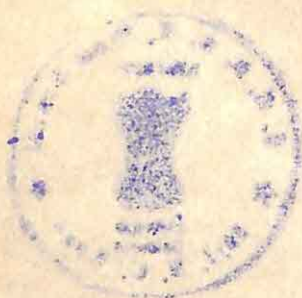
পনেরো টাকা

প্রথম পর্ব ঃ গ্রীন উডের অরণ্য

এক / জন অ্যামেণ্ড-অল

বসন্ত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন বিকেলে হঠাৎ টানস্টলের মোট-হাউসের চূড়া থেকে শোনা গেলো ঘণ্টাধ্বনি। কাছে দূরে, বনে মাঠে, নদীর ধারের ক্ষেতে যে যেখানে ছিলো, হাতের কাজ ফেলে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলো। এমন অসময়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনে টানস্টল গাঁয়ের গরিব মানুষেরা খুব অবাক হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ হেনরির রাজত্বকালে টানস্টন গাঁ-টা যেমন ছিলো, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে। নদীর কোল পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া সবুজ উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুড়ি-পঁচিশটা ঘর, ওক কাঠের শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা খানিকটা ক্ষেত আর বাগান। উপত্যকার নিচে, কাঠের সাঁকো পেরিয়ে একটা পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ওপারের জঙ্গলের প্রান্ত-ঘেরা মোট-হাউসের দিকে। তারও ওপারে হলিউড অ্যাবি। গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় ইউ-এর ডালপালার মধ্যে দিয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে গির্জার চূড়াটা। সবুজ উপত্যকার চারপাশ ঘিরে রয়েছে এল্‌ম্‌ আর ওকের ঘন বন।

সাঁকোর ঠিক পাশেই একটা টিলা। টিলার ওপর পাথরের একটা ক্রুশচিহ্ন। গাঁয়ের সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। অপ্রত্যাশিত এই ঘণ্টাধ্বনির সম্পর্কেই ওরা বলাবলি করছে। কিছুক্ষণ আগে একটা লোক গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মোট-হাউসের দিকে গেছে। খুব তাড়া থাকার জন্যে লোকটা ঘোড়া থেকে নামেনি বটে, তবু জানা গেছে স্যার ড্যানিয়েল বার্কলের মুখ-আঁটা একটা গোপন চিঠি নিয়ে চলেছে স্যার অলিভার ওট্‌সের কাছে। জমিদার ড্যানিয়েলের অনুপস্থিতিতে দুর্গের মতো এই বিশাল মোট-হাউসটা দেখা-শোনার ভার থাকে সাধারণত স্যার অলিভারেরই ওপরে।

এমন সময় অদূরে শোনা গেলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। একটু পরেই বন থেকে বেরিয়ে সাঁকোর ওপর প্রতিধ্বনি তুলে কিশোর রিচার্ড শেলটনকে আসতে দেখা গেলো। অবশ্য রিচার্ড শেলটনের চাইতে ডিক নামেই সে সবার কাছে বেশি পরিচিত। স্যার ড্যানিয়েলই ছেলেটির অভিভাবক। সুতরাং ওর অন্তত অজানা হবে না ভেবেই টিলার ওপর যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলো, ডিককে থামিয়ে তারা ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো। ফলে বাধ্য হয়েই

তাকে ঘোড়া থামাতে হলো। ডিকের বয়েস তখনও আঠারো পেরোয়নি। রোদে পুড়ে কিছুটা তামাটে হলেও তার মুখখানা ভারি সুন্দর, টানা টানা ধূসর দুটো চোখ। গায়ে হরিণের চামড়ার জ্যাকেট, গলায় কালো মখমলের কলার, মাথায় কান পর্যন্ত ঢাকা সবুজ টুপি, পিঠে ইস্পাতের ক্রশধনুক। ডিকের মুখেই জানা গেলো একটু আগে একজন দূত আসন্ন যুদ্ধের খবর নিয়ে এসেছে। স্যার ড্যানিয়েল বলে পাঠিয়েছেন, যারা তীর চালাতে পারে তাদের সবাইকেই কেট্‌লে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আর যারা যাবে না, জমিদারের হাতে তাদের নাকালের শেষ থাকবে না। তবে কোথায় কাদের সঙ্গে যুদ্ধ, ডিক তা জানে না। পাদরী স্যার অলিভার ওটস্ খুব শিগগিরই এসে পড়বেন আর তীরন্দাজ বেনেট হ্যাচ এখন মোট-হাউসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে। ও-ই দলের নেতা হয়ে সবাইকে নিয়ে যাবে।

'ওরে বাবা, আবার যদি যুদ্ধ বাধে তাহলেই তো দেশের সর্বনাশ!' একজন মহিলা বলে উঠলো। 'জমিদাররা যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে, চাষীদের তাহলে না খেতে পেয়েই মরতে হবে।'

ডিক প্রতিবাদ করলো, 'না, কর্তা বলে পাঠিয়েছেন—যারা যারা সঙ্গে যাবে প্রত্যেকে দিনে ছ পেন্স করে পাবে, আর তীরন্দাজরা পাবে বারো পেন্স করে।'

'প্রাণে যদি বেঁচে থাকে তবেই না ভালো।' মুখরা সেই মহিলাটিই জবাব দিলো। 'না হলে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই সমান।'

ডিক বললো, 'জমিদারের জন্যে মরতে পারাটাও তো সুখের কথা।'

'না, মোটেই সুখের কথা নয়,' সুতির মোটা আলখাল্লা পরা একটা লোক আপত্তি জানালো। লোকটা খুব লম্বা আর তার চেহারাটাও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। 'জমিদার হলেও স্যার ড্যানিয়েল বা পাদরী অলিভার আমাদের কথা আর আদৌ ভাবেন না। সে দিক থেকে, মরতেই যদি হয়, রাজা ষষ্ঠ হেনরির জন্যে মরতে আমরা রাজি আছি।'

'ক্লিপস্‌বি', চড়া সুরে ডিক বলে উঠলো, 'তুমি ভুলে যেও না—স্যার ড্যানিয়েল শুধু মনিবই নন, আমার অভিভাবকও বটে।'

'কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় বলিনি, মাস্টার শেলটন।' আলখাল্লা পরা দীর্ঘকায় চাষীটি শান্ত স্বরেই জবাব দিলো। 'তুমি এখনও ছোট, তাই জানো না। কিন্তু ওরা যে কি অসম্ভব পাজি, বড় হলে একদিন তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে।'

'তবু আমি তোমায় অনুরোধ করছি ক্লিপস্‌বি, এসব কথা আমার সামনে আর কখনও বোলো না।'

'বেশ, আমি আর কখনও বলবো না। কিন্তু আমাকে শুধু একটা কথা বলো তো, স্যার ড্যানিয়েল এখন কার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছেন?'

বয়েসে ছোট হলেও ক্লিপস্‌বির কথায় ডিকের গালের দু পাশে রঙের একটু ছোপ লাগলো, কেননা সে ভালো করেই জানে স্যার ড্যানিয়েল সব সময়েই সুযোগ বুঝে এমন কারুর না কারুর পক্ষ নেন, যখন প্রতি বারেই নিজের সৌভাগ্যকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগ পান। তাই ক্লিপস্‌বির এমন সরাসরি প্রশ্নে ডিক কিছুটা বিব্রত বোধ না করে পারলো না। তবু মুখে বললো, 'সত্যিই আমি জানি না ক্লিপস্‌বি, তুমি বিশ্বাস করো।'

ঠিক এমনি সময় কাঠের সাঁকোর ওপর আবার শোনা গেলো নাল-লাগানো ঘোড়ার খুরের শব্দ। সবাই তাকিয়ে দেখলো তীরন্দাজ বেনেট হ্যাচ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লালচে মুখ, ভারিক্কি চেহারার বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। পিঠে বর্শা, কোমরে তরোয়াল, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। এ তল্লাটে সবাই তাকে চেনে। আপদে-বিপদে, এমন কি সুখের দিনেও সে যে শুধু জমিদারের ডান হাত তাই নয়, নিজেও একজন বেলিফ।

সাঁকো থেকেই সে চিৎকার করে বললো, 'ক্লিপস্‌বি, তোমরা সবাই এখুনি মোট-হাউসের দিকে চলে যাও। ওখানেই তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব দেওয়া হবে। সন্ধ্যের আগেই আমাদের কেট্‌লে পৌঁছতে হবে। যাও যাও, আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি করো। আর হ্যাম্পি, আমাদের সেই বুড়ো তীরন্দাজ অ্যাপেলইয়ার্ড কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে জবাব দিলো, 'তাকে পেতে গেলে খামারে যেতে হবে হুজুর।'

যারা তীর চালাতে জানে, ক্লিপস্‌বির সঙ্গে তারা চললো মোট-হাউসের দিকে, কিন্তু তাদের চলার মধ্যে কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই। বাকি সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেলো। বেনেট আর ডিক চললো সেরা তীরন্দাজ অ্যাপেলইয়ার্ডের খোঁজে। ওর বাড়িটা গির্জা ছাড়িয়ে গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। লাইলাক ঝোপের মাঝে ছোট্ট একটা কুঁড়ে। কুঁড়ের তিন দিকেই খোলা মাঠ। মাঠের পরেই শুরু হয়ে গেছে ঘন অরণ্য।

বাড়ির কাছে এসে দুজনে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াদুটোকে বেড়ার গায়ে বেঁধে দিলো, তারপর বাঁধাকপির চারাগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে

চললো। সেখানে বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড একমনে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে আর ভাঙা ভাঙা গলায় গান গাইছে। তার গায়ের রঙ আর ভাঁজে ভরা মুখখানা ঠিক আখরোটের খোলার মতো। বয়েস হলে কি হবে, বুড়োর চোখের দৃষ্টি এখনও পরিষ্কার। তার মতো দক্ষ তীরন্দাজ এ তল্লাটে আর একজনও নেই। ভাঙা ভাঙা গলায় বুড়ো নিজের মনে গান গাইছে আর মাটি কোপাচ্ছে। ওদিকে যে ঘণ্টা বাজছে বা জমিদারের লোকজনেরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, সেদিকে বুড়োর কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই।

কাছে আসার পর বেনেট বললো, 'অ্যাপেলইয়ার্ড, মনিব বলে পাঠিয়েছেন এখুনি মোট-হাউসে গিয়ে তোমাকে দেখাশোনার ভার নিতে হবে।'

'তা না হয় হলো', ওদের দিকে তাকিয়ে বুড়ো হাসতে হাসতে বললো। 'কিন্তু তোমরা সেজেগুজে চললে কোথায়?'

বেনেট বললো, 'আমরা যাচ্ছি কেট্লে। মনিব সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। যারাই ঘোড়ায় চড়তে পারে তাদের সবাইকে যেতে হবে। তোমার ওপর মোট-হাউস দেখাশোনা করার ভার পড়েছে। অবশ্য সঙ্গে থাকবে ছজন তীরন্দাজ আর স্যার অলিভার।'

'ছজন লোক দিয়ে মোট-হাউস রক্ষা করা যায় না। কম করেও দু কুড়ি লোক লাগবে।'

'সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি। মনিবের ধারণা তুমি ছাড়া আর কেউ ওই কটা লোক নিয়ে মোট-হাউস রক্ষে করতে পারবে না।'

গর্বে বুকখানা ভরে উঠলেও অ্যাপেলইয়ার্ড ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'জানি জানি, পায়ে লাগলে তখনই তোমাদের পুরনো জুতোজোড়াটার কথা মনে পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, অ্যাপেলইয়ার্ড; সেণ্ট মাইকেল বা হ্যারি থাকা সত্ত্বেও তোমার চাইতে সেরা তীরন্দাজ আমাদের আর একজনও জানা নেই।'

কোনো জবাব না দিয়ে বুড়ো টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দূরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

মাঠের ওপারে ঘন বনে ঘেরা পাহাড়টার গায়ে তখন রোদ ঝলমল করছে। চরে বেড়ানো কয়েকটা সাদা ভেড়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু দূরের ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

ডিক জিগেস করলো, 'কি দেখছো, অ্যাপেলইয়ার্ড?'

'এক ঝাঁক পাখি।'

সত্যিই তাই। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে মাঠের ওপারে, একটা তীরের পাল্লার দূরত্বে, একজোড়া সবুজ এল্‌মের মাথায় একঝাঁক পাখি কিচির-মিচির করছে আর বিশৃঙ্খল ভাবে ডানা ঝাপটে উড়ছে।

বেনেট জিগেস করলো, 'তাতে কি হয়েছে?'

'সে কি!' বুড়ো যেন গাছ থেকে পড়লো। 'তোমরা বুদ্ধিমান লোক, লড়াই করতে যাচ্ছো, আর এটুকু জানো না? পাখিরাই হচ্ছে সব চাইতে হুঁশিয়ার প্রহরী। বনের যুদ্ধে ওরাই থাকে একেবারে প্রথম সারিতে। ধরো যুদ্ধের জন্যে আমরা যদি এখানে ছাউনি ফেলি, পাখিগুলোকে লক্ষ্য করলেই শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা আমাদের খবর ঠিক টের পেয়ে যাবে।'

'পাগল হয়েছো!' বেনেট হেসে উঠলো। 'এখানে তুমি আমাদের আবার শত্রু দেখছো কোথায়? এখানে তুমি লণ্ডন টাওয়ারে থাকার মতোই নিরাপদ। মনের ভুলে কতকগুলো ফিঙে আর চড়ুই দেখে মানুষ মনে করছো।'

'তাহলে শোনো বাপু, আমি স্পষ্টই বলি—তোমাকে আমাকে মারার জন্যে অনেকেই একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কেননা ওরা আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতোই ঘেন্না করে।'

কিছুটা দমে গিয়ে বেনেট জবাব দিলো, 'সে কথা যদি বলো, ওরা ঘেন্না করে স্যার ড্যানিয়েলকে। কিন্তু তাতে আমাদের কি?'

'নিশ্চয়ই, আমাদের ভাবার কারণ আছে বইকি। যারাই জমিদারের হয়ে কাজ করে, তাদের সবাইকেই ওরা ঘেন্না করে। কেননা মনিবের হয়ে আমরা এমন সব কাজ করি, যা কেউ পছন্দ করে না। সুযোগ পেলে ওরা কাউকেই খুন করতে ছাড়বে না। তবু ওদের প্রথম লক্ষ্য বেনেট হ্যাচ আর এই বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড।' গলার স্বর পালটে বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড হঠাৎ রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে জিগেস করলো, 'আচ্ছা ধরো, ওই বনের ধারে সত্যি সত্যিই যদি কোনো তীরন্দাজ লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমরা দুজনে এই যে এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাদের মধ্যে লোকটা কাকে সবার আগে বেছে নেবে বলো তো?'

'কাকে আবার—তোমাকেই।' কিছু না ভেবেই বেনেট ঝটপট জবাব দিলো, 'কেননা তোমার চাইতে ভালো তীরন্দাজ এ তল্লাটে আর কেউ নেই।'

'কিন্তু জমিদারের হুকুমে তুমিই গ্রিমস্টোনকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, বেনেট। সেই জন্যে ওরা কিন্তু তোমাকেও ক্ষমা করবে না। আর আমার কথা যদি বলো, আমি আর কদিন? বুড়ো হয়েছি, শিগগিরই ওদের নাগালের বাইরে

চলে যাবো। তীর বর্শা আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু এই বারুদের স্তূপের মধ্যে তোমাকে যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হয়…'

'থাক থাক, খুব হয়েছে!' বেনেট স্পষ্টতই চটে উঠে বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ডকে থামিয়ে দিলো। 'এখন তোমার বকবকানি রেখে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলো তো বাপু। নইলে এখুনি স্যার অলিভার আবার এসে পড়বেন!'

বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড সবে ঘুরেছে কি ঘোরেনি, হঠাৎ ক্রুদ্ধ ভীমরুলের মতো সাঁ করে একটা তীর এসে তার কাঁধের নিচে, ঠিক পাখনার কাছটাতে বিঁধে অনেকখানি ঢুকে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো বাঁধাকপি ক্ষেতের মধ্যে।

বেনেট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো, তারপর নিচু হয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলো বুড়োর কুঁড়েখানার দিকে। আর ডিক একটা লাইলাক ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে ক্রশ-ধনুকটা নামিয়ে বনের দিকে টিপ করলো।

কিন্তু সেখানে গাছের একটা পাতাও নড়তে দেখা গেলো না। পরম নিশ্চিন্তে সাদা ভেড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছে। ততক্ষণে পাখিগুলোও শান্ত হয়ে বসেছে গাছের ডালে। বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে কপি-ক্ষেতের মধ্যে, তার পিঠে গেঁথে রয়েছে দুহাত লম্বা একটা তীর। ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেনেট হ্যাচ আর লাইলাক ঝোপের আড়ালে গুড়ি মেরে ধনুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে রিচার্ড শেলটন।

'কি, কিছু দেখতে পাচ্ছো নাকি?' বেনেট ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জিগেস করলো।

ডিক বললো, 'না, এমন কি গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।'

'কিন্তু এভাবে একটা বুড়ো মানুষকে খোলা মাঠের মধ্যে ফেলে রাখাটাও খুবই লজ্জার কথা।' ফ্যাকাশে মুখে গুটিগুটি এগিয়ে এসে বেনেট বললো। 'বনের দিকে তুমি খুব কড়া নজর রাখো ডিক। বুড়োকে যে মেরেছে, তীরন্দাজ হিসেবে সত্যিই সে বাহাদুর!'

ডিক বললো, 'আমি নজর রাখছি, তুমি ওকে ছাখো।'

বেনেট তাড়াতাড়ি গিয়ে বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ডকে তার হাঁটুর ওপরে তুলে নিলো। তখনও সে মরেনি। চোখদুটো পিট পিট করছে, কোঁচকানো গালের চামড়া থর থর করে কাঁপছে, যন্ত্রণা আর আতঙ্কে তার কুৎসিত মুখখানা হয়ে উঠেছে আরও বিকৃত।

ঝুঁকে পড়ে বেনেট জিগেস করলো, 'এই যে অ্যাপেলইয়ার্ড, শুনছো…তুমি

কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? শেষ ইচ্ছা হিসেবে তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?'

বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে বললো, 'শুধু তীরটা তুলে দাও ভাই। আমি একটু স্বস্তিতে মরতে চাই।'

বেনেট বললো, 'এদিকে একবার এসো ডিক। তীরটাকে টেনে তুলতে হবে।'

কাছে এসে ক্রশ-ধনুকটা রেখে ডিক এক হেঁচকা টানে তীরটাকে তুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তের ধারা। বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড ধড়ফড় করে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করতেই পড়ে গেলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলো।

বাঁধাকপি ক্ষেতের মধ্যেই হাঁটু মুড়ে বসে বেনেট বিদায়ী আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করলো। কিন্তু মনে মনে সে যে খুব বিচলিত হয়ে রয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেলো। কেননা প্রার্থনার সময়ে সারাক্ষণই সে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলো সেই বনের দিকে, যেখান থেকে তীরটা এসেছিলো। প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর হাত থেকে লোহার দস্তানাটা খুলে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখখানা মুছে নিলো।

'বুড়ো তো গেলো। এর পরেই আমার পালা!'

'কিন্তু এ কাজ করলোটা কে?' ডিক জিগেস করলো। তখনও তার হাতে ধরা রয়েছে লম্বা তীরখানা।

'কি করে বলবো? একমাত্র শয়তানই এর জবাব দিতে পারে। কিন্তু বুড়োটা মরে যাওয়ায় যে কি ক্ষতি হলো, সে শুধু আমিই জানি।'

তীরটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে ডিক বললো, 'তীরটা তো ভারি অদ্ভুত দেখছি!'

'হ্যাঁ, তাই তো!' এই প্রথম তীরটার ওপর নজর পড়তেই বেনেট যেন আঁতকে উঠলো। 'ফলা থেকে শুরু করে পালকগুলো পর্যন্ত, আগাগোড়া এর সবটাই দেখছি কালো। কালো মানেই মৃত্যু! তীরটার গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে মনে হচ্ছে! রক্তটা মুছে ফেলে পড়ো তো দেখি।'

ডিক পড়লো—"জন অ্যামেণ্ড-অলের পক্ষ থেকে অ্যাপেলইয়ার্ডকে।" স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরে ডিক বিস্ময়-ভরা চোখে বেনেটের মুখের দিকে তাকালো। 'এর মানে কি, বেনেট?'

'আমি জানি না।' বেনেট ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'উঁহু, ব্যাপারটা

কিন্তু আমার আদৌ ভালো ঠেকছে না। জন অ্যামেণ্ড-অল! সম্ভবত বনের ওপারে যেসব বদমায়েশরা থাকে, তাদেরই কারুর নাম। কিন্তু আমরা এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করছি কেন? ডিক, তুমি বরং হাতদুটো ধরো আর আমি কাঁধ ধরে একে ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাই। স্যার অলিভার এসে যখন সব শুনবেন, খুবই অবাক হয়ে যাবেন।'

দুজনে ধরাধরি করে বুড়ো তীরন্দাজের মৃতদেহটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো, তারপর মেঝেতেই ওকে টানটান করে শুইয়ে দিলো।

বাড়ি বলতে কেবল একখানা ঘর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড একাই থাকতো। আসবাবপত্রের তেমন কোনো বালাই নেই। নীল চাদর-ঢাকা একটা বিছানা, বাসনপত্র রাখার ছোট একটা আলমারি, বেশ বড় একটা সিন্দুক, এক কোণে খাবার ছোট একটা টেবিল আর টুল। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তীর ধনুক তূণ আর বর্ম।

কৌতূহল ভরে বেনেট ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

'বুড়োর নিশ্চয়ই অনেক টাকা আছে। অন্তত শ-খানেক পাউণ্ডের কম তো নয়ই! বুঝলে ডিক, তোমার কোনো বন্ধু যদি কখনও মারা যায়, তাহলে সান্ত্বনা পাবার সব চাইতে ভালো উপায় কি জানো? তার যা-কিছু আছে সব হাতিয়ে নেওয়া। এই যে সিন্দুকটা দেখছো—আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এতে তাল তাল সোনা আছে। এই আশীটা বছরে বুড়ো যে কত টাকা জমিয়েছে, তাই বা কে জানে!'

'না বেনেট, ওর স্থির চোখদুটোর প্রতি তোমার সম্মান দেখানো উচিত। ওর মৃতদেহের সামনেই যদি সিন্দুকটা লুঠ করতে যাও, ঘৃণায় ও নড়ে উঠবে।'

সভয়ে বেনেট বুকে কয়েকবার ক্রুশচিহ্ন আঁকলো, তবু সে নিরস্ত হলো না। কেননা একবার যা তার মাথায় ঢোকে, সহজে তা যায় না। সিন্দুকটা সে আর আস্ত রাখতো না, যদি না ঠিক সেই সময়ে ফটক খোলার শব্দ শোনা যেতো এবং পরক্ষণেই দরজার সামনে দেখা যেতো কালো পোশাক পরা দীর্ঘকায় একটা বলিষ্ঠ মূর্তিকে।

'অ্যাপেলইয়ার্ড…'

কিন্তু ঘরের ভেতরে পা দিতে না দিতেই সেই দীর্ঘকায় মূর্তিকে হঠাৎ থমকে যেতে হলো। বছর পঞ্চাশ বয়েস, লালচে ভরাট মুখ। কুচকুচে কালো চোখদুটোয় ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি। 'হা, ভগবান! এ আবার কি?'

'ক্ষেতের মধ্যে, আমাদের সামনেই কে ওকে তীর মেরেছে।' বেনেট

বললো। 'আমার মনে হয় এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই স্বর্গের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে।'

পাদরী অলিভার সামনের টুলখানায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। তাঁর মুখখানা একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। তবু কোনো রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু বেনেট, কি করে এ কাজ করা সম্ভব, আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'এই দেখুন স্যার অলিভার, এই সেই তীরটা।' ডিক বললো।' 'এর গায়ে কয়েকটা কথাও লেখা রয়েছে।'

তীরটা হাতে নিয়ে পাদরী খুব মন দিয়ে লেখাগুলো পড়লেন। পড়ে তাঁর থমথমে মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'জন অ্যামেণ্ড-অল! হুঁ, শব্দগুলো আমার বেশ ভয়ঙ্করই মনে হচ্ছে! তার ওপর দেখছি তীরের রঙটা আবার আগা-গোড়াই কালো। তার মানে লক্ষণ অশুভ! উঁহু, তীরটা আমার আদৌ ভালো ঠেকছে না। কিন্তু কোন্ শয়তান এ কাজ করলো! আচ্ছা বেনেট, লোকটা কে হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। এলিস ডাকওয়ার্থ কি হতে পারে?'

"না বেনেট, ও নয়। সাধারণ লোক বিদ্রোহ করে না, করে সমাজের ওপরের দিকে যারা থাকে। আর সাধারণ মানুষ যদি কখনও বিদ্রোহ করে, জানতে হবে তাদের পেছনে কোনো না কোনো জমিদার আছে। আমার মনে হচ্ছে, স্যার ড্যানিয়েল এবারেও রানীর দলে যোগ দিয়েছেন বলে ইয়র্কের ডিউকের দলের কোনো লোকই হয়তো এ কাজ করেছে। আমার মনে হয় লোকটা ওখান থেকেই এসেছে।'

'না, স্যার অলিভার, আমার মনে হয় এটা এখানকারই কারুর কাজ, যারা আমাদের সবাইকে বেশ ভালো করে চেনে। এখানকার হাবভাব যে রকম দিন দিন গরম হয়ে উঠছে, আমি চোখ বুজেই বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—অ্যাপেলইয়ার্ড গেলো, এবার আমার পালা!'

'আঃ, বেনেট', বিরক্তির সুরে পাদরী বলে উঠলেন, 'কি আবোল-তাবোল সব বকছো!'

'আবোল-তাবোল নয় স্যার অলিভার। ইয়র্ক বা ল্যাঙ্কাসটার—স্যার ড্যানিয়েল যে দলেই যোগ দিন না কেন, সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি জালিয়ে, জমিজমা কেড়ে, ওদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে আমরা যে অত্যাচার করেছি, তার জন্যে ওরা আমাদের কাউকেই ছেড়ে কথা কইবে না।'

'নাঃ, তোমার দেখছি মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে!'

আর কথা না বাড়িয়ে পাদরী কোনো রকমে প্রার্থনাটা সেরে নিলেন, তারপর গলায় ঝোলানো ছোট একটা থলি থেকে গালা, মোমবাতি, চকমকি-পাথর আর লোহার একটা শীলমোহর বার করলেন। তাই দিয়ে তিনি বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ডের আলমারি আর সিন্দুকটাতে জমিদারের নাম খোদাই করা মোহর এঁটে দিলেন। বেনেট হ্যাচ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো বটে, কিন্তু মনে মনে সে আদৌ খুশি হতে পারলো না।

সবাই বিষণ্ণ মনে ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগিয়ে গেলো, যেখানে ওদের ঘোড়াগুলো বাঁধা রয়েছে।

'আমার মনে হয় এখুনি আমাদের রওনা হয়ে যাওয়া উচিত, স্যার অলিভার।' রেকাবটা শক্ত করে ধরে রেখে পাদরীকে ঘোড়ায় চড়ার কাজে সাহায্য করতে করতেই বেনেট বললো।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমাদের একটু অন্য রকম ভাবে ভাবতে হবে। অ্যাপেল-ইয়ার্ড নেই, মোট-হাউস রক্ষার ভার আমি তোমাকেই দিতে চাই বেনেট। কালো তীরের এই হুমকির দিনে, তোমাকে ছাড়া আমি আর কারুর ওপর নির্ভর করতে পারবো না।'

কেউ আর কোনো কথা না বলে তিনজনেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গ্রামের দিকে তীরের বেগে ছুটে চলেছে তিনটে ঘোড়া। পেছনে ধুলোর মেঘে ঢেকে গেছে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো। পাদরীর কালো আলখাল্লার প্রান্তদুটো নিশানের মতো পতপত করে উড়ছে। টানস্টল গাঁয়ের ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা ঘর ছাড়িয়ে বেশ বড় একটা বাঁক নিতেই গির্জার চূড়াটা দূর থেকে চোখে পড়লো।

গির্জার সামনে বেশ প্রশস্ত আঙিনা, আশেপাশে গোটা দশ-বারো বাড়িও রয়েছে। কিন্তু গির্জার ঠিক পেছন থেকেই আবার শুরু হয়ে গেছে মাঠ, মাঠের শেষে ঘন জঙ্গল।

গির্জার কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই বেশ বড় একটা জটলা চোখে পড়লো। কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কেউ বা লাগাম ধরে মাটিতে দাঁড়িয়ে। সবাই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত—কারো কাঁধে তীর-ধনুক, কারো হাতে বর্শা, কারো বা কোমরে গোঁজা ধারালো কিরিচ কিংবা বাঁকানো তরোয়াল।

মনে মনে লোকগুলোকে গুনতে গুনতেই পাদরী ভাবলেন, 'নাঃ, আমাদের হাঁক-ডাক তাহলে খুব একটা বৃথা হয়নি দেখছি! স্যার ড্যানিয়েল দেখলে

হয়তো খুশিই হবেন।'

'কে যায়? কে?' কাকে দেখে বেনেট হঠাৎ হেঁকে উঠলো। 'দাঁড়াও বলছি!'

এমন সময় গির্জার আঙিনায় ইউগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে একটা লোককে চুপি চুপি পালাতে দেখা গেলো। হাঁক শুনে সে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই তখুনি আবার বনের দিকে চোঁ-চোঁ দৌড় দিলো। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে যারা জটলা করছিলো, হঠাৎ যেন তাদের টনক নড়লো এবং লোক-টাকে ধরার জন্যে ছুটতে শুরু করলো। যারা ঘোড়া থেকে নেমেছিলো, তারা আবার ঘোড়ায় চেপে বসলো। যারা নিচে ছিলো, তারাও ছুটলো। লোকটা ছুটছিলো গির্জার পেছন দিকের মাঠ দিয়ে। সবাই বুঝলো লোকটাকে ধরতে যাওয়া নিতান্তই মূর্খামি, তবু ছুটলো।

তর্জন-গর্জন করে বেনেট তার ঘোড়াটাকে বেড়ার দিকে ছুটিয়ে দিলো, কিন্তু ঘোড়াটা সামনের দিকে না এগিয়ে পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াতেই বেনেট তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। পরক্ষণেই সে মাটি থেকে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো বটে, কিন্তু লোকটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। আর তখন সে এমন ঝড়ের বেগে ছুটছে যে ধরার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সেই সময়ে ডিকই সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ করলো। মিছিমিছি লোকটার পেছনে না ছুটে, পিঠ থেকে ক্রশ-ধনুকটা নিয়ে তাতে একটা তীর পরিয়ে, বেনেটের দিকে ফিরে জিগেস করলো সে লোকটাকে মারবে না কি?

পাদরীই প্রথম পাগলের মতো উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'মারো ডিক, লোকটাকে মারো।'

বেনেটও তাঁর সঙ্গে সমানে চেঁচাতে লাগলো, 'মারো, মাস্টার ডিক মারো। পাকা একটা আপেলের মতো লোকটা মাটিতে পড়ে যাক, আমরা সবাই দেখি!'

লোকটা তখনও তীরের পাল্লার মধ্যে থাকলেও, আর একটু গেলেই একেবারে নিরাপদে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মাঠের শেষ প্রান্তটা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ী জঙ্গলের গায়ে মিশে যাওয়ার ফলে, দৌড়তে গিয়ে লোকটার ছোটার গতি অনেক শ্লথ হয়ে গিয়েছিলো। এদিকে সায়াহ্নের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ফলে, এত দূর থেকে টিপ করাও খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু বয়েসে কাঁচা হলেও ডিকের লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ। তবু পলাতক একটা মানুষকে এভাবে টিপ করে মারতে ডিকের মায়া হচ্ছিলো। তার আন্তরিক

ইচ্ছে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হোক। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীরটা সাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। বেনেট আর অন্য যারা লোকটার পেছু ধাওয়া করছিলো, উল্লাসে তারা চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু লোকটা পড়েছিলো আস্তে, তাই তখুনি আবার উঠে, পেছু ধাওয়া করে আসা দলটার দিকে ফিরে, মাথার টুপিটা বার দুয়েক বেপরোয়ার মতো নেড়ে চোখের পলকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বেনেট বললো, 'চোরের মতো পালালে কি হবে, তুমি লোকটাকে ঠিকই তাক করতে পেরেছিলে। সত্যি ডিক, তোমার চোখের প্রশংসা না করে পারছি না। লোকটা তোমার তীরটাকে নিয়ে পালালো বটে, কিন্তু এই ঘটনার কথা ওর চিরটাকাল মনে থাকবে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি লোকটা গির্জায় এসেছিলো কেন?' স্যার অলিভার জিগেস করলেন। 'আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই এখানে একটা কিছু করে গেছে। ক্লিপস্‌বি, ঘোড়া থেকে নেমে ইউগাছগুলোর মধ্যে একবার ভালো করে খুঁজে দেখো তো।'

একটু পরেই ক্লিপস্‌বি এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফিরে এলো। কাগজটা সে পাদরী অলিভারের হাতে দিয়ে বললো, 'এটা গির্জার দরজায় সাঁটা ছিলো। এ ছাড়া আমি আর কিছুই খুঁজে পাইনি স্যার।'

'কি বললে, গির্জার দরজায় সাঁটা ছিলো?' পাদরী যেন আঁতকে উঠলেন। 'এ যে মস্ত বড় অপরাধ! এমন কোনো অপরাধের জন্যে কারুর ফাঁসিও পর্যন্ত হতে পারে। আলো যা কমে এসেছে! ডিক, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার চোখের জোর আছে। এটা একবার পড়ে ছাখো তো দেখি কি লেখা আছে?'

কাগজখানা হাতে নিয়ে ডিক জোরে জোরে পড়তে লাগলো। তাতে লেখা রয়েছে একটা ছড়া। হাতের লেখাটা খুবই খারাপ। তার ওপর আবার অজস্র বানান ভুল। ছন্দেরও তেমন কোনো মিল নেই। ছড়াটা এই রকম :

"আমার ট্যাঁকে গোঁজা আছে চারটে কালো তীর
চার ধেড়ে শয়তানেরই নামবে তাতে শির।
একটু আগেই প্রথম তীর ছুটলো ভারি তোফা
পাজি বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ডের ঘুচলো দফারফা।
গ্রিমস্টোনদের ঘরবাড়ি জালিয়েছে যে শয়তান
দ্বিতীয় তীরে সাজা পাবে সেই বেনেট বেইমান।

স্যার হ্যারি শেলটনের গলা কেটেছিলো যে-জন
তৃতীয় তীরেই সেই ভণ্ড অলিভারের হবে মরণ।
আর শেষ তীরটা পড়বে এসে ড্যানিয়েলের বুকে
ওই লোকটাই পালের গোদা যতই থাকুক সুখে।
এই চার ধেড়ে শয়তানেরই মনগুলো অসম্ভব কুচুটে
তাই তো মোদের কালো তীর দেখতে অমন বিদঘুটে।"
—গ্রীন উডের জন অ্যামেণ্ড-অল আর তার সঙ্গীসাথীরা।

"আরও বলি—যারাই এই শয়তানদের দলে করবে ভিড়
তাদের জন্যে তৈরি আছে ফাঁসির দড়ি আর কালো তীর।"

ছড়াটা পড়তে পড়তে ডিকের মুখে ফুটে উঠেছিলো একটা গভীর বিস্ময়। রিচার্ড শেলটনের বাবা স্যার হ্যারি শেলটনকে গুপ্তহত্যার খবরটা ডিক জানতো, কিন্তু কে বা কারা তার বাবাকে হত্যা করেছিলো সে খবর ডিক কিছু জানতো না। এতদিন সে শুধু জানতো জমিদার ড্যানিয়েল দয়া করেই অনাথ ডিককে তাঁর মোট-হাউসে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু আজ এই এতকাল পরে, বাজে একটা কাগজে লেখা ছড়া থেকে যদি সে জানতে পারে তার বাবার হত্যাকারী কে, তাহলে কিশোর ডিক যে মনে মনে চমকে উঠবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

'সত্যি, দিন দিন পৃথিবীটা শুধু যাচ্ছেতাই-ই নয়, একেবারে শয়তানের বাসা হয়ে উঠছে!' নিজের নামে অপবাদ শুনে পাদরী অলিভার খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তাই ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'নইলে আমার নামে এই ডাহা মিথ্যেটা কেমন করে লিখলো? যিশুর নামে শপথ করে আমি বলতে পারি—নিরীহ নাইট, স্যার হ্যারি শেলটনের গুপ্তহত্যার খবর আমি কিছুই জানি না। কে কিভাবে এ কাজ করেছে তার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি।'

বেনেট বললো, 'ভয় দেখাবার জন্যে বাজে কাগজে কে কি একটা লিখে গেলো, আর আপনি তাই নিয়ে এখন সাফাই গাইতে বসলেন?'

'না বেনেট, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না,' স্যার অলিভার আগেরই মতো ক্ষুব্ধ স্বরে বলে চললেন, 'আমি যে নির্দোষ সে কথাটা সবার সামনে আমাকে খুলে বলতেই হবে। কারুর ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে আমি মিছিমিছি নিজের

প্রাণটা খোয়াতে যাবো কেন ? এ অঞ্চলের প্রতিটা মানুষই সাক্ষী দেবে যে ও ব্যাপারটায় আমার কোনো দোষ ছিলো না। এমন কি সে সময়ে আমি মোট-হাউসেই ছিলাম না। সকাল নটার আগেই জরুরী একটা কাজে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিলো...'

বেনেট চটে উঠলো, 'নিজে থেকে আপনি যখন থামবেন না, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে অন্য পথ নিতে হবে। গফ্, বাজাও শিঙা।'

হুকুম পেয়ে গফ্ জোরে জোরে শিঙা বাজাতে লাগলো। এরই এক ফাঁকে বেনেট সরে এসে স্যার অলিভারের কানে কানে কি যেন বললো।

ডিক এতক্ষণ খুব মনযোগ দিয়েই স্যার অলিভারের হাবভাব লক্ষ্য করছিলো। এবার দেখলো বেনেটের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই স্যার অলিভার যেন সভয়ে একবার তার দিকে ফিরেও তাকালেন। এতে ডিকের মনে সন্দেহের ছায়াটা আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। কিন্তু একটা কথাও না বলে ডিক শান্ত মুখেই চুপচাপ রইলো।

বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড মারা যাওয়ায়, বেনেট আর স্যার অলিভারের মধ্যে আলোচনা করে পরিকল্পনাটাকে একটু রদবদল করে নেওয়া হলো। স্থির হলো—জনা দশেক লোক নিয়ে বেনেট থাকবে দুর্গ রক্ষার কাজে। শুধু তাই নয়, বনটা পেরুনোর ব্যাপারেও সে পাদরীকে সাহায্য করবে। আর বাকি লোক নিয়ে রিচার্ড শেলটন রওনা হবে কেট্লে স্যার ড্যানিয়েলের কাছে। লোকগুলো যুদ্ধের ব্যাপারে যে শুধু অনভিজ্ঞ তাই নয়—যেমন উৎশৃঙ্খল, তেমনি নির্বোধ। কিন্তু এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে ডিকের কিছুই করার নেই। তবু তার একটাই মাত্র সান্ত্বনা, এ অঞ্চলের সবাই যে শুধু তাকে ভালোবাসে তাই নয়, বয়েসের তুলনায় রীতিমতো শ্রদ্ধাও করে। আজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকলেও স্যার ড্যানিয়েল তাকে নিজে হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বেনেট শিখিয়েছে কেমন করে অস্ত্র চালাতে আর ঘোড়ায় চড়তে হয়। প্রকৃত যোদ্ধার প্রশংসনীয় গুণগুলো ডিকের চরিত্রের সঙ্গে ভারি সুন্দর খাপ খেয়ে যায়। তাই বেনেটের শক্তির ওপর ডিকের অগাধ আস্থা থাকলেও তার নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে সে ঘৃণা করে।

স্যার ড্যানিয়েল বার্কলের কাছে পাঠানোর জন্যে একটা চিঠি লিখবেন বলে পাদরী যখন গির্জার ভেতরে গেলেন, বেনেট তাকে বললো, 'আমার মনে হয় সাঁকো পেরিয়ে তোমার ঘুর পথেই যাওয়া ভালো। আর তোমার সামনে পঞ্চাশ পায়ের মধ্যে সব সময়েই একজন লোক রাখবে। সে যেন

তীর বাগিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়েই থাকে। বনটা পার না হওয়া পর্যন্ত খুব চুপিসারে যাবে। আর যদি ছাখো শয়তানগুলো তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাহলে কিন্তু একদম থামবে না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। মনে রেখো টানস্টলে সাহায্য পাবার কোনো আশা নেই। তবু আমি কামনা করি তোমার যাত্রা শুভ হোক। জমিদার ড্যানিয়েলের ওপর দৃষ্টি রেখো, কেননা ওঁর মতিগতির কোনো ঠিক নেই। আর ওই ধেড়ে পাদরীটাকে আদৌ বিশ্বাস কোরো না। লোকটা যে খুব একটা খারাপ তা কিন্তু নয়, তবে অন্যের কথায় ওঠে বসে। ও হচ্ছে জমিদারের একেবারে ডান হাত। যেখানেই যাও না কেন, খুব সাবধানে থেকো। আর মনে রেখো আমার চাইতেও শয়তান লোক এ পৃথিবীতে আছে। তাই গ্রীনউডের অ্যামেণ্ড-অল যদি সত্যিই আমাকে কখনও তীর দিয়ে মারে, তাহলে আমার হয়ে ঈশ্বরের কাছে একটু প্রার্থনা কোরো ভাই!'

ডিক বললো, 'একথা তুমি কেন বলছো, বেনেট? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আবার আমাদের দেখা হবে। তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজনই হবে না!'

'তাই যেন হয়, মাস্টার ডিক। ওই যে, স্যার অলিভার ফিরে আসছেন।'

স্যার অলিভার এসে শীলমোহর-করা একটা চিঠি ডিকের হাতে দিলেন। খামের ওপরে লেখা: "আমার মনিব, জমিদার স্যার ড্যানিয়েলের প্রতি।"

ডিককে উনি বললেন, 'চিঠিটা খুব জরুরী। পৌঁছেই এটা তুমি ওঁর হাতে দেবে।'

চিঠিটা ডিক সযত্নে জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলো, তারপর পশ্চিম মুখে গ্রামের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলো।

দুই / কেট্‌ল

সেদিন রাত্রে লোকজন আর সৈন্য নিয়ে স্যার ড্যানিয়েল কেট্‌লে আস্তানা গেড়েছেন। আসন্ন যুদ্ধে তাঁর সর্বনাশ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্তও ঘটতে পারে। কিন্তু তাতেও তাঁর স্বভাবের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাত গড়িয়ে গেছে, তবু তিনি গরিব প্রজাদের ওপর জুলুম করে খাজনা আদায় করে চলেছেন। লোকটা একেবারে অর্থপিশাচ, টাকার গন্ধ পেলে আর রক্ষে নেই। কোনো সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল বাধলেই, এক পক্ষে যোগ দিয়ে তিনি অন্য পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবেন, তারপর ছলে বলে কৌশলে—যেভাবেই হোক, সম্পত্তি-টাকে গ্রাস করবেন। তাঁর কবল থেকে সম্পত্তিটাকে উদ্ধার করার সাধ্য আর কারুর হবে না। এবং এসব ব্যাপারে স্যার অলিভারের ধূর্তামিই তাঁর সব চাইতে বড় হাতিয়ার। কেট্‌ল হলো এই ধরনের একটা মহাল যা সম্প্রতি তাঁর হাতে এসেছে। প্রজারা এখনও স্বেচ্ছায় তাঁকে খাজনা দেয় না। তাই তাদের শায়েস্তা করার জন্যেই তিনি একেবারে লোক-লস্কর নিয়ে হাজির হয়েছেন।

রাত তখন প্রায় দুটো। সরাইখানার প্রশস্ত একটা কক্ষে, আগুনের ধারে বসে রয়েছেন জমিদার ড্যানিয়েল। বাইরে তখন খুবই ঠাণ্ডা। কেট্‌লের জলা-ভূমি থেকে হুহু করে ছুটে আসছে জলো হাওয়া। হাতের কাছেই বসানো রয়েছে মদের বোতল। দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে জনা-বারো সশস্ত্র প্রহরী। প্রহরীদের কয়েকজন আবার বেঞ্চির ওপর মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝেতে কম্বলের ওপর শুয়ে রয়েছে বারো-তেরো বছরের একটি কিশোর।

যে সরাইখানার একটি কক্ষে বসে এই গভীর রাতেও চলছে প্রজাশাসন, সেই সরাইখানারই মালিককে স্যার ড্যানিয়েল ধমকাচ্ছেন, 'মনে রেখো, আমিই তোমার একমাত্র মনিব। বিপদে-আপদে একমাত্র আমিই পারি তোমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি যদি শুনি যে আমাকে খাজনা না দিয়ে তুমি ওয়ালশিংহামকে খাজনা দিয়েছো, সেদিন কিন্তু তোমার আর রক্ষে রাখবো না।'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন হুজুর! আপনার মতো মনিব থাকতে আমি কোন্ দুঃখে ওই চোর বদমাশ বাটপাড় ওয়ালশিংহামটাকে খাজনা দিতে

যাবো ?' বিনয়ে গলে গিয়ে সরাইখানার মালিক গদগদ স্বরে বললো। 'আপনি জিগেস করে দেখবেন হুজুর, এ তল্লাটের সবাইকেই আমি বলি—স্যার বার্কলের মতো জমিদার হয় না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।'

এত সহজে মুক্তি পাবে সরাইখানার মালিক স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।' তাই বাইরে বেরিয়ে এসে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু অন্যদের কপালে কি আছে ভাবতেই সে মনে মনে শিউরে উঠলো।

স্যার ড্যানিয়েল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সেলডেন, এবার পরের জনকে নিয়ে এসো!'

অনুচরদের একজন এবার জীর্ণ শীর্ণ চেহারার এক বুড়োকে ধরে নিয়ে এলো। বেচারি একেই মোমবাতির মতো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তার ওপর আবার কালাজ্বরে থর থর করে কাঁপছে।

'নাম কি ?'

'আমার নাম কনডাল, হুজুর—সোরবির কনডাল।'

'তোর নামে আমার কাছে নালিশ আছে। তুই নাকি লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াস। তার ওপর কয়েকজনকে খুনও করেছিস্…'

'এ আপনি কি বলছেন, হুজুর!' জমিদারের কথা শুনে বুড়োর তো চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। 'আমি বুড়ো মানুষ। কারুর সাতে থাকি না, পাঁচেও থাকি না। আমি এসবের কিছুই জানি না, হুজুর।'

'তুই সব জানিস।'

'বিশ্বাস করুন হুজুর, জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কারুর কোনো ক্ষতি করিনি।'

'আমি জানি তুই একটা পাজির পা ঝাড়া। তবে তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারি একটা মাত্র সর্তে—যদি কুড়ি পাউণ্ডের একটা খত লিখে দিস…'

'হুজুর, আপনি বোধ হয় আমার নামটা ভুল করছেন। আপনি যার কথা বলছেন—সে হচ্ছে টিনডাল, আর আমার কনডাল।'

স্যার ড্যানিয়েল গর্জে উঠলেন, 'টিনডাল হোক আর কনডালই হোক, টাকা আমার চাই। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো ভালোয় ভালোয় এই দলিলটায় সই করে দে।'

'হুজুর, আমি গরিব মানুষ। অত টাকা আমি কোনোদিন চোখেও দেখিনি।'

'এই, কে আছিস? এর গলায় দড়ি বেঁধে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দে।'

অগত্যা প্রাণের ভয়েই কনডাল বুড়োকে দলিলে সই করে দিতে হলো।

ইতিমধ্যে যে কিশোরটি কম্বলের ওপর শুয়ে ছিলো, এখন সে উঠে বসে অবাক চোখে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

ড্যানিয়েল ডাকলেন, 'এই যে খোকা, এদিকে শোনো।'

ছেলেটা গুটি গুটি পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো।

গদি-আঁটা কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে স্যার ড্যানিয়েল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেন, 'বাঃ, তুমি তো বেশ জোয়ান ছোকরা দেখছি!'

ছেলেটার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। কুচকুচে কালো চোখদুটোয় একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে সে জমিদারের দিকে তাকালো। দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ছেলেটার বয়েস অনুমান করা আরও কঠিন হয়ে পড়লো। ভঙ্গিতে একটু ভারিক্কী ভাব থাকলেও, মুখখানা শিশুর মতোই সরল আর ভারি সুন্দর। রোগার ওপর ছিপছিপে গড়নটাও মন্দ নয়।

দীপ্ত ভঙ্গিতে ছেলেটি জবাব দিলো, 'আমার দুর্দশাকে উপহাস করার জন্যেই কি আপনি আমাকে কাছে ডেকেছেন?'

'আরে, না না, উপহাস করার জন্যে নয়', দরাজ গলায় স্যার ড্যানিয়েল বলে উঠলেন। 'আমার হাসি পাচ্ছে, তাই আমি হাসছি। অন্তত এখন আমাকে একটু প্রাণ খুলে হাসতে দাও।'

'বেশ, হাসুন।' বেশ তেজের সঙ্গেই ছেলেটা জবাব দিলো। 'পরে কিন্তু একদিন এই হাসির জবাবদিহি আপনাকেই করতে হবে।'

'আচ্ছা বোকা তো! তুমি হলে গিয়ে আমার কুটুম?' এখন স্যার ড্যানিয়েলের গলার স্বর অনেক নরম হয়ে গেছে। 'তোমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা যদি করেও থাকি, সেটা কি আর উপহাস করার জন্যে? আসলে তোমাকে ধরে আনতে বাধ্য হয়েছি—তোমার বিয়ে দিয়ে কম করেও হাজার পাউণ্ড ঘরে তুলবো। এখন থেকে তোমার ভরণ-পোষণের ভার সম্পূর্ণ আমার। আমার ওখানে তুমি খুব আনন্দেই থাকতে পারবে। আমি ডিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। ও ছেলেটিও যেমন ভালো, তেমনি সাহসী। সত্যিই আমি ঠাট্টা করছি না। তুমি বরং এখন কিছু খেয়ে নাও। ওহে, আমার কুটুমকে তোমরা কিছু খেতে দাও তো। এ কি জন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

'না, আমি কিছু খাবো না।' দৃঢ়তার সঙ্গেই জন জবাব দিলো। 'আপনি

আমাকে জোর করে এই পাপের মধ্যে টেনে এনেছেন। আমার আত্মার শান্তির জন্যেই আমি উপোস করবো। তবে শুধু যদি একটু খাবার জল দিতে বলেন, আমি সত্যিই আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'না না জন, তা কি হয়! তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। জল ওরা দিচ্ছে, সেই সঙ্গে কিছু খাবারও খাও।'

কিশোরটি কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে এক পেয়ালা জল ছাড়া আর কিছুই খেলো না, তারপর ঘরের এক কোণে কম্বলের ওপর গুটিসুটি হয়ে বসে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো।

ঘণ্টা খানেক, কি ঘণ্টা দুয়েক পরে গ্রামের পথে প্রহরীদের হাঁক-ডাক শোনা গেলো। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ আর অস্ত্রের ঝনঝনা। একটু পরেই দলবল নিয়ে কিশোর রিচার্ড শেলটন সরাইখানায় এসে পৌছলো। সারা শরীরে কাদা-মাখা অবস্থায় তাকে দেখা গেলো দরজার সামনে।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, স্যার ড্যানিয়েল।'

'আরে, ডিক যে! এসো এসো।' ডিককে দেখে স্যার ড্যানিয়েল উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এবং সেই সঙ্গে ডিকের নাম শুনে অন্য কিশোরটিও উৎসুক চোখে তার দিকে তাকালো। 'কি ব্যাপার, বেনেট হ্যাচকে তো দেখছি না?'

'আগে আপনি অনুগ্রহ করে স্যার অলিভারের এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। এতেই সব কথা লেখা আছে। পাদরীর মুখ-আঁটা চিঠিটা ডিক জমিদারের হাতে দিলো। 'আর স্যার, আপনি এখুনি লর্ড রাইজিংহ্যামের সঙ্গে দেখা করুন। কেননা এখানে আসার সময় পথে একজন দূতের সঙ্গে দেখা হলো। চিঠি নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে সে আপনার কাছেই আসছিলো। চিঠিটা আমাকে দিয়ে সে বললো লর্ড রাইজিংহ্যামের কাছে এখুনি পৌছোনোটা নাকি বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।'

'আরে বোসো বাপু, বোসো। অত তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই। ইংল্যাণ্ডের সূর্য যে সময়ে অস্ত যাবার কথা, ঠিক সময়েই সে অস্ত যাবে। আমাদের তাড়াহুড়োতে তাকে একটুও আটকানো যাবে না। তার আগে বরং চলো ডিক, দেখে আসি কাদের সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো। সেলডেন, তুমি এখানকার পাহারায় থাকো, আমি এখুনি আসছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে স্যার ড্যানিয়েল চললেন তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতে। জ্বলন্ত মশাল হাতে তাঁর সঙ্গে চললো কয়েকজন প্রহরী। অসম্ভব

নীচতা আর নিষ্ঠুরতার জন্যে জমিদার হিসেবে কেউ তাঁকে পছন্দ না করলেও, যুদ্ধের সময় সেনাপতি হিসেবে সবাই তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করতো, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে নিজেরাই গর্ব অনুভব করতো। তাঁর দুর্জয় সাহস, রণকৌশল আর উপস্থিত বুদ্ধি ছিলো সত্যিই প্রশংসা করার মতো।

সংখ্যা আর সাজ-সজ্জায় তাকে কোনো মতেই সৈন্যবাহিনী বলা যায় না, তবু মোটামুটি তিনি খুশিই হলেন। কয়েক জনের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করলেন। 'আরে ক্লিপস্‌বি যে! বহুত আচ্ছা। তুমি থাকবে সারির একেবারে প্রথমে, যাতে তীরগুলো সোজা এসে বিঁধতে পারে তোমার বুকে। আর সিরা, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আপনি শুধু আমাকে বলবেন কখন কার পক্ষ নেবেন।'

সিরার জবাবে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

সবার খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে স্যার ড্যানিয়েল ডিককে নিয়ে আবার সরাইখানায় ফিরে এলেন।

'শোনো ডিক, তুমি বরং খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। ওই যে ওরা তোমার জন্যে রুটি আর মাংস দিয়েছে। আমি ততক্ষণে চিঠিখানা পড়ে নিই।'

খাম খুলে চিঠিখানা পড়তে পড়তেই তাঁর মুখটা কালো হয়ে উঠলো। চিঠিখানা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে তিনি কি যেন ভাবলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডিকের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন :

'ডিক, তুমি কি নিজে চোখে গির্জার দরজায় আঁটা সেই কবিতাটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাতে নাকি তোমার বাবার নামটাও আছে? কিন্তু কোনো উন্মাদ শয়তানি করে তোমার বাবাকে খুন করার দোষটা বেচারি পাদরীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।'

ডিক বললো, 'হ্যাঁ, উনি খুব জোর দিয়েই কথাটা অস্বীকার করেছেন।'

'তাই নাকি?' জমিদার তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, 'ওর কথায় কখনও কান দিও না। লোকটা বড্ড বেশি বকে। আমি যদি কখনও সময় পাই, তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবো। ডাকওয়ার্থ নামে একটা লোক ছিলো। অনেকের ধারণা কাজটা ওরই। কিন্তু যে সময় খুনটা হয়, চারদিকে তখন খুব

গোলমাল চলছিলো। তাই লোকটাকে ধরে শাস্তি দেওয়া ঠিক সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

'ঘটনাটা কি মোট-হাউসে ঘটেছিলো?' ভেতরের কৌতূহলটাকে আর কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে ডিক দুরু দুরু বুকে জিগেস করলো।

'না, ঘটনাটা ঘটেছিলো মোট-হাউস আর হলিউডের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।' শান্তস্বরে কথাটা বললেও, স্যার ড্যানিয়েল সন্দিগ্ধ চোখে ডিকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও ডিক। আমার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে তোমাকে এখুনি আবার টানস্টলে ফিরে যেতে হবে।'

জমিদারের কথা শুনে ডিকের মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো।

'স্যার ড্যানিয়েল, আপনি বরং অন্য কাউকে পাঠান। আমাকে আপনি যুদ্ধে নিয়ে চলুন। বিশ্বাস করুন, চিঠি চালাচালির চেয়ে তীর চালাতেই আমার বেশি ভালো লাগে।'

'আমি জানি, ডিক।' লেখার সাজ-সরঞ্জাম গুছতে গুছতেই স্যার ড্যানিয়েল জবাব দিলেন। 'কিন্তু এই যুদ্ধে জিতলেও কোনো গৌরব নেই। তাছাড়া যুদ্ধের পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখন এই কেট্‌লেই ওত পেতে থাকবো। তারপর যুদ্ধ শুরু হলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাবো। আপাতত চিঠিখানা নিয়ে যাওয়াটা সত্যিই খুব জরুরী।'

আসলে স্পষ্টই বোঝা গেলো কালো তীরের দলটার ব্যাপারে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছেন। চিঠিটা লেখার জন্যে তিনি ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। এখন তাঁর পিঠটা ফেরানো রয়েছে ডিকের দিকে।

ডিক একমনে খেয়ে চলেছে। এমন সময় কে যেন আলতো করে তাকে ছুঁয়ে কানের কাছে চুপি চুপি বললো, 'দোহাই তোমার, একটুও নড়ো না। আমাকে শুধু কানে কানে বলে দাও হলিউডে যাবার সোজা পথটা কোন্ দিকে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। তুমি বিশ্বাস করো খোকা, আমি সত্যিই খুব বিপদে পড়েছি।'

কোনো দিকে না তাকিয়ে ডিক একই ভঙ্গিতে চুপি চুপি জবাব দিলো, 'বাতাস কলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গ্যাছে, সেইটে ধরে সোজা খেয়াঘাট পর্যন্ত চলে যাও। তারপর লোককে আবার জিগেস কোরো।'

ঘাড় না ঘুরিয়ে ডিক আবার খাওয়ায় মন দিলো, কিন্তু পলকের জন্যে

একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো—একটু আগে যে ছেলেটিকে জন বলে ডাকা হয়েছিলো, সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ডিক মনে মনে ভাবলো, 'আরে, ছেলেটি তো আমার চাইতেও ছোট! তাহলে আমাকে 'খোকা' বললো কেন? বেশ, ঠিক আছে, ও যদি জলার পথ ধরে, তাহলে আমি ওর নাগাল পাবোই। তখন আচ্ছা করে ওর কান মলে দিয়ে তবে ছাড়বো।'

এর আধঘণ্টা পরে স্যার ড্যানিয়েল ডিককে চিঠিটা দিলেন। ডিক ঘোড়া ছুটিয়ে মোট-হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। তারও আধঘণ্টা পরে লর্ড রাইজিংহ্যামের জরুরী বার্তা নিয়ে একজন দূত এলো স্যার ড্যানিয়েলের সঙ্গে দেখা করতে।

'আমি আপনার জন্যে বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি, স্যার ড্যানিয়েল। আজ খুব ভোর থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গ্যাছে এবং আমরা ওদের প্রায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি বললেই চলে। শুধু মূল দলটাই যা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার সদ্য এসে পৌঁছনো নতুন লোকবলের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আপনার সৈন্য আমাদের সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হলে, আমরা নিশ্চয়ই ওদের নদীর ধার পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আপনি আর একটুও দেরি করবেন না, স্যার।'

'না না, আমি তো সবে বেরুবো বলেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম।' স্যার ড্যানিয়েল হাঁক পাড়লেন, 'সেলডেন, শিঙা বাজাও।'

শিঙার শব্দে কেঁপে উঠলো ভোরের স্তব্ধ বাতাস এবং স্যার ড্যানিয়েলের লোকজনদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেলো। সরাইখানার সামনে উঁচু সড়কটায় সবাই সার বেঁধে দাঁড়ালো। স্যার ড্যানিয়েল বেছে বেছে কিছু ঘোড়সওয়ারকে একেবারে সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

দূত অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'স্যার, আপনি বরং ওদের এখুনি এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিন।'

জমিদার হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে ভায়া, এত তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই। একটা কথা মনে রেখো—যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তখন যাওয়াই যাক! ঘোড়ায় চড়তে চড়তে তিনি হাঁক পাড়লেন, 'জন! জোয়ানা! কোথায় গেলো সে? সরাইওয়ালা, মেয়েটা কোথায় গেলো একটু দেখো তো?'

সরাইওয়ালা বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'মেয়ে! মেয়ে আবার কোথায়, কর্তা?'

আমি তো এখানে কোনো মেয়ে দেখিনি !'

'গ্যাখোনি ?' স্যার ড্যানিয়েল ধমকে উঠলেন, 'একটু আগে যে কম্বলের ওপর বসে ছিলো, জল ছাড়া আর কিছুই খেলো না, তুমি কি বলতে চাও গ্যাখোনি তাকে ?'

'আপনি যাকে জন বলে ডাকছিলেন ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোথায় গেলো সে ?'

'হা ভগবান, আমি তো তাকে ছেলে বলেই জানতাম ! সে তো চলে গ্যাছে।'

'চলে গ্যাছে মানে ?' স্যার ড্যানিয়েল আবার ধমক লাগালেন।

'ঘন্টাখানেক আগে সে তো আস্তাবলে গিয়ে ছাই রঙের একটা ঘোড়ায় উঠে চলে গেলো !'

'কি বলছো তুমি ?' স্যার ড্যানিয়েল যেন আঁতকে উঠলেন। 'মেয়েটার দাম যে আমার কাছে পাঁচশো পাউণ্ডেরও বেশি !'

দূত আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলে উঠলো, 'আপনি পাঁচশো পাউণ্ডের জন্যে চিৎকার করছেন, স্যার ? আর ওদিকে সারা ইংল্যাণ্ড কারো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, কেউ বা আবার রাজা হচ্ছে !'

'হ্যাঁ, কথাটা অবশ্য বলেছো ভালো। সেলডেন, ছজন তীরন্দাজ নিয়ে তুমি এখুনি মেয়েটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ো। তাতে যত খরচ হয় হোক, যে মরে মরুক। আমি যেন ফিরে গিয়ে মোট-হাউসে তাকে দেখতে পাই। চলো দূত, এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে জমিদার চলে গেলেন আর সেলডেন ছজন তীরন্দাজ নিয়ে চললো কেট্‌লের পথে সেই রহস্যময় কিশোরটির সন্ধানে।

তিন / জলায়

তখন প্রায় ছটা। ভোরের ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। মোট-হাউসে ফেরার পথে ডিক তখন জলার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। দূর থেকে ভেসে আসছে বাতাসকলের কাঠের পাখনা ঘোরার একটা ছন্দিল শব্দ। জলার চারপাশে উইলোর সাদা শাখাগুলো বাতাসে মৃদু দুলছে। কাল প্রায় সারা রাতই ডিক ঘোড়ার পিঠে ছিলো, তবু সে এতটুকুও ক্লান্ত শ্রান্ত হয়নি। বরং এখন তাকে বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছে।

পথটা সোজা জলার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। চারদিকে ধুধু নির্জন জলাভূমি, দূরে কেট্‌লে বাতাসকলের উঁচু চূড়াটা ছাড়া আশেপাশে একটা গ্রাম বা ঘরবাড়িও চোখে পড়ে না। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে টানস্টলের ঘন সবুজ বনানী। পথটার দুপাশে শরবন, মাঝে মাঝে উইলোর শাখাগুলো বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে পান্নার মতো ঘন-সবুজ জলের ওপর। জলার মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাওয়া এই পথটা খুবই প্রাচীন। বহুকাল আগে রোমান সৈন্য চলাচলের জন্যেই এই পথটাকে তৈরি করা হয়েছিলো। মাঝে মাঝে অবশ্য ধসে জলার অগভীর স্থির জলের তলায় চলে গেছে।

কেটলে থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে, ডিক এমনই একটা ধসে যাওয়া জায়গায় এসে পড়েছে, যেখানে শরবন আর উইলোর ডালপালায় জট পাকিয়ে যাওয়া জায়গাটাকে একটা ছোটখাটো দ্বীপের মতো মনে হচ্ছে। যদিও এই পথটা ডিকের বেশ ভালোই জানা, কিন্তু অপরিচিত কোনো লোকের পক্ষে এখানে বিপদে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক, এমনকি পাঁকের মধ্যে পড়ে যে কোনো সময়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই ঘোড়ার হাঁটু-সমান জল ভেঙে এগিয়ে যেতে যেতে ডিকের হঠাৎ গত রাত্রির অপরিচিত সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেলো। পথটা ওকে তখন ভালোভাবে বলে দেওয়া হয়নি বলে তার নিজেরই খুব খারাপ লাগলো। পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে, আকাশের নীল পটভূমিতে যেখানে বাতাসকলের পাখনাগুলো ঘুরছে, সেখান থেকে শুরু করে সামনের দিকে টানস্টলের গভীর অরণ্য পর্যন্ত ডিক সারাটা পথ খুব ভালো করে লক্ষ্য করলো, কিন্তু কারুর কোনো চিহ্নই ওর চোখে পড়লো না।

ধসে যাওয়া পথটা আধাআধি অতিক্রম করার পর, পথটা যখন ক্রমশ

ডাঙার দিকে উঠতে শুরু করছে, ডিক হঠাৎ জলের মধ্যে কিসের যেন একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলো। সতর্ক হয়ে আর একটু এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পেলো ছাই-ছাই রঙের একটা ঘোড়া পেট সমান কাদার মধ্যে পড়ে ছটফট করছে, বেচারি পাঁক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। যেন নিমেষে বুঝতে পেরে সাহায্য পাবার আশায় ঘোড়াটা মর্মভেদী হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো। আতঙ্কে তার চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কালো মেঘের মতো মাথার ওপরে উড়ছে মশার ঝাঁক।

'আহা রে, ছেলেটা বোধহয় মারাই গ্যাছে!' ডিক মনে মনে ভাবলো। 'সরাইওয়ালার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে এটা ওরই ঘোড়া। দাঁড়াও বন্ধু, ওখানে তোমাকে আর তিলে তিলে ডুবে মরতে হবে না। তোমার সব যন্ত্রণা আমি এখুনি শেষ করে দিচ্ছি।'

ক্রশ-ধনুকে একটা তীর পরিয়ে সে ঘোড়াটার মাথায় মারলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটা স্থির হয়ে গেলো। এর চাইতে আর অন্য কোনো ভাবেই সে ঘোড়াটাকে সাহায্য করতে পারতো না। তবু কিছুটা বিষণ্ণ মনে, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই ডিক আবার এগিয়ে চললো, যদি হতভাগ্য ছেলেটার কোনো চিহ্ন তার চোখে পড়ে।

'সত্যি, এভাবে ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা আমার ঠিক হয়নি!' এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর ডিক শুনতে পেলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ডিক অবাক হয়ে চারদিকে তাকালো, দেখলো খুব কাছেই ঘন শরবনের মধ্যে থেকে ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ডিক জিগেস করলো, 'আরে, তুমি এখানে! আমার এত কাছে ছিলে? আর একটু হলেই আমি তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যেতাম। তোমার ঘোড়াটা কাদায় ডুবে মরছিলো দেখে আমি তার সব যন্ত্রণা শেষ করে দিয়েছি। শরবন থেকে বেরিয়ে এসো। এখন তোমার আর বিপদের কোনো ভয় নেই।'

'দেখো খোকা, আমার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। আর থাকলেও আমি তা ব্যবহার করতে পারতাম না।' শরবন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে বললো।

ছেলেটির দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে ডিক জিগেস করলো, 'তুমি আমাকে 'খোকা' বলছো কেন? তুমি কি আমার চাইতে বয়েসে বড়?'

'আমাকে ক্ষমা করো, ডিক। আমি তোমার মনে আঘাত দেবার জন্যে এ কথা বলিনি। বরং তোমার উদারতা, তোমার ভদ্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। দেখতেই তো পাচ্ছো—আমি একেবারে সহায়-সম্বলহীন, নিঃস্ব। ঘোড়া নেই, পথ হারিয়ে ফেলেছি, এমন কি হাতে একখানা চাবুক পর্যন্তও নেই। তার ওপর সর্বাঙ্গ কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।' করুণ স্বরে ছেলেটি মিনতি করলো, 'এখন তুমি আমাকে দয়া করে বলে দাও ডিক, কোন্ পথে গেলে আমি হলিউডে পৌছতে পারবো। সেখানে না পৌছোনো পর্যন্ত আমি কিছুতেই নিরাপদ বোধ করতে পারছি না।'

ডিক ঘোড়া থেকে নেমে বললো, 'পথ বলে দেবার চাইতেও তোমাকে বেশি কিছু দেবো। তুমি আমার ঘোড়ায় ওঠো, আমি তোমার পেছন পেছন ছুটে যাবো। তারপর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বো, তখন তুমি নেমে এসে আমার পেছন পেছন ছুটবে আর আমি ঘোড়ায় চড়বো। এমনি ভাবে অনেকখানি পথ আমরা বেশ দ্রুতই এগিয়ে যেতে পারবো।'

ছেলেটি রাজি হয়ে ঘোড়ায় চড়লো এবং দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চললো। ডিক এক হাতে তার হাঁটুটা আঁকড়ে ধরে যেতে যেতেই এক সময়ে জিগেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

ছেলেটি বললো, 'আমার নাম জন ম্যাচাম।'

'তুমি হলিউডে যাচ্ছো কেন?'

'একটা লোকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি হলিউডের মঠে আশ্রয় নেবো। ওখানকার অধ্যক্ষ দুর্বলদের খুবই সাহায্য করেন।'

কি যেন একটু ভেবে ডিক আবার জিগেস করলো, 'আচ্ছা জন, তুমি স্যার ড্যানিয়েলের কাছে হঠাৎ এসে পড়লে কি ভাবে?'

'তিনি আমাকে জোর করে বাড়ি থেকে ধরে এনে এই সব পরিয়েছেন। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে আমার জান প্রায় শেষ করে দিয়েছেন। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে উদ্ধার করার জন্যে পেছু ধাওয়াও করেছিলো। ওদের তীরের হাত থেকে নিজের জান বাঁচাবার জন্যে জমিদার আমাকে পেছনে বসিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলেন। ওদেরই একটা তীরে আমার ডান পাটা জখম হয়ে যায়। সেই থেকে আমাকে এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফল ওঁকে একদিন ভোগ করতেই হবে।'

ডিক বললো, 'এ যে দেখছি তুমি ঢিল দিয়েই চাঁদ পাড়ার চেষ্টা করছো! উনি যে কত বড় আর দুঃসাহসী নাইট, তা তো আর তুমি জানো না। বজ্রের

মতো কঠিন ওঁর বাহু। ওঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অত সহজ নয়। উনি যদি একবার আঁচ করতে পারেন যে আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছি, তাহলে আমারও আর নিস্তার থাকবে না।'

জন বললো, 'আমি জানি উনি তোমার অভিভাবক। আর যেহেতু আমি ওঁর অধীন, সেদিক থেকে বলতে গেলে উনি আমারও অভিভাবক। আসলে উনি আমাকে ধরে এনেছেন বিয়ে দিয়ে অনেক টাকা পাবেন বলে। আমি ছেলেমানুষ বলে এ ব্যাপারে আমার একদম মত নেই। অবশ্য তুমিও ছেলেমানুষ, এসব ঠিক বুঝতে পারবে না।'

'আবার তুমি আমাকে ছেলেমানুষ বলছো?' ডিক বললো।

'তাহলে কি বলবো, মেয়ে?'

'না, তাই বা বলবে কেন? জানো, মেয়েদের আমি একদম পছন্দ করিনা।'

জন হাসতে হাসতে বললো, 'তার মানে তুমি মেয়েদের কথা বেশি করে ভাবতে ভালোবাসো।'

'মোটেই না', ডিক প্রতিবাদ করলো। 'আমি সব চাইতে বেশি ভালোবাসি ঘোড়া ছুটিয়ে শিকার করতে, অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আর লড়াই করতে। এ পৃথিবীতে আমি একটা মাত্রই মেয়েকে ভালোবাসি, যে ইউরোপের সব চাইতে সেরা রূপসী, সব চেয়ে দুঃসাহসী মেয়ে—সে হলো জোয়ান অফ্ আর্ক, যাকে ওরা ডাইনি বলে পুড়িয়ে মেরেছিলো।'

'লক্ষীটি, তুমি রাগ কোরো না ডিক, আমি কিছু মন্দ ভেবে কথাটা বলিনি। আমি মেয়েদের কথা শুধু এই ভেবে বলেছি যে, শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছো?'

'আমি! বিয়ে করতে যাচ্ছি!' কথাটা শুনে ডিক যেন গাছ থেকে পড়লো। 'কই, এমন কথা তো আমি কখনও শুনিনি? কাকে?'

কেমন যেন রাঙিয়ে উঠে জন জবাব দিলো, 'জোয়ানা সেডলি নামে একটা মেয়েকে। এটা অবশ্য স্যার ড্যানিয়েলেরই কাণ্ড। এতে ওঁর দুদিক থেকেই টাকা আসবে। আমি এমনও শুনেছি—তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা শুনেই মেয়েটা নাকি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তবে ভালোবেসে, না খারাপ বেসে, তা আমি জানি না।'

জনের কথা শুনে ডিক খুব অবাক হয়ে গেলো। 'সে কি! বিয়ের আগে, আমাকে না দেখেই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে? সত্যি করে বলো তো জন, তুমি কি মেয়েটাকে দেখেছো? তাকে কেমন দেখতে—ভালো, না খারাপ?'

'সে কথা শুনে তোমার আর কি লাভ হবে ডিক,—মেয়েদের যখন তোমার ভালোই লাগে না?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনেই ডিক জবাব দিলো।

'তবে জমিদার নিজে যখন পাত্রী ঠিক করছেন, তখন তাকে দেখতে ভালো কি মন্দ, তাতে তোমার কিছুই এসে যায় না।'

'নিশ্চয়ই, কিছু এসে যায় বইকি!' ডিক চটে উঠলো। 'তুমি কি ভাবো আমার নিজস্ব মতামতের কোনো দাম নেই?'

'তুমি রাগ করছো, ডিক!'

এমন সময়, জনের কথা শেষ হবার আগেই, তাদের পেছন থেকে বয়ে আসা বাতাসে শোনা গেলো শিঙার শব্দ।

ডিক বললো, 'শুনতে পাচ্ছো? ওটা স্যার ড্যানিয়েলের শিঙাধ্বনি।'

জনের মুখখানা শুকিয়ে গেলো। চুপিচুপি সে বললো, 'আমি যে পালিয়েছি, আমার মনে হয় ওরা জানতে পেরেছে! ইশ্, এখন আমার ঘোড়াটাও নেই!'

জনের মুখখানা তখন সত্যিই খড়ির মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাই দেখে ডিক উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললো, 'ভয় কি, তুমি তো অনেকক্ষণ আগেই যাত্রা শুরু করেছো? এখন ওরা তোমাকে আর ধরতে পারবে না। তা ছাড়া আমরা খেয়াঘাটের খুব কাছেই এসে পড়েছি। বরং সে-দিক থেকে বলতে গেলে, আমারই ঘোড়া নেই।'

'ডিক', ব্যাকুল স্বরে জন বলে উঠলো, 'আমাকে একটু সাহায্য না করলে ঠিক ধরা পড়ে যাবো।'

'শোনো, তোমার অবস্থা দেখে আমার সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে', সহানুভূতির স্বরে ডিক বললো, 'কি যেন তোমার নামটা বললে...হ্যাঁ, জন ম্যাচাম, আর আমার নাম রিচার্ড শেলটন...আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আমি তোমাকে নিরাপদে হলিউডে পৌঁছে দেবোই। আমার কথা তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। এখন রাস্তাটা অনেক ভালো হয়ে এসেছে। জোরে ঘোড়া ছোটাও। আমার জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি হরিণেরই মতো জোরে ছুটতে পারি।'

ডিকের কথা শুনে জন জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আর ডিক অনায়াসেই তার পাশাপাশি ছুটে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলার বাকি অংশটা পার হয়ে এসে ওরা নদীর ধারের খেয়ামাঝির কুঁড়েঘরটার সামনে পৌঁছলো।

চার / খেয়াঘাট

টিল নদীটা বেশ চওড়া। জলা থেকে চুঁইয়ে এসে পড়া ঘোলা জলের স্রোত কিছুটা মন্থর গতিতেই বয়ে চলেছে। অগভীর নদীটায় মাঝে মাঝে চড়া পড়ে তাতে জংলা গাছের ছোট ছোট দ্বীপ গজিয়ে উঠেছে।

নদীর চেহারাটা মলিন হলেও, রোদ ঝলমলে আর মিষ্টি বাতাস বওয়া এই ভোরে চারদিকটা কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে নদীর জলে। মাঝির কুঁড়েঘরটা থেকে সরু একফালি পথ ক্রমশ ঢালু হয়ে সবুজ ঘাসে ছাওয়া তটরেখার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে একেবারে খেয়াঘাটের কোল পর্যন্ত।

মাঝির ঘরের দরজা ঠেলে ডিক যখন ভেতরে ঢুকলো, দেখলো মাঝি তখন ঘরের ভেতরে ময়লা একটা কোট বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে আছে আর জ্বরে কাঁপছে। বিশাল চেহারার মানুষ হলে কি হবে, বেচারি বয়েসের ভারে যেন একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে।

ডিককে দেখে বললো, 'কি ব্যাপার, মাস্টার শেলটন? তোমরা নদীর খেয়া পার হবার জন্যে এসেছো বুঝি? কিন্তু এখন দিনকাল ভালো নয়। নদীর ওপারে আবার একটা সাংঘাতিক দল আস্তানা গেড়েছে। আমার মনে হয় খানিকটা পথ ঘুরে তোমাদের সাঁকোর ওপর দিয়ে যাওয়াই ভালো।'

ডিক বললো, 'অতখানি পথ ঘুরে যাবার সময় নেই। সত্যিই আমার খুব তাড়া আছে, মাঝি।'

মাঝি এবার তার বিছানায় উঠে বসলো। 'ওসব খেয়াল এখন ছাড়ো, মাস্টার শেলটন। এখনকার দিনে নিরাপদে মোট-হাউসে পৌঁছতে পারাটা ভাগ্যের কথা।' তারপর হঠাৎ দরজার সামনে জনকে দেখে সন্দিগ্ধ স্বরে ও জিগেস করলো, 'ও কে?'

ডিক বললো, 'আমার আত্মীয় জন ম্যাচাম।

এবার জন এগিয়ে এসে মিষ্টি করে বললো, 'সুপ্রভাত, মাঝি। সত্যিই আমাদের খুব তাড়া আছে। দয়া করে একটু পার করে দাও।'

বুড়ো বিস্ফারিত চোখে জনের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো। জন লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠলো। ডিক

কিন্তু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বুড়োর কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলো।

'ভারি আস্পর্ধা হয়েছে দেখছি! হাসি-ঠাট্টার আর জায়গা পাওনি? শিগগির নৌকো খোলো বলছি।'

অগত্যা বাধ্য হয়েই মাঝিকে ঘাটে গিয়ে নৌকো খুলতে হলো। নৌকো-টাকে খুলে পাড়ের দিকে একটু ঠেলে দিলো। ডিক ঘোড়া নিয়ে প্রথম নৌকোয় উঠলো, জন তাকে অনুসরণ করলো।

'সত্যি মাস্টার শেলটন, একটা কথা ভাবতে আমার খুবই অবাক লাগছে'। দাঁড় চালাতে চালাতেই মাঝি ঠাট্টার স্বরে বললো, 'বেড়ালও কখনও কখনও রাজার দিকে তাকায়। অথচ তুমি যদি একবারও মাস্টার ম্যাচামের দিকে চোখ তুলে তাকাতে...'

ডিক ধমকে উঠলো, 'হিউজ, এই তোমাকে আমি শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, এ নিয়ে যদি আর একটাও কথা বলো, আমি তোমার মাথা একেবারে গুড়িয়ে দেবো। এখন বক বক না করে তাড়াতাড়ি হাত চালাও তো দেখি।'

মাঝি হিসেবে হিউজ সত্যিই খুব পাকা। অল্পক্ষণেই ওরা একটা খাঁড়ির মুখে গিয়ে পড়লো। এখন দুদিক থেকেই নদীটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই চোখে পড়ছে বুনো আগাছা আর শরবনে ঢাকা ছোট ছোট দ্বীপ। দুপারে উইলোর নুয়ে পড়া ডালগুলো বাতাসে দুলছে। নদীর এই গোলকধাঁধার আশেপাশে লোকবসতির কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

'আমার কি মনে হয় জানো, মাস্টার শেলটন?' একখানা দাঁড়ের সাহায্যেই নৌকোটাকে বাইতে বাইতে হিউজ বললো, 'এই দ্বীপগুলোর আশেপাশেই 'জলার জন' কোথাও ডেরা বেঁধেছে। স্যার ড্যানিয়েলের হয়ে যারা কাজ করে, তাদেরই ও দুশমন ঠাওরায়। আমি যদি উজানে নিয়ে গিয়ে পথটা থেকে একটু দূরে তোমাদের নামিয়ে দিই, কেমন হয়? তার কারণ জলার জনের সঙ্গে তোমাদের দেখা না হওয়াই ভালো।'

'হঠাৎ এসব বলার অর্থ কি?' ডিক চটে উঠলো। 'তুমি কি বলতে চাও এই ছেলেটিও স্যার ড্যানিয়েলের দলের লোক নাকি?'

মাঝি বললো, 'না কর্তা, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। বেশ, আমি তোমাদের ওপারের খেয়াঘাটেই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাস্টার ম্যাচাম যদি তীর-ধনুক বাগিয়ে আমার দিকে তাক করে বেশ কটমট করে তাকিয়ে থাকে, তাহলে কেমন হয়?'

রীতিমতো অবাক হয়েই ডিক জিগেস করলো, 'এসব কথার মানে কি, হিউজ '

'মানে খুবই সহজ, মাস্টার ডিক। ওরা তাহলে বুঝতে পারবে, আমি প্রাণের ভয়েই তোমাদের ওপারে নিয়ে যাচ্ছি। নইলে জলার জন যদি একবার জানতে পারে আমি ইচ্ছে করে তোমাদের ওপারে নিয়ে গেছি, তাহলে আমার আর নিস্তার রাখবে না।'

'কি বললে! ওদের এত স্পর্ধা যে জমিদারের খাস খেয়ার ওপরে সর্দারি করে?'

'তাহলে তোমাকে স্পষ্টই বলি, মাস্টার ডিক। জমিদারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। পতন ওঁর ঘটবেই।' চাপা স্বরে কথাটা বলেই মাঝি আবার নুয়ে পড়ে দাঁড় টানতে লাগলো।

বেশ খানিকটা উজানে যাবার পর, একটা দ্বীপ ঘুরে, ওপারের সংকীর্ণ একটা খাঁড়ির মধ্যে নৌকাটাকে নিয়ে গিয়ে মাঝি বললো, 'আমি তোমাদের উইলোর এই ঝোপটার মধ্যে নামিয়ে দিতে চাই।'

'এখানে কোনো পথ নেই, কেবল জঙ্গল। তাছাড়া এত কাদার মধ্যে ঘোড়া নিয়ে নামাও যাবে না।'

হিউজ বললো, 'মাস্টার ডিক, বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি। আমি চাই না তোমাদের দুজনকে আরও ওদিকে নিয়ে যেতে। আমার ধারণা জন নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য করছে। জমিদারের সঙ্গে যাদের খাতির, তাদেরই ও খরগোশের মতো মেরে ফ্যালে। সত্যিই আমাদের আর ওদিকে যাওয়া উচিত নয়।'

হিউজের কথা শেষ হতে না হতেই দ্বীপের জঙ্গলের মধ্যে থেকে কে যেন হেঁকে উঠলো। পরক্ষণেই মনে হলো দীর্ঘকায় খুব বলিষ্ঠ একজন লোক জঙ্গল ভেঙে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি বললো,'ও তাহলে সারাক্ষণ এদিকেই ছিলো।' বলেই সে সোজা কূলের দিকে নৌকা চালাতে লাগলো। 'মাস্টার ডিক, শিগ-গির তীর-ধনুক উঁচিয়ে আমাকে ভয় দেখাও। এতক্ষণ আমি তোমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, এবার তোমরা আমাকে বাঁচাও!'

সবেগে ধেয়ে আসা নৌকাখানা ঘন উইলোর ঝোপে ঢাকা তীরে গিয়ে ধাক্কা খেলো। ভয়ে জনের মুখখানা শুকিয়ে গেলেও, আগে থেকে সে বেশ সতর্ক হয়েই ছিলো। এবার ডিকের ইঙ্গিত পেতেই সে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে

ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ঘোড়ার লাগাম ধরে ডিকও তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ঘোড়ার সামনের পাদুটো নরম কাদায় বসে গেলো। ভয় পেয়ে ঘোড়াটা বিশ্রীভাবে ডেকে উঠলো। পেছনের পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়াটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

থিকথিকে সেই তরল কাদার মধ্যে ডিকও আপ্রাণ চেষ্টা করলো ঘোড়াটাকে টেনে তোলার, কিন্তু এতে ঘোড়াটা আরও বেশি ভয় পেয়ে গেলো।

ঠিক তখনই দ্বীপের কিনারে ধনুক হাতে একজন দীর্ঘকায় পুরুষকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। ডিক পলকের জন্যে একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো লোকটা ছিলায় তীর টানছে।

লোকটা জিগেস করলো, 'হিউজ, কে যাচ্ছে?'

মাঝি জবাব দিলো, 'মাস্টার শেলটন, জন।'

'দাঁড়াও, ডিক শেলটন!' দ্বীপের লোকটা আদেশের সুরে হেঁকে উঠলো। 'আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। হিউজ, তুমি ফিরে যাও।'

লোকটার কথা শুনে ডিক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো।

'ও, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হলো না বুঝি? বেশ, তাহলে তোমাকে হেঁটেই যেতে হবে।'

লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই শাঁ করে একটা তীর এসে বিঁধলো ঘোড়াটার গায়ে। ঘোড়ার সামনের পাদুটো কাদায় গেঁথে গেলেও, পেছনের পাদুটো ছিলো নৌকার মধ্যে। তীরটা গায়ে লাগতেই ভয়ে আর যন্ত্রণায় ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানাও ছিটকে উঠে একেবারে উলটে গেলো। পরক্ষণেই সবাই হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো নদীর ঘোলা জলে।

একবার ডুবেই ডিক যখন ভেসে উঠলো, সে ছিলো পাড়ের খুব কাছেই। স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, তার হাতে শক্ত মতন কি যেন একটা ঠেকলো। ডিক সেটাকে চেপে ধরতেই জিনিসটা তাকে সামনের দিকে টানতে লাগলো। একটু পরেই সে বুঝতে পারলো ওটা তার ঘোড়ায় চড়ার সেই লাঠিটা, যেটাকে জন ম্যাচাম ঝাঁকড়া একটা উইলোর আড়ালে বসে ধরে আছে আর ডিককে পাড়ের দিকে টানছে।

ডাঙায় ওঠার পর ডিক বললো, 'জীবনের জন্যে আমি তোমার কাছে চিরঋণী, জন। কেননা আমি মোটেই সাঁতার জানি না।'

ডিক পেছন ফিরে দেখলো হিউজ ওলটানো নৌকোখানা নিয়ে মাঝ-নদীতে সাঁতরে যাচ্ছে আর জলার জন তীর ধনুক উঁচিয়ে নৌকাখানা তাঁর দিকে নিয়ে আসার জন্যে হাঁক পাড়ছে।

ডিক বললো, 'চলো জন, এইবেলা আমরা ওই লোকটার নজর এড়িয়ে সরে পড়ি। হিউজ নৌকাখানা নিয়ে ঠিক ওপারে পৌঁছতে পারবে। আপাতত ওর কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে। কিন্তু যেভাবেই হোক, আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে!'

কথাটা বলেই ডিক উইলোর জঙ্গলের দিকে সোজা ছুটতে শুরু করলো। জনও ছুটলো তার পেছন পেছন। দুজনে ছুটছে তো ছুটছেই। কোন্‌দিকে যাচ্ছে তাদের কোনো খেয়াল নেই। ডিক মাঝে মাঝে পেছন ফিরে নদীর দিকে তাকাচ্ছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মনে হলো তারা যেন ক্রমশই ওপর দিকে উঠছে। ডিক মনে মনে অনুমান করে নিলো তারা ঠিক পথেই যাচ্ছে। একটু পরেই তারা ঘন ঘাসে ছাওয়া একটা ঢালের ওপর এসে পৌঁছলো। এখান থেকে ছাড়া-ছাড়া উইলোর সঙ্গে মিশে রয়েছে এল্‌ম গাছগুলো।

এখান পর্যন্ত এসে জন আর কিছুতেই ছুটতে পারলো না। ঘাসের ওপর টান টান করে নিজেকে মেলে দিয়ে কোনো রকমে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বললো, 'আমি আর ছুটতে পারছি না, ডিক। তুমি বরং চলে যাও।'

তার কথা শুনে ডিক থমকে গেলো। তারপর জন যেখানে শুয়ে পড়েছিলো, তার কাছে গিয়ে বললো, 'তা হয় না, জন। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো, আমি তোমাকে কিছুতেই একলা ফেলে রেখে যেতে পারি না। তাছাড়া আমি যখন কথা দিয়েছি—হলিউডে তোমাকে পৌঁছে দেবো, তখন যেভাবে হোক পৌঁছে দেবোই।'

জন বললো, 'তাহলে আজ থেকে আমরা দুজনে বন্ধু হলাম, কি বলো ডিক?'

'আমি তো তোমার সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করিনি, জন। ওঠো, মনে সাহস আনো। এখানে বসে আমাদের গল্প করলে চলবে না।'

'আমি চলতে পারছি না, ডিক। পায়ের জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

সহানুভূতির সঙ্গে ডিক বললো, 'ওহো, তোমার পায়ের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, জন। তাহলে বরং আস্তে আস্তেই চলো। আসলে কি জানো,

এই জায়গাটা আমি একদম চিনতেই পারছি না, পথ গুলিয়ে ফেলেছি। তবু যেভাবেই হোক আমাদের পথ খুঁজে বার করতেই হবে। ওরা যদি খেয়া-নৌকার ওপর নজর রাখতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় পথের ওপরেও নজর রাখবে। স্যার ড্যানিয়েল ফিরে আসার পর জন চল্লিশ লোক নিয়ে এই বদমাশগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। যাই হোক, এখন তুমি বরং আমার কাঁধে ভর রেখে আস্তে আস্তে যাবার চেষ্টা করো।'

ডিকের হাত ধরে জন ম্যাচাম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। জনের তুলনায় ডিক অনেক লম্বা। তাই ডিক জিগেস করলো, 'এখন তোমার বয়েস কত? বারো?'

'মোটেই না, ষোলো।'

'বয়েসের তুলনায় তোমাকে কিন্তু অনেক ছোট দেখায়। নাও, এবার আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে চলো। তোমার কোনো ভয় নেই।'

এবার দুজনে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

ডিক বললো, 'আগে বা পরে, যখন হোক পথ আমরা ঠিকই খুঁজে পাবো। অবশ্য তখন আমাদের আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। সত্যি, তোমার হাত-পা খুব রোগা আর নরম। জানো জন, আমি বাজি রেখে বলতে পারি—খেয়ার মাঝি হিউজ তোমাকে মেয়ে ভেবেছিলো।'

জন রাঙিয়ে উঠে প্রতিবাদ করলো, 'মোটেই আমি মেয়ে নই।'

'নিশ্চয়ই নও। অবশ্য মাঝিকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। তোমাকে দেখতে অনেকটা মেয়েদের মতো। সত্যি, ছেলেদের যে এমন সুন্দর দেখতে হয়, আগে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। মেয়েরা তোমাকে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করবে।'

'ডিক, লক্ষীটি, একটু দাঁড়াও, আমি জল খাবো।' সামনেই এক জায়গায় সরু একটা ঝরনা দেখে জন থমকে দাঁড়ালো। ঝরনাটা শীর্ণ হলেও কাঁচের মতো টলটল করছে তার স্বচ্ছ জলধারা। আঁজলা ভরে আকণ্ঠ পান করার পর জন বললো, 'আঃ! তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। ইশ্, এখন যদি কিছু খেতে পেতাম! খিদেয় নাড়ি চোঁ-চোঁ করছে।'

ডিক বললো, 'কেট্‌লে তখন তুমি কিছু খেলে না কেন?'

'আমাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিলো বলে রাগ করে কিছু খাবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু এখন যদি সামান্যও একটু কিছু পাওয়া

যেতো…'

'সামান্য কিছু খাবার মতো তোমাকে আমি দিতে পারি।' কোমরের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার ছোট থলিটা থেকে ডিক খানিকটা রুটি আর জরানো মাংস বার করে জনের হাতে দিলো। জন তখুনি তা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে বসে গেলো।

ডিক বললো, 'তুমি খাও, আমি বরং ততক্ষণ আশপাশটা একটু ভালো করে দেখে নিই।'

একটু এগিয়ে যাবার পরেই দেখা গেলো তৃণপ্রান্তরটা শেষ হয়ে গেছে। ঝরনাটাও আর দেখা যাচ্ছে না। প্রান্তরটার পর থেকেই আবার শুরু হয়ে গেছে জঙ্গল। এবার উইলো আর এল্‌মের পরিবর্তে দেখা গেলো ওক আর বীচ গাছই বেশি। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে, বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলোর আড়ালে নিজেকে গোপন রেখে ডিক খুব সন্তপর্ণে এগিয়ে চললো! হঠাৎ তার সামনে দিয়ে একটা হরিণী ছুটে গেলো। ডিক বুঝতে পারলো বনটা জনহীন বটে, কিন্তু হরিণীটি এখুনি তার আগমন-বার্তা চারদিকে রাষ্ট্র করে দেবে। তাই সে আর এগুলো না। কাছেই সবচেয়ে উঁচু যে গাছটা দেখতে পেলো, তাতে চড়ে ডিক একেবারে মগডালে উঠে গেলো।

সেখান থেকে সম্পূর্ণ জলাটা, এমন কি জলার ওপারে কেট্‌লে গ্রামটাও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। তার সামনে দিয়ে একে বেঁকে বয়ে চলেছে ছোট ছোট দ্বীপে ভরা টিল নদীটা। মাঝি তার নৌকাখানাকে সোজা করে নিয়ে চলেছে ওপারের খেয়াঘাটের দিকে। সে ছাড়া এই সবুজ অরণ্যানীর মাঝে জন-মানুষের আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। জোরে জোরে বাতাস বওয়া শক্ত ওক্‌গাছের মগডাল থেকে ডিক সবে যখন নামতে যাবে হঠাৎ তার নজরে পড়লো জলার ঠিক মাঝখান দিয়ে সচল কয়েকটা বিন্দু দ্রুত বেগে নদীর দিকে এগিয়ে আসছে। এতে ডিক মনে মনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সে আবার জন ম্যাচামের কাছে ফিরে এলো।

পাঁচ / এলিস ডাকওয়ার্থ

খেয়ে দেয়ে, একটু বিশ্রাম পেয়ে জন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ফলে ওরা দ্রুত পায়েই এগিয়ে চললো। একটু পরেই পথ পার হয়ে এসে ওরা টানস্টল অরণ্যের উঁচু পাহাড়ী টিলাটায় উঠতে শুরু করলো। গাছপালার ঝোপ-ঝাড়ে কোথাও কোথাও পথ বেশ দুর্গম। মাঝে মাঝে বালি আর কাঁকর বিছোনো খোলা প্রান্তর, তাতে ছোট ছোট গর্ত আব ঢিবিতে ভরা, কোথাও বা খুব প্রাচীন ঝাঁকড়া দু একটা ইউগাছ। শন্‌শন্‌ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, নুয়ে পড়ছে গাছের ডালপালা।

ওরা সবে যখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়তে যাবে, ডিক হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা করলো। তারপর গুড়ি মেরে কয়েক পা পেছিয়ে চট করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলো। তেমন কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে জন খুবই হকচকিয়ে গেলো, তা সত্ত্বেও সে বন্ধুকে অনুসরণ করে ঝোপের আড়ালে এলো। কারণ জানতে চাওয়ায় ডিক শুধু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

ফাঁকা জায়গাটার একেবারে শেষ প্রান্তে, সবার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে খুব মোটা একটা ফার গাছ। মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে দুটো ডালের ফাঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক। গায়ে তার সবুজ পোশাক। রোদ্দুরে তার চুলগুলো চিক চিক করছে। চোখের ওপর একটা হাত রেখে সে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে।

চুপি চুপি ডিক বললো, 'আর একটু হলেই ওর হাতে পড়েছিলাম আর কি! চলো আমরা বরং বাঁ দিক ঘুরে যাবার চেষ্টা করি।'

বনের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক চলার পর ওরা অন্য একটা পথে এসে পড়লো।

ডিক বললো, 'এই বনটা আমি ঠিক চিনি না। পথটা যে কোন্‌ দিকে গেছে, তাও জানি না।'

জন বললো, 'তবু চলো।'

পথটা শেষ হয়েছে একটা খাঁড়ির মাথায়। সেখান থেকে ওটা সোজা নিচে

নেমে গেছে বাটির মতো একটা খোলা জায়গায়। খাঁড়ির মাথা থেকে নিচে দেখা গেলো কাঁটা-ঝোপের পাশে ছাদবিহীন কয়েকটা দেওয়াল, আগুনে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে। বাড়িটার ধ্বংসাবশেষের মাঝখান থেকে কেবল মাথা উঁচু করে রয়েছে চিমনিটা।

জন ফিসফিসিয়ে জিগেস করলো, 'ওটা আবার কি?'

ডিক বললো, 'আমি ঠিক জানি না। চলো, নিচে গিয়ে একবার দেখাই যাক।'

দুরু দুরু বুকে দুজনে ঝোপঝাড় ভেঙে নিচের দিকে নামতে লাগলো। একটু পরেই ফুল-ফলের গাছ আর আগাছার মধ্যে দিয়ে ওরা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘাসের ওপর সূর্য-ঘড়িটাকে পড়ে থাকতে দেখে বুঝলো এক সময়ে এটা বাগান ছিলো। বাড়িখানাও ছিলো খুব মজবুত আর চমৎকার। এখন শুধু তার কয়েকটা দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে আছে, বাকি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাদবিহীন জানলাগুলোয় রোদ ঝলমল করছে। ধ্বংসস্তূপের অধিকাংশটাই আগাছায় ভরে গেছে, এমন কি ভেতরে বড় বড় কয়েকটা গাছও গজিয়েছে।

ডিক চুপি চুপি বললো, 'জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, এটাই সেই গ্রীম-স্টোন। এর মালিক সাইমন ম্যালমস্‌বারি ছিলেন স্যার ড্যানিয়েলের দুচোখের বিষ। বছর পাঁচেক আগে তাঁরই হুকুমে বেনেট হ্যাচ এই বাড়িখানা পুড়িয়ে দেয়। এটা দেখে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে, কেননা এক সময়ে বাড়িখানা সত্যিই ভারি চমৎকার ছিলো!'

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঝোড়ো বাতাস বইছিলো না বলে বেশ গরম মনে হচ্ছিলো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ওরা খুব সন্তর্পণেই এগুচ্ছিলো, হঠাৎ জন ডিকের একখানা হাত ধরে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করলো, 'চুপ!'

তখন দুজনেই শুনতে পেলো কে যেন বেশ জোরে জোরে কয়েকবার গলা-খাঁকারি দিলো, তারপর হেঁড়ে আর বেসুরো গলায় গান ধরলো। এর ফাঁকে ফাঁকেই শোনা যেতে লাগলো একটা ঠুংঠাং শব্দ। একটু পরেই আবার সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

দুজনে স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কেননা অদৃশ্য লোকটা ছিলো ভাঙা বাড়িটার ঠিক ওপারেই। কেন জানি হঠাৎ ভয় পেয়ে জন সামনের কড়ি-বরগা পেরিয়ে ভেতরের স্তূপটার দিকে সন্তর্পণে এগুতে

লাগলো। ডিক তাকে বাধা দেবার সুযোগ পেলো না, তাই সেও চললো তার পেছন পেছন।

বাড়িটার এক কোণে আড়াআড়ি ভাবে দুটো কড়ি পড়ে থাকতে দেখে ওরা তার আড়ালে গিয়ে বসলো। বাইরে কেউ থাকলে ওদের দেখতে পাবে না। ওদের ঠিক সামনেই ছিলো একটা ভাঙা দেওয়াল আর দেওয়ালের গায়ে ছোট একটা ফুটো। সেই ফুটোয় চোখ পড়তেই ওরা ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলো। এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই রুদ্ধশ্বাসে ওরা চুপটি করে বসে রইলো।

ওরা যেখানে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে, সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে, খাদের ধারে উনুনের ওপর প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া বসানো রয়েছে। তাতে কি যেন টগবগ করে ফুটছে! ধোঁয়া উঠছে কড়া থেকে। তার সামনে বেশ বড় লোহার একটা হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্ষ চেহারার দীর্ঘকায় একজন পুরুষ। তার কোমরে গোঁজা রয়েছে একটা প্রকাণ্ড ছোরা আর শিঙা।

ওরা স্পষ্টই বুঝতে পারলো এই লোকটাই গান গাইছিলো। হয়তো ওদেরই পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে গান থামিয়ে এখন কান খাড়া করে শুনছে—যদি আবার কোনো শব্দ শুনতে পায়। ওর খুব কাছেই, মোটা কোট জড়িয়ে একটা লোক চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মুখের ওপর উড়ছে একটা প্রজাপতি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া আঙিনাটার চারপাশেই ফুটে রয়েছে সাদা ডেইজি। অদূরে একটা গাছের ডালে ঝুলছে লম্বা একটা ধনুক, তীরভরা তূণ আর ছাল-ছাড়ানো একটা হরিণের দেহের খানিকটা অংশ।

যে লোকটা এতক্ষণ কড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছিলো, এবার সে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হাতখানা মুখের কাছে তুলে তাতে চুমুক দিলো। জিনিসটা চাখার পর সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মনেই মাথা নেড়ে আবার হেঁড়ে গলায় গান ধরলো। এমনি ভাবে গান গাইতে গাইতে সে মাঝে মাঝেই জিনিসটা চাখতে লাগলো। অবশেষে তার যখন মনে হলো খাদ্যটা বেশ মজেছে, তখন সে কোমর থেকে শিঙাটা বার করে তিনবার খুব জোরে জোরে ফুঁ দিলো।

যে লোকটা ঘুমোচ্ছিলো, শিঙার শব্দে সে জেগে উঠলো। চোখ কচলে উঠে বসে জিগেস করলো, 'কি ভাই, খাবার হয়ে গ্যাছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আজ শুধুই মাংস খেতে হবে। রুটি নেই, মদও নেই!'

'ঠিক আছে, ললেস। আবার যখন সুদিন আসবে, তখন সবই জুটে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। গ্রীনউডে, এই দুর্দিনেও, সর্দার এলিস ডিক ডাকওয়ার্থ যতটা সম্ভব আমাদের সুখে রাখারই চেষ্টা করেছে। ওই যে, ওরা সবাই এসে পড়েছে।'

একে একে সবাই সেই আঙিনায় জড়ো হতে লাগলো। প্রত্যেকেই দীর্ঘকায় আর বলিষ্ঠ। প্রত্যেকেরই কাছে রয়েছে একখানা ছুরি আর একটা করে শিঙের পেয়ালা। তা দিয়ে তারা কড়া থেকে ঝোল তুলে ঘাসের ওপর বসে খেতে লাগলো। তাদের এক এক জনের এক এক রকম অস্ত্র—কারো কাছে ছোরা, কারো কাছে তীর-ধনুক, কারো কাছে তরোয়াল, কারো কাছে বা বর্শা। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই মাথায় কান-ঢাকা টুপি আর পরণে একই রকমের সবুজ পোশাক। খুবই ক্ষুধার্ত ছিলো বলে তারা নীরবে এগিয়ে এসে কড়া থেকে মাংস তুলে নিয়ে খেতে লাগলো। সংখ্যায় তারা প্রায় জনা কুড়ি হবে।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো জনা ছয়েক লোক। ওরা ধরাধরি করে বয়ে আনছে বেশ বড়ো একটা পিপে। ওদের আগে আগে আসছে অত্যন্ত দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ পুরুষ। লোকটার হাঁটা-চলায় ফুটে উঠছে বীরত্বব্যঞ্জক একটা পৌরুষ। মুখটা রোদে পুড়ে টকটকে লাল। পিঠে দীর্ঘ ধনুক, হাতে ঝকঝকে ধারালো বর্শা।

লোকটা এগিয়ে এসে বললো, 'আমার সত্যিকারের বিশ্বস্ত বন্ধুগণ, আমি জানি তোমরা খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছো। কিন্তু আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি—নিয়তিকে মেনে চলতেই হবে। এবং নিয়তি প্রসন্ন হলে তোমাদের দিন ফিরবেই। এই ছাখো তার প্রমাণ।'

ধরাধরি করে বয়ে আনা মদের পিপেটা নামিয়ে রাখতেই সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলো।

বর্শা হাতে দীর্ঘকায় লোকটি বললো, 'তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করো, আমাদের অনেক কাজ রয়েছে। খেয়াঘাটের দিকে কয়েকজন তীরন্দাজ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। গায়ে তাদের গাঢ় বেগুনি আর নীল পোশাক। ওরাই আমাদের লক্ষ্য। ওদের প্রত্যেককেই পাইয়ে ছাড়তে হবে আমাদের তীরের স্বাদ। জ্যান্ত অবস্থায় ওরা কেউ যেন এই বন পেরুতে না পারে। মনে রেখো,

বনে এই যে আমরা পঞ্চাশজন আত্মগোপন করে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকেরই ওপর অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে। কেউ হারিয়েছে ঘরবাড়ি, কেউ জমি, কেউ বন্ধু, কাউকে বা ভোগ করতে হয়েছে অসহ্য উৎপীড়ন। কে করেছে এসব? করেছে জমিদার ড্যানিয়েল। তবু কি আমরা তাকে আমাদের বাড়িতে আরামে বসবাস করতে দেবো? চাষ করতে দেবো আমাদের জমি? শোষণ করতে দেবো আমাদের যাকিছু আছে সব? না, কক্ষনো নয়। ওদের আদালত থাকতে পারে, বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে, টাকা থাকতে পারে—কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন একটা মামলা আছে, যা কখনও জেতা যায় না, যার রায় গোঁজা রয়েছে আমার এই কোমরে।'

ললেস, অর্থাৎ সেই রাঁধুনীটি, যার ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার মদে শিঙাটা ভরে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার সে হাসতে হাসতে বললো, 'মাস্টার এলিস, আমার কোনোদিন জমিজমা ছিলো না, বন্ধুবান্ধব ছিলো না। প্রতিশোধ নেবার মতোও আমার তেমন কিছু নেই। আমার শুধু এই জিনিসটা থাকলেই হলো।'

বর্শা হাতে দীর্ঘকায় সেই লোকটিও হাসতে হাসতে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ললেস, আমি জানি, মদ পেলে তুমি আর কিছুই চাও না। কিন্তু এই জিনিসটা ভুললে চলবে না যে মোট-হাউসে পৌঁছতে গেলে স্যার ড্যানিয়েলকে এই বনের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। একদিন না একদিন ওঁকে আমরা হাতের কাছে পাবোই, তখন প্রতিশোধ নেবো। সেদিন একটা লোককেও জীবন নিয়ে ফিরতে দেবো না। মরতে ওঁকে হবেই।'

'কিন্তু মাস্টার এলিস, আমরা পত্র লিখেছি, কালো তীর বানিয়েছি···'

ললেসের কথা শেষ হবার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'সেদিন বুড়োটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম বিশ পাউণ্ড, কাল রাতে ডাকহরকরাটার কাছ থেকে সাত মার্ক, আর আজ সকালেও একটা লোককে পাকড়াও করেছিলাম, কর্তা। ঘোড়ায় চড়ে সে যাচ্ছিলো হলিউডে। এই যে তার টাকার থলেটা।'

এলিস টাকার থলেটা নিয়ে ভেতরে যা ছিলো সব গুনে দেখলো, তারপর অনুযোগের স্বরে বললো, 'মোটে একশো শিলিং! টম, লোকটা নির্ঘাত তোমাকে বোকা বানিয়েছে। তবে জুতো কিংবা জামাতে আরও অনেক টাকা সেলাই করা ছিলো। আমার মনে হচ্ছে বেশ বড় মাছটাই তোমার হাত

ফসকে গেছে।'

মুখে বললেও এলিস কিন্তু টাকার থলিটা নিজের পকেটেই রেখে দিলো, তারপর বল্লমে ভর দিয়ে সে সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। সবাই মাংস আর মদ খাচ্ছে। পরিতৃপ্তি সহকারে ওরা বেশ দ্রুতই খাচ্ছে। ইতিমধ্যে যাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তাদের কেউ কেউ ঘাসের ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো, কেউ কেউ গল্পগুজব জুড়ে দিলো, কেউ বা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করতে লাগলো, কেউ আবার মদ-ভরা শিঙা নিয়ে গান জুড়ে দিলো।

দেওয়ালের ওপারের উঠোনটায় এইসব যখন চলছে, জন আর ডিক তখন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। ডিক শুধু তার ক্রশ-ধনুকটাকে বাগিয়ে প্রস্তুত করে রেখেছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এতটুকুও নড়ার সাহস হয়নি। তারা দু জনে যেন দর্শক, আর তাদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে একটা বন্যদৃশ্য।

কিন্তু দৃশ্যে হঠাৎ বাধা পড়লো। বাতাসে শোনা গেলো শিস দেওয়ার মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ, তারপরেই ঠক্ করে একটা আওয়াজ হলো। তাদের ঠিক সামনেই যে লম্বা চিমনিটা ছিলো, তার মধ্যে দিয়ে গলে একটা কালো তীর এসে পড়লো একেবারে কানের কাছে। বনের অপর প্রান্তে, হয়তো পাহাড়ী টিলার ওপর উঁচু ফারগাছটার ডালে যে লোকটা ছিলো, সে-ই তাদের দেখতে পেয়ে চিমনির মাথা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছে।

অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় জন এমনই হকচকিয়ে গেলো যে নিজেরই অজান্তে সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। ডিক তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার মুখখানা চেপে ধরার চেষ্টা করলেও, বাইরে যারা ছিলো ততক্ষণে উঠে পড়ে কোমরে বেল্ট বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ খাপ থেকে টেনে বার করেছে তরোয়াল, কেউ বা ধনুকে ছিলে পরিয়ে নিয়েছে। এলিস হাত তুলে সবাইকে থামতে বললো। তার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে একেবারে বন্য হয়ে উঠেছে। রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে তার চোখের মণিদুটো।

সে বললো, 'বন্ধুগণ, তোমাদের কার কোথায় জায়গা নিশ্চয়ই জানো। কিন্তু সাবধান, একটা লোকও যেন পালাতে না পারে। অ্যাপেলইয়ার্ড আগেই গ্যাছে। এখন আমাদের তিনজনের হয়ে বাকিগুলোর ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। হ্যারি শেলটন, সাইমন ম্যালমস্‌বারি', তারপর নিজের বুকে ঘুঁষি মেরে এলিস বললো, 'আর এই এলিস ডাকওয়ার্থের জন্যে প্রতিশোধ আমাকে নিতেই

হবে।'

চিমনির গায়ে তীর মেরে আগেই সংকেত দেওয়া হয়েছিলো, তা সত্ত্বেও একজন লোক কাঁটা-ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো, 'স্যার ড্যানিয়েল নিজে আসছেন না। তবে ওরা ওঁরই লোক। সংখ্যায় ওরা সাত জন।'

এলিস শুধু ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'ঠিক আছে।'

পরমুহূর্তেই যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই ছড়িয়ে পড়লো এবং ভাঙা ঘরটার আশেপাশে জন অ্যামেণ্ডঅল বা কালো তীরের দলের কাউকেই আর চোখে পড়লো না। শুধু নিবুনিবু উনুনের ওপর প্রকাণ্ড লোহার কড়া আর গাছের ডালে ঝোলানো হরিণের দেহটাই প্রমাণ করে যে একটু আগেও ওরা এখানে ছিলো।

ছয় / শিকার নিয়ে খেলা

পায়ের শব্দ দূরে সম্পূর্ণ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা চুপচাপ বসে রইলো, তারপর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে দুজনে দুরু দুরু বুকে আবার সেই খাঁড়িটার দিকে এগিয়ে চললো। সেই কালো তীরটা কুড়িয়ে নিয়ে এবার জন চলেছে আগে আগে, আর ডিক তার ক্রশ-ধনুক বাগিয়ে চলেছে তার পেছন পেছন।

জন বললো, 'এবার হলিউডে চলো।'

'হলিউডে যাবো! কি বলছো তুমি?' ডিক যেন গাছ থেকে পড়লো। 'আমাদের দলের লোককে এরা মারবে, আর আমি যাবো হলিউডে?'

জনের মুখখানা শুকিয়ে গেলো। 'তাহলে তুমি বরং আমাকে ছেড়ে দাও।'

'কি করবো বলো? আমাদের লোকজনদের যদি আগে থেকে সাবধান না করে দিই, তাহলে কিন্তু ওরা সবাই মরবে। যাদের সঙ্গে এতকাল কাটিয়েছি, তাদের বিপদ জেনেও আমি কিছু করবো না?'

'কিন্তু ডিক, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাকে নিরাপদে হলিউডে পৌঁছে দেবে। সে প্রতিজ্ঞা তুমি রাখবে না? এই বনের মধ্যে তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে?'

'না, প্রতিজ্ঞা যখন করেছি, তখন তা রাখবোই। তাই বলছিলাম কি, তুমিও বরং আমার সঙ্গে চলো। আগে ওদের সাবধান করে দিই, তারপর না হয় তোমাকে হলিউডে পৌঁছে দেবো।'

'কিন্তু ডিক, তুমি একটা কথা কেন ভুলে যাচ্ছো—যাদের তুমি বাঁচাতে যাচ্ছো, তারা কিন্তু আমাকেই ধরতে আসছে।'

সেই মুহূর্তে ডিক কোনো জবাব দিতে পারলো না, চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'কোনো উপায় নেই, জন। জেনে শুনে আমি এতগুলো লোককে মরতে দিতে পারি না।'

সরাসরি ডিকের মুখের দিকে তাকিয়ে জন বললো, 'রিচার্ড শেলটন, তাহলে তুমি স্যার ড্যানিয়েলের দলেই যোগ দেবে? তোমার কি কান নেই? এলিস কি বললো শোনোনি? হ্যারি শেলটন কি তোমার বাবা নয়? যারা

তোমার বাবাকে খুন করেছে, তুমি তাদেরই দলে যোগ দিতে চাও ?'

ডিক চটে উঠলো। 'তুমি কি আমাকে চোর-ডাকাতদের কথায় বিশ্বাস করতে বলো ?'

দৃঢ়স্বরে জন বললো, 'না, কথাটা আমি আগেও শুনেছি। স্যার ড্যানিয়েল নিজে নিরস্ত্র অবস্থায় স্যার শেলটনকে তাঁর নিজের বাড়িতে খুন করেছেন। আমি এও শুনেছি—স্যার হ্যারি শেলটনের মতো সৎ আর সাহসী নাইট খুব কমই ছিলেন। আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে নিজে যাচ্ছো সেই খুনীটাকে সাবধান করে দিতে!'

'জন!' কিছুটা দমে গিয়েই ডিক বললো, 'হয়তো কথাগুলো সত্যি, কিন্তু আমি এসবের কিছুই জানি না। তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম। কিন্তু দ্যাখো, যিনি আমাকে এতদিন লালন-পালন করেছেন, যাঁর লোকজনের কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছি, যাদের সঙ্গে বনে শিকার করেছি, খেলেছি—আজ এই বিপদের দিনে আমি তাদের কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারি না। এতখানি হীন হবার জন্যে তুমি আমাকে অনুরোধ কোরো না, জন।'

'কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা আর তোমার বাবার কথাটা ভুলে যেও না ডিক।'

'শোনো জন, স্যার ড্যানিয়েল যদি সত্যিই আমার বাবাকে হত্যা করে থাকেন, তাহলে জেনো এই হাতই সময়ে তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু বিপদের দিনে তাঁকে বা তাঁর লোকজনদের আমি কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারবো না। এতগুলো লোকের জীবনের বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার প্রতিজ্ঞার হাত থেকে মুক্তি দাও, জন।'

'না, ডিক, কক্ষনো নয়। তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও, তাহলে বলবো তুমি ইচ্ছে করেই তোমার প্রতিজ্ঞা রাখলে না।'

'দ্যাখো জন, মিছিমিছি আমার রক্ত গরম কোরো না। তীরটা আমাকে দাও।'

'না, কক্ষনো নয়।'

'তীরটা আমাকে দিতেই হবে।'

'এটা তোমার নয়।'

'না দিলে আমি কিন্তু জোর করে কেড়ে নেবো।'

'কই, নাও তো দেখি!'

দুজন দুজনের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো, যেন এখুনি পরস্পরের

প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। ডিকই প্রথম লাফ দিলো। জন চকিতে ছুটে তার নাগালের বাইরে চলে গেলো, কিন্তু ডিকের সঙ্গে দৌড়ে পারলো না। ডিক দু লাফে তাকে ধরে ফেলে হাত থেকে তীরটা কেড়ে নিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো এবং ক্রুদ্ধ চোখে ঘুঁষি পাকিয়ে ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো। উদ্দেশ্য জন ওঠা মাত্রই আক্রমণ করবে। কিন্তু জন উঠলো না। ঘাসে মুখ গুঁজে তেমনি ভাবেই পড়ে রইলো।

একটু অপেক্ষা করার পর ডিক বললো, 'সত্যিই তোমার শিক্ষা হওয়া দরকার। ঠিক আছে, তুমি বরং এখানেই পড়ে থেকে মরো!'

কথাগুলো বলে ডিক ফিরে দাঁড়িয়েই সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলো। জনও নিমেষে উঠে ডিকের পেছন পেছন ছুটতে লাগলো।

ডিক হঠাৎ থমকে গিয়ে জিগেস করলো, 'আমার পেছন পেছন ছুটছো কেন? কি চাও তুমি?'

'কিছু না। এমনিই, আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি ছুটছি। এ বন তো আর তোমার একার নয়।'

ধনুকটা বাগিয়ে ডিক বললো, 'সরে যাও বলছি!'

'ইশ্, কত সাহস!' ভ্রূ বেঁকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জন বলে উঠলো। 'বেশ তো, মারো না দেখি!'

বিমূঢ়ের মতো ডিক ধনুকখানা নামিয়ে নিলো।

'দ্যাখো জন, তুমি কিন্তু আমার অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছো। এখনও ভালো কথা বলছি—তুমি চলে যাও। না গেলে আমি তোমাকে সত্যিই বাধ্য করবো চলে যেতে।'

'আমি জানি ডিক, তোমার গায়ে জোর বেশি। তুমি আমাকে বাধ্য না করা পর্যন্ত, আমি তোমার পেছন পেছন যাবোই।'

'তুমি ভারি অদ্ভুত ছেলে তো!' ডিকের কথা শুনে মনে হলো তার মন যেন কিছুটা গলেছে। 'আমি যাচ্ছি তোমার শত্রুদের কাছে…এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে সেখানে পৌছতে হবে। আর তুমি কিনা…'

'আমি তাতে ভয় পাই না, ডিক। তুমি যদি যাও, আমিও যাবো। তোমাকে যদি মরতেই হয়, আমিও মরবো।'

'বেশ, তাহলে চলো। কিন্তু ফের যেন কোনো রকম বেচাল কিছু না দেখি।'

এবার দুজনে সতর্ক দৃষ্টিতে বনের ধার ধরে বেশ দ্রুত পায়েই এগিয়ে

চললো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বনের খোলা একটা অংশে এসে পৌঁছলো। বাঁদিকে উপত্যকার মতো বেশ একটা উঁচু জায়গা, তাতে ঘন ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ঝাঁকড়া ফার।

সেই জায়গায় এসে ডিক বললো, 'আমি এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দেখবো।'

ভালো দেখে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ানোর আগেই জন ডিকের হাত ধরে ইশারা করলো। দেখা গেলো, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখান থেকে আরও খানিকটা দূরে, উঁচু আর একটা উপত্যকা বেয়ে বেয়ে সবুজ পোশাক পরা জনা দশেক তীরন্দাজ ওপরে উঠছে। ওদের পুরোভাগে রয়েছে দলপতি এলিস ডাকওয়ার্থ নিজে। একেবারে চূড়ায় পৌঁছনোর পর ওরা খুব সন্তর্পণে চারদিকে তাকালো, তারপর একে একে আবার অন্য পাড়ে নেমে গেলো।

ওদের যখন আর দেখা গেলো না, ডিক জনের দিকে ফিরে নরম গলায় বললো, 'তাহলে তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু? আমি মনে করেছিলাম তুমি বোধ হয় ওদের দলে।'

জন ম্যাচামের চোখদুটো জলে ভরে উঠলো।

ডিক অবাক হয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার, তুমি কাঁদছো কেন? আমি তো তোমাকে এমন কিছু বলিনি!'

'তোমার গায়ে জোর আছে বলে তখন তুমি আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলে। তাতে আমার কতো লেগেছিলো তা তুমি জানো?'

'ভালোয় ভালোয় তখন তুমি আমাকে তীরটা ফিরিয়ে দিলেই পারতে। যাই হোক, এখন তুমি যখন আমার সঙ্গে আসছো, আমি যা বলবো তোমাকে তাই শুনতে হবে। কি, রাজি তো?'

'হ্যাঁ, ডিক।'

'তাহলে চলো, আমরা ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকোই।'

সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, মোটা ফার গাছটার নিচে, ঘন ঝোপে ঘেরা একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো তারা। রুক্ষ খাড়াই ভেঙে উঠতে উঠতে জন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, এবার সে ঘাসের ওপরেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো আর ডিক ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো।

তাদের সামনে, উপত্যকার অনেক নিচে, খেয়াঘাট থেকে সংকীর্ণ একটা

পথ বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে টানস্টল গ্রামের দিকে। উঁচুনিচু এই পথটার কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও বা ঝোপঝাড়। আর খেয়াঘাটের উলটো দিকে, জলার পথ ধরে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে সাতজন ঘোড়সওয়ার। রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে ওদের লোহার শিরস্ত্রাণ। বাতাস পড়ে গেছে, তবু এপারের জঙ্গলে, গাছের মাথায় মাথায় ডানা ঝাপটে উড়ছে পাখির ঝাঁক। এখন যদি অ্যাপেলইয়ার্ড বেঁচে থাকতো, তাহলে সে সেলডেন আর সঙ্গী-সাথীদের সতর্ক করে দিতে পারতো।

ডিক চুপিচুপি বললো, 'ওরা ইতিমধ্যেই বনের খুব কাছে এসে পড়েছে, এর পর আরও যদি এগিয়ে আসে, তাহলেই সর্বনাশ! এখন আমি ওদের কি ভাবে সাবধান করে দেবো, সেটাই বুঝতে পারছি না! ওরা মাত্র সাতজন, আর এরা সংখ্যায় অনেক। ওদের হাতে ক্রশ-ধনুক, আর এদের কাছে লম্বা ধনুক। এদের সঙ্গে ওরা পারবে কেন?'

ইতিমধ্যে শেলডেন আর ওর সঙ্গীরা আরও কাছে এসে পড়েছে। বিপদের কথা ওরা কিছুই জানে না। অবশ্য একবার ওরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বনের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করলো। কিন্তু সে শুধু কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়লো, যেখানে রাস্তাটার ঠিক ওপার থেকেই শুরু হয়েছে ঘন অরণ্য, এপারে খানিকটা খোলা প্রান্তর। বনটার মুখোমুখি হতেই সাঁ করে একটা তীর ছুটে এলো। নিমেষে ওদের একজন লোক ঘোড়ার পিঠের ওপরেই দু হাত তুলে ছিটকে উঠলো। তারপর সওয়ারি এবং ঘোড়া, দুটোই কাদার মধ্যে পড়ে ছটফট করতে লাগলো।

এমন কি, ডিক আর জন যেখানে ছিলো, সেখান থেকেই তারা ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর আর্তনাদ শুনতে পেলো, দেখতে পেলো ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে দাপাচ্ছে। একটু পরেই ওরা অবশ্য প্রথম আতঙ্কের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। একজন সবে যখন ঘোড়া থেকে নামতে যাবে, ঠিক তখনই আবার বনের দিক থেকে ছুটে এলো দ্বিতীয় তীরটা। আর একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। যে লোকটা ঘোড়া থেকে নামতে যাচ্ছিলো, তার হাত থেকে লাগামটা ফস্কে যাওয়ায় ঘোড়াটা দিলো এক ছুট। লোকটার একটা পা তখনও রেকাবের সঙ্গে আটকে ছিলো বলে ঘোড়াটা তাকে পাথরের ওপর দিয়েই টানতে টানতে ছুটতে লাগলো।

যে চারজন তখনও ঘোড়ার পিঠে ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একজন ফিরে চললো খেয়াঘাটের দিকে। অন্য তিনজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো টানস্টলের দিকে। কিন্তু যেহেতু টানস্টলের পথটা গেছে বনের পাশ দিয়ে, তাই প্রতিটা ঝোপঝাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসতে লাগলো তাদের দিকে। একটা ঘোড়া পড়ে গেলো, কিন্তু সওয়ারির কিছু হলো না। মাটি থেকে উঠেই সে সঙ্গীদের পেছন পেছন ছুটতে লাগলো। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা তীর এসে তাকে শেষ করে দিলো। অন্য আর একজনও পড়ে গেলো মাটিতে। লোকটা মরতে না মরতেই অন্য একটা তীর এসে খতম করে দিলো একটা ঘোড়াকে। সারা দলটার মধ্যে তখন বাকি রয়েছে কেবল একজন এবং তারও ঘোড়াটা আবার জখম হয়েছে।

তখনও পর্যন্ত আততায়ীদের একজনকেও তাদের গুপ্তস্থান থেকে বের হতে দেখা যায়নি। পথের এখানে ওখানে মানুষ আর ঘোড়াগুলো পড়ে রয়েছে। কেউ মরে গেছে, কেউ বা তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যন্ত্রণার হাত থেকে যে ওদের মুক্তি দেবে, সে রকম লক্ষণও শত্রুপক্ষের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।

শেষ লোকটা তার আহত ঘোড়াটার পাশে বিমূঢ়ের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডিকরা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে লোকটা পাঁচশো গজও দূরে নয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে একটা আতঙ্কের ছায়া, যেন যে কোনো মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু লোকটা যখন দেখলো যে আর কিছুই ঘটলো না, তখন সে সাহস সঞ্চয় করে হঠাৎ তার পিঠ থেকে ধনুকটা তুলে নিয়ে তীর জুড়লো। ডিক এবার শেলডেনকে চিনতে পারলো।

তার আত্মরক্ষার এই ভঙ্গি দেখে বনের চারপাশ থেকেই ভেসে এলো বিদ্রূপভরা অট্টহাসি। এই প্রথম একটা তীর কাঁধ আর কানের ঠিক পাশ দিয়ে সাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেলো। শেলডেন এক লাফে একটু পেছিয়ে গেলো। আর ঠিক তখুনি একটা তীর তার গোড়ালিতে গেঁথে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। এবার শেলডেন একটা ঝোপে গা-ঢাকা দেবার জন্যে ছুটতে শুরু করলো। তখন আর একটা তীর ছুটে এলো ঠিক তার মুখের সামনে, কিন্তু তৃতীয় তীরটা তাকে আঘাত না করে খুব কাছেই মাটিতে পড়ে গেলো। এর পরেই আবার শোনা গেলো বহু কণ্ঠের সেই বিদ্রূপভরা অট্টহাসি। এবারের হাসিটা আগের চাইতে এত জোরে যে চারদিকের অরণ্য জুড়ে শোনা গেলো তার প্রতিধ্বনি।

এবার পরিষ্কার বোঝা গেলো, মারার আগে বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, এরাও ঠিক তেমনি ভাবে শিকারের আগে শেলডেনকে নিয়ে খেলা করছে। অদূরে সবুজ-পোশাক-পরা একটা লোক বেশ শান্তভাবেই তীর-গুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। বেচারি শেলডেনকে মনের আনন্দে খেলাতে পেরে অদৃশ্য আততায়ীদের মনে জেগে উঠেছে একটা নিষ্ঠুর উল্লাস।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শেলডেন ক্রোধে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠলো। এবার ক্রশ-ধনুকটা বাগিয়ে ধরে সে বনের দিকে এলোপাথাড়ি তীর ছুঁড়তে লাগলো। হঠাৎ এক সময়ে বনের মধ্যে থেকে কার যেন আর্তনাদও শোনা গেলো। তখন শেলডেন তীর-ধনুক ফেলে অন্য পাশের বন লক্ষ্য করে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলো। বলতে গেলে এক রকম সোজা ডিকদের দিকেই দৌড়তে লাগলো।

এদিকে কোনো তীরন্দাজ ছিলো না বটে, কিন্তু শেলডেনের পেছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসতে লাগলো। যেহেতু পথটা ছিলো উঁচু-নিচু আর শেলডেনও ছুটছিলো এঁকেবেঁকে, ফলে তীরন্দাজরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিলো, তাছাড়া সূর্যও ছিলো তাদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে এতে অদৃশ্য আততায়ীরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই জোরে জোরে তিনবার শিস দেওয়ার শব্দ শোনা গেলো। তার জবাবে বনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেসে এলো দুবার শিস দেওয়ার শব্দ। হঠাৎ একটা হরিণ কোত্থেকে দৌড়ে এসে খোলা জায়গাটায় থমকে দাঁড়ালো, পরক্ষণেই বাতাসে কি যেন শুঁকে আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শেলডেন তখনও লাফাতে লাফাতে ছুটছে। তার পেছনে একটার পর একটা ছুটে আসছে কালো তীর, কিন্তু কোনোটাই তার গায়ে লাগছে না। দেখে মনে হচ্ছে হয়তো সে নিরাপদেই পালাতে পারবে। তাকে সাহায্য করার জন্যে ডিক ধনুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। এমন কি বেচারির অবস্থা দেখে জনের মনেও দয়া হলো। শেলডেন যে তার শত্রু, সেকথা জন ভুলেই গেলো। দুরু দুরু বুকে দুজন কিশোর তখনও অপেক্ষা করে রয়েছে।

ওদের দুজনের কাছ থেকে শেলডেন যখন প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, হঠাৎ একটা তীর এসে সোজা বিঁধলো তার পিঠে। শেলডেন পড়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে অন্ধের মতো টলতে টলতে ছুটতে লাগলো। এই ভাবে ছুটতে গিয়ে তার দিক কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেলো।

ডিক চকিতে লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগলো।

'এই যে শেলডেন, এদিকে···ওদিকে নয়, এদিকে! তোমার কোনো ভয় নেই!'

কিন্তু ঠিক তখনই দ্বিতীয় তীরটা এসে বিঁধলো তার কাঁধের একটু নিচে, একেবারে পাখনার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

'আহা রে! বেচারি!' নিজের অজান্তেই জন বলে উঠলো।

ডিক কি বলবে নিজেই ভেবে পেলো না। সে যেন তখন জমে একেবারে পাথর বনে গেছে।

এদিকে উপত্যকার চূড়ায় ওদের তুজনকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে কোনো তীরন্দাজ ইচ্ছে করলে ওদেরকে অনায়াসেই মারতে পারে। আসলে কালো তীরের দলের লোকেরা এত কাছে হঠাৎ ওদের দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে তারা সবে যখন ছিলায় তীর পরাতে যাবে, হঠাৎ এলিস ডাকওয়ার্থের গম্ভীর গলা শোনা গেলো। হাঁক দিয়ে সে বলে উঠলো, 'থামো! কেউ তীর মেরো না। ও হচ্ছে, হ্যারির ছেলে, রিচার্ড শেলডন। ওকে তোমরা জীবন্ত অবস্থায় ধরো!'

এলিস ডাকওয়ার্থের কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেলো বেশ কয়েকবার তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার শব্দ। বনের চারধার থেকেই ফিরে এলো তার জবাব। এই শিস দেওয়ার অর্থ ওদের তুজনের কাছে মনে হলো যেন জন অ্যামেণ্ডঅলের রণহুঙ্কার।

ডিক বললো, 'ব্যাস্, এবার আমাদের দফারফা! চলো জন, শিগগির আমরা এখান থেকে পালাই।'

চূড়া থেকে উলটো দিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পাইনবনের মধ্যে দিয়ে তুজনে পড়ি কি মরি করে ছুটতে শুরু করলো।

সাত / গ্রীন উডের অরণ্যে

ঠিক সময়ে ছুটে না পালালে ওদের আর রক্ষে থাকতো না। কেননা চারদিক থেকেই তখন কালো তীরের দল ওই পাহাড়টার দিকে ছুটে আসছিলো। কেউ ছুটছে নিচে দিয়ে, কেউ ওপর দিয়ে, কেউ বন ঠেলে, কেউ বা খোলা জায়গাটা পার হয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা ওদের চাইতে অনেক ভালো দৌড়তে পারে।

সব চেয়ে কাছের ঝোপটার মধ্যে ডিক ঢুকে পড়লো। লতাপাতায় ঢাকা বেশ বড় ওক্ গাছের ঝোপ। গাছের তলায় তেমন জঙ্গল নেই। তার মধ্যে দিয়ে ওরা দুজনে খুব জোরে ছুটে চলেছে। ওদের সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। ডিক কিন্তু সেদিকে না গিয়ে, ঝোপটার বাঁ দিক দিয়ে সোজা ছুটতে লাগলো। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর ওরা ক্রমশই বড় রাস্তা আর সেই নদীটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, যেটাকে ওরা ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুয়েক আগে অতিক্রম করে এসেছিলো। কালো তীরের দলটা ছুট-ছিলো অন্য আর একটা দিক দিয়ে টানস্টলের দিকে মুখ করে।

আরও খানিকক্ষণ ছোটার পর দুজনে একটু দম নেবার জন্যে দাঁড়ালো। কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো, এমন কি মাটিতে কান পেতেও শুনলো। কিন্তু বাতাসের শন্ শন্ শব্দ আর পাতার মর্মর ছাড়া ডিক আর কিছুই শুনতে পেলো না।

ডিক বললো, 'এখানে থামলে চলবে না, আমাদের কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতে হবে।'

দুজনেই ক্লান্ত। তার ওপর পায়ের ক্ষতটার জন্যে বেচারি জনকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তবু ওরা পাহাড়ের ঢালু পথটা ধরে আবার নামতে লাগলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে পড়লো চিরহরিৎ লতাগুল্মে ঢাকা ঘন ঝোপটার মধ্যে। মাথার ওপরে বড় বড় গাছগুলো তখনও গির্জার উঁচু ছাদের মতো ওদের ঢেকে রেখেছে। লতাগুল্মের ঝোপঝাড় ঠেলে ওরা যতটা সম্ভব জোরেই ছোটার চেষ্টা করলো।

ঝোপটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার সামনে রোদ-ঝলমলে খানিকটা খোলা প্রান্তর। প্রান্তরের ওপার থেকেই আবার শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ওরা সবে যখন জঙ্গলে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ কে যেন হেঁকে উঠলো, 'দাঁড়াও!'

ওরা দুজনে অবাক হয়ে দেখলো, হাত পঞ্চাশেক দূরে, প্রকাণ্ড একটা গুঁড়ির সামনে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে সবুজ পোশাক, হাতে প্রস্তুত অবস্থায় ধরা রয়েছে তীর-ধনুক।

লোকটাকে ওই অবস্থায় হঠাৎ দেখে জন ম্যাচাম ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। ডিক কিন্তু কোমর থেকে ছোরাখানা বার করে সোজা তার দিকে ছুটে গেলো। লোকটা ইচ্ছে করলে যখন খুশি ওদের মারতে পারতো, সম্ভবত সর্দারের আদেশেই সে তা করেনি। সে চেয়েছিলো ভয় দেখিয়ে ওদের দাঁড় করাতে। কিন্তু লোকটা স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডিক বিদ্যুৎবেগে তার দিকে ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। লোকটার হাত থেকে ছিটকে পড়লো তীর-ধনুক। তবু খালি হাতেই নিরস্ত্র লোকটা ডিককে জাপটে ধরলো, কিন্তু ডিকের হাতের ধারালো ছোরাখানা রোদ্দুরে দুবার মাত্র ঝিকমিক করে উঠলো। পরক্ষণেই শোনা গেলো হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করা মর্মভেদী একটা আর্তনাদ।

লোকটা স্থির হয়ে যেতেই ডিক বললো, 'আর দেরি নয়। চলে এসো।'

ওরা আবার ছুটতে শুরু করলো বটে, কিন্তু দুজনেই অসম্ভব ক্লান্ত। জন খোঁড়াচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। ডিকের হাঁটুদুটোও মনে হচ্ছে যেন সীসের মতো ভারি। তবু মনের জোরেই ওরা ছুটে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনটা শেষ হয়ে গেলো। ওদের থেকে কয়েক হাত দূরেই দেখা গেলো উঁচু একটা সড়ক। সড়কটা রাইজিংহাম থেকে সোজা গেছে সোরবির দিকে। সড়কের দুপাশেই ঘন অরণ্যের সবুজ প্রাচীর।

রাস্তাটা দেখেই ডিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং পরক্ষণেই অদ্ভুত চাপা একটা গোলমালের শব্দে সে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লো। শব্দটা ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগলো, মনে হতে লাগলো ভয়ঙ্কর একটা ঝড় যেন দ্রুত বেগে ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেলো ওটা ঝড় নয়, অজস্র ঘোড়ার খুরের শব্দ। তারপরেই দেখা গেলো বেশ বড় একটা বাঁক নিয়ে

একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার উর্ধ্বশ্বাসে ওদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তাদের ভঙ্গি ঠিক সুশৃঙ্খল নয়, কেমন যেন এলোমেলো। তাদের আহত, রক্তাক্ত সৈনিক, এমন কি সওয়ারিবিহীন ঘোড়া দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন নিয়ে যে যুদ্ধ হচ্ছে তাতে হেরে গিয়ে ওরা পালাচ্ছে।

সোরবির দিকে তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই এলো আর একটা দল। প্রথমে খোলা তরোয়াল হাতে একজন মাত্র ঘোড়-সওয়ার। তার চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে বোঝা গেলো লোকটা সেনাপতি জাতীয় কেউ হবে। তার পরেই এলো রসদবিহীন গাড়ির একটা সারি। এই সারির পুরোভাগে যে রয়েছে, এমন পড়ি কি মরি করে ছুটছে, যেন নিজের জীবনটাকেই সে বাজি রেখেছে।

যাই হোক, তারা কিন্তু কেউ ডিকদের দিকে ফিরেও তাকালো না। নিজে-দের জান নিয়েই তারা ব্যস্ত। ঘোড়ার খুরের শব্দ, চাকার কর্কশ আওয়াজ, অস্ত্রের ঝনঝনা আর লোকের হাঁকডাক দূরে সম্পূর্ণ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ডিক একবার ভাবলো—হলিউডে না পৌছনো অব্দি উঁচু সড়কটা ধরেই এগোয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই সে মত পালটালো। আর কিছু না হোক, সৈন্যদের পোশাকের রঙ দেখে সে এটুকু বুঝতে পারলো, ল্যাঙ্কাস্টার দলের পরাজয় ঘটেছে। তাহলে কি স্যার ড্যানিয়েলও এই পলাতক সৈন্যদলের মধ্যে আছেন? নাকি তিনি ইয়র্ক দলে যোগ দিয়ে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করছেন?

হঠাৎ ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে ডিক জনকে বললো, 'এসো।' তারপর উঁচু সড়কে না উঠে সে বনের ধার দিয়েই জনকে নিয়ে এগিয়ে চললো।

তুজনে চুপচাপ হেঁটে চলেছে। এদিকে ক্রমেই বেলা শেষ হয়ে আসছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেটলের বিস্তীর্ণ জলাভূমিটার ওদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে একটা সোনালী আভা। বনের ছায়া ক্রমশই গাঢ় হয়ে উঠছে। এখন থেকেই রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

এক সময়ে ডিক হঠাৎ বললো, 'ইশ্, সঙ্গে যদি খাবার কিছু থাকতো!'

জন কিছু না বলে সেখানেই বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অবজ্ঞাভরেই ডিক বললো, 'এখন তুমি খাবার জন্যে কাঁদছো! কিন্তু যখন সাত সাতটা লোকের জীবন নষ্ট হলো, তখন তো তোমার মন গলেনি?

সাত জনের মৃত্যুতে তোমার বিবেক একটা কথাও বলেনি !'

'বিবেক ! কার, আমার ?' জন ম্যাচাম রুক্ষ দৃষ্টিতে ডিকের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলো। 'এখনও তোমার ছোরার গায়ে ওই লোকটার রক্ত লেগে রয়েছে, ডিক। লোকটা কেবল তার ধনুকে তীরটা পরিয়ে রেখেছিলো, ছোঁড়েনি। লোকটা তোমাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে করলে সে তোমাকে অনেক আগেই মারতে পারতো। যে আত্মরক্ষা করে না, তাকে মারার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, ডিক।'

জনের কথা শুনে ডিক হতভম্ব হয়ে গেলো।

'আমি তাকে অন্যায়ভাবে মারিনি। সে যখন আমার দিকে তীর তাগ করে রেখেছিলো, আমি তখনই সোজা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।'

'না, আমি নিজে চোখে দেখেছি,' জন প্রতিবাদ করলো, 'তুমি তাকে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছো। তুমি বীর নও ডিক, তুমি খুনী। এখন যদি তোমার চাইতে শক্তিশালী কেউ আসে, তাহলে দেখবো যে তুমি তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছো। অথচ আশ্চর্য, প্রতিশোধ নেবার দিকে তোমার কোনো খেয়ালই নেই। তোমার বাবার হত্যাকারীকে এখনও পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়নি, তাঁর বিদেহী আত্মা ন্যায়-বিচারের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যে লোকটা নিরপরাধ, তুমি কিনা তাকেই কাপুরুষের মতো হত্যা করলে !'

'কাপুরুষ' শব্দটায় ডিক অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। রূঢ়স্বরে সে বললো, 'দুজনের মধ্যে একজন দুর্বল হবেই। আর যে দুর্বল তাকেই মরতে হবে। তুমি কিন্তু আবার আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছো। এক্ষেত্রে তোমার যা পাওয়া উচিত, আমি তারই ব্যবস্থা করছি।'

প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ডিককে কোমরের বেল্টটা খুলতে দেখে জনের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেলো। তবু অপলক চোখে সে ডিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বেল্টটা ঘোরাতে ঘোরাতে ডিক কয়েক পা এগিয়ে এলেও, জনের শীর্ণ উদ্বিগ্ন মুখ, বড় বড় ক্লান্ত চোখদুটো দেখেই তার মারার ইচ্ছে চকিতে মিলিয়ে গেলো।

তবু ডিক বীরত্ব দেখিয়ে বললো, 'তুমি যদি বলো যে তোমার ভুল হয়েছে, তাহলে কিন্তু মারবো না।'

জন বললো, 'না, আমি ঠিকই বলেছি। তুমি নিষ্ঠুর! আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি, তার ওপর অসম্ভব ক্লান্ত। তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আমার

নেই। এর পরেও তুমি যদি আমাকে মারতে চাও, মারো। তবু আমি বলবো তুমি বীর নও—ভীরু, কাপুরুষ।'

শেষের শব্দগুলো ডিককে আবার এমন উত্তেজিত করে তুললো যে জনকে মারার জন্যে সে বেল্ট তুললো। কিন্তু জন এমনভাবে তার দেহখানা সঙ্কুচিত করলো, এমন করুণ দৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে তাকালো যে ডিকের সেই উত্তেজনা আবার মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেলো। বেল্টটা নামিয়ে নিয়ে সে স্থানুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'ছাখো, তোমাদের মতো যারা দুর্বল আমি কিন্তু তাদের মারতে চাই না,' বেল্টটা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে ডিক বললো, 'কিন্তু আশা করি তুমি এখন থেকে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। জেনো, আমি তোমাকে যেমন মারবো না, তেমনি ক্ষমাও করবো না। তুমি হচ্ছো আমার প্রভুর শত্রু। আমি তোমাকে আমার ঘোড়াটা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, আমার খাবার দিয়েছিলাম—আর এখন তুমি আমাকে বলছো খুনী, ভীরু, কাপুরুষ! ধরো কোনো লোক যদি তোমাকে বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে আর লোকটা যদি তোমার চাইতে দুর্বল হয়, তাহলে কি তুমি তাকে তোমার দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে দেবে? ছাখো, তুমি দুর্বল বলেই বেঁচে গেলে। নইলে তুমি সত্যিই অকৃতজ্ঞ। অবশ্য তুমি যে আমাকে নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে-ছিলে, আমিও সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সে দিক থেকে বলতে গেলে আমি তোমারই মতো অকৃতজ্ঞ। যাক্‌গে, চলো, এখন হলিউডের দিকেই যাওয়া যাক। আজ রাতে, নয়তো কাল সকালে আমরা সেখানে পৌঁছে যাবো।'

ডিকের মেজাজ আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে এলেও, জন কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলো না ডিকের রুক্ষ আচরণ, বনের মধ্যে সেই লোকটিকে হত্যা এবং সবার ওপরে বেল্ট খুলে তাকে মারতে যাওয়ার ঘটনা। তাই কিছুটা ক্ষুব্ধ স্বরেই সে বললো, 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেবো শুধু সৌজন্যের খাতিরে। কিন্তু এখন আমি একাই যেতে পারবো। বনটা প্রকাণ্ড হলেও যার যার নিজের পথ দেখাই ভালো। খাবারের জন্যে আমি সত্যিই তোমার কাছে ঋণী, ডিক। বিদায়!'

ডিক বললো, 'তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, যাও যেখানে খুশি।'

দুজনে দুদিকে ফিরে যে যার খুশি মতো চলতে লাগলো। রাগের মাথায় কে কোন্ দিকে যাচ্ছে, কারুরই খেয়াল নেই। কিন্তু ডিক বোধহয় দশ পাও

যায়নি, হঠাৎ জন তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এলো।

কাছে এসে সে বললো, 'না ডিক, এভাবে বিদায় নেওয়াটা শোভন নয়। এই নাও আমার হাত, আর এর সঙ্গে গ্রহণ করো আমার হৃদয়। তুমি আমাকে যা যা সাহায্য করেছো, তার সব কিছুর জন্যে আমি তোমাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিদায়, ডিক।'

'ঠিক আছে জন, ঠিক আছে।' ডিক তার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিলো। 'চেষ্টা কোরো যত তাড়াতাড়ি হাঁটার। আশা করি তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক!'

ছুজনে আবার ছুদিকে চলতে লাগলো। কিন্তু একটু পরেই ডিক এবার জনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কাছে আসার পর বললো, 'তুমি আমার এই ক্রশ-ধনুকটা নিয়ে যাও। একেবারে কোনো অস্ত্র না নিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

জন বললো, 'না ডিক, ক্রশ-ধনুক বাঁকাবার শক্তি আমার নেই, তাছাড়া ওটাকে চালাবার কৌশলও আমি জানি না। সুতরাং ওটা আমার কোনো কাজেই আসবে না। তবু এর জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। গাছের ছায়ার জন্যে ওরা কেউ কারুর মুখ দেখতে পেলো না।

ডিক বললো, 'আমি কিছু দূর পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। অন্ধকার রাত। এ রকম একটা জঙ্গলের পথে তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারি না। আমার মন বলছে তুমি হয়তো পথ হারিয়ে ফেলতে পারো।'

আর কোনো কথা না বলে ডিক জনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। জনও নীরবে তাকে অনুসরণ করলো।

অন্ধকার ক্রমশই গাঢ় থেকে আরও গাঢ়তর হয়ে উঠছে। মাথার ওপরে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রখচিত টুকরো টুকরো আকাশ। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কোলাহল। অনেকখানি পথ ওরা কিন্তু বেশ দ্রুতই অতিক্রম করে এলো।

ঘণ্টাখানেক পথ নীরবে চলার পর ওরা ঘাসে ছাওয়া একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। এর মাঝে মাঝে ইউ আর ফার্নের ছোট ছোট ঝোপঝাড়। নক্ষত্রের আলোয় ঝিকমিক করছে। এখানে এসে ছুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

ডিক বললো, 'মনে হচ্ছে, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো?'

'এমন ক্লান্ত লাগছে, ইচ্ছে করছে এখানেই শুয়ে পড়ি।'

'কাছে-পিঠে কোথাও নদীর কুল কুল শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চলো, আর একটু এগিয়ে যাই। তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

খুব বেশি দূর যেতে হলো না। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখান থেকেই ঘাসে-ছাওয়া প্রান্তরটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে, আর তারই কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী। দুপাশে ইউলোর ঘন ঝোপ। দুজনে নদীর পাড়ে গিয়ে আঁজলা ভরে ভরে জল খেয়ে নিজেদের তৃষ্ণা মেটালো।

জন বললো, 'আমি আর চলতে পারছি না ডিক।'

ডিক বললো, 'আসার পথে এখানে গুহার মতো একটা গর্ত দেখেছিলাম। চলো, দুজনে সেখানে শুয়ে কোনো রকমে রাতটা কাটিয়ে দিই।'

খুশির স্বরে জন বলে উঠলো, 'তাহলে কিন্তু সত্যিই খুব ভালো হয়!'

নদীর ধারের সেই গুহাটা খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হলো না। গুহার নিচেটায় শুকনো বালি বিছোনো। আশেপাশের ছোট ছোট ঝোপগুলো কিছুটা আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছে। দুটি কিশোর নিজেদের ঝগড়া ভুলে গিয়ে পরস্পরে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বালির ওপরেই শুয়ে পড়লো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তারা-ভরা আকাশের নিচে ওরা ক্লান্ত মেষের মতোই গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লো।

আট / বোরখাপরা মূর্তি

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো, তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। পুবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য সবে উঠি উঠি করছে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে, শোনা যাচ্ছে পাখিদের কলকাকলী। ঘুমের আমেজে ওরা এমনই আচ্ছন্ন যে উঠতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে থাকতে থাকতেই ওরা শুনতে পেলো অস্পষ্ট একটা ঘণ্টাধ্বনি।

কিছুটা অবাক হয়েই ডিক উঠে বসলো। 'ঘণ্টার শব্দ মনে হচ্ছে! তাহলে কি আমরা হলিউডের খুব কাছে এসে পড়েছি?'

একটু পরেই আবার ঘণ্টার শব্দ শোনা গেলো। এবার শব্দটা আগের চেয়ে একটু কাছে মনে হলো। এবার থেকে ঘণ্টাটা থেমে থেমে প্রায়ই বাজতে লাগলো এবং ক্রমেই ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

এখন ডিকের চোখ থেকে ঘুম জড়ানো ভাবটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। রীতিমতো অবাক হয়েই সে বললো, 'জিনিসটা কি হতে পারে আমি সেটাই বুঝতে পারছি না!'

জন বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কেউ আসছে। তার চলার তালে তালে ঘণ্টাটা বাজছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকটা আসছে কোথা থেকে? আর টানস্টলের এই বনের মধ্যে সে করছেটাই বা কি? তুমি হেসো না, জন। ঘণ্টার ওই খ্যানখ্যানে আওয়াজটা আমার ভালো লাগছে না।'

এক সময়ে ঘণ্টাটা এমন তাড়াতাড়ি বাজতে লাগলো, মনে হলো লোকটা যেন ছুটছে। জন বললো, 'লোকটা খুব কাছে এসে পড়েছে মনে হচ্ছে!'

ওরা যেখানে শুয়েছিলো, সেই গুহাটা ছিলো ছোট্ট একটা টিলার ওপরে। সেখান থেকে অনেক দূর অব্দি পরিষ্কার দেখা যায়। ওরা দুজনে টিলাটার ওপরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

এখন দিনের আলো বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। টিলা থেকে প্রায় শ খানেক গজ দূর দিয়ে সরু পায়ে-চলা একটা পথ এঁকে বেঁকে পুব থেকে সোজা পশ্চিমে চলে গেছে। ডিকের ধারণা এই পথটা মোট-হাউসের দিকেই গেছে।

দুজনেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলো, উলটো দিকের বন থেকে বেরিয়ে একটা সাদা মূর্তি খোলা প্রান্তর পেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। আগাগোড়া সাদা বোরখায় ঢাকা, কুঁজো হয়ে চলা কদাকার একটা মূর্তি। লাঠির ওপর ভর রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার তালে তালে ঘণ্টাটা বাজছে।

ভয়ে তখন দুজনেই একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে।

ডিক বললো, 'লোকটার কুষ্ঠ হয়েছে।'

জন বললো, 'ওর ছোঁয়া লাগলেই মৃত্যু! চলো, আমরা পালাই।'

'তার কোনো দরকার নেই। দেখছো না লোকটা অন্ধ? লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ হাঁটছে। ও নিজের পথেই চলে যাবে। সত্যি, অন্ধদের দেখলে আমার খুব মায়া হয়!'

মূর্তিটা ততক্ষণে ওদের খুব কাছে এসে পড়েছে। রোদ্দুরে এখন ওকে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে, যেন প্রেতলোক থেকে উঠে আসা কোনো ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা গুহার কাছ বরাবর এসে হঠাৎ থমকে গেলো, তারপর সোজা ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকালো।

জন অস্ফুটে বললো, 'হায় ভগবান, লোকটা আমাদের দেখতে পেয়েছে!'

ডিক চুপি চুপি বললো, 'আস্তে! ও আমাদের কথা শুনছে! বুঝতে পারছো না, লোকটা অন্ধ!'

কান খাড়া করে কি যেন শুনে মূর্তিটা আবার চলতে লাগলো। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সে আবার ওদের দিকে ফিরে তাকালো। মনে হলো বোর-খার ফুটো দিয়ে দুটো চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করছে। কুষ্ঠ-রোগীর চাউনিতে কুষ্ঠ হতে পারে ভেবে ডিকের মুখ শুকিয়ে গেলো। কিন্তু মূর্তিটা আবার লাঠির ওপর ভর রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো এবং একটু পরেই বনের আড়ালে মিলিয়ে গেলো।

জন বললো, 'আমি জোর করে বলতে পারি, লোকটা আমাদের দেখেছে।'

ডিক বললো, 'না, ও আমাদের দেখেনি, কিন্তু কথা শুনেছে! আর তাতে ও নিজেই ভয় পেয়ে গেছে।'

'না ডিক, আমি শপথ করেই বলতে পারি—লোকটা আমাদের দেখেছে। ওর মনে নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে। তা যদি না হতো, তাহলে ঘণ্টার শব্দটা এমন থেমে যেতো না।'

সত্যিই তাই। এখন আর কোনো ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ডিক বললো, 'চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

জন বললো, 'ও গ্যাছে পুবে। চলো ডিক, আমরা বরং পশ্চিমের পথটা ধরি। কুষ্ঠরোগীটার কাছ থেকে দূরে যেতে না পারলে আমি ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবো না।'

'তুমি আচ্ছা ভীতু তো! না, আমরা সোজা হলিউডের পথই ধরবো।'

ডিক রেগে উঠছে দেখে জন আর প্রতিবাদ করলো না। বালি বিছোনো নদীর খাড়া পাড় ভেঙে ওরা ওপরে উঠতে লাগলো। নদীর পাড় থেকে শুরু হয়ে গেছে ছাড়া ছাড়া জঙ্গল। উঁচু নিচু খানা-খন্দে ভরা পথটা দিয়ে ওরা কোনো রকমে এগিয়ে চললো। কিছুটা যাবার পর ওরা একটা ঢিপির ওপর পৌঁছলো এবং সেখানে আবার সেই মূর্তিটার সঙ্গে দেখা হলো। মূর্তিটা তাদের থেকে মাত্র শ খানেক হাত দূরে। এখন আর তার ঘণ্টা বাজছে না, লাঠির সাহায্যে খুঁড়িয়েও চলছে না, স্বাভাবিক মানুষেরই মতো বড় বড় পা ফেলে ঢিবির নিচের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছে। কুঁজো হয়ে না হাঁটার ফলে লোকটাকে এখন অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। পেছনে পায়ের শব্দ পেতেই লোকটা সামনের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ডিক বললো, 'হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি লোকটার নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে।'

জন বললো, 'এতকাল শুনেছি কুষ্ঠরোগীরা ঘণ্টা বাজিয়ে চলে, যাতে লোকে ওদের পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওরা যে লোকের পেছু নেয়, এমন কখনও শুনিনি। চলো ডিক, আমরা অন্য দিক দিয়ে চলে যাই।'

'না, লোকটা আগে চলে যাক।'

'তাহলে তুমি ধনুক বাগিয়ে প্রস্তুত করে রাখো, ডিক।'

'আচ্ছা, তুমি কি পাগল হয়েছো জন! তীর দিয়ে আমি একটা কুষ্ঠরোগীকে মারবো?'

ডিকের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ সামনের ঝোপটা মড়-মড় মড়-মড় শব্দে ভীষণভাবে নড়ে উঠলো এবং পরক্ষণেই এক হাঁক দিয়ে বোরখা-পরা সাদা মূর্তিটা সোজা ওদের দিকে ছুটে এলো। দুজনেই প্রথমে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলো, তার পরেই অস্ফুট আর্তনাদ করে দুজন দুদিকে ছিটকে গেলো। কিন্তু মূর্তিটা দ্রুত ছুটে গিয়ে জন ম্যাচামকে ধরে ফেললো এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিমেষে বন্দী করলো। জন ভয়ে চিৎকার করে উঠলো,

শত্রুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

জনের চিৎকার শুনে ডিক ফিরে তাকাতেই দেখলো সে মাটিতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গীর বিপদে তার সাহস আর শক্তি যেন নিমেষে ফিরে এলো। এক ঝটকায় সে পিঠ থেকে ধনুকটা খুলে নিয়ে তাতে তীর পরালো। কিন্তু তীরটা ছোঁড়ার আগেই কুষ্ঠরোগী একখানা হাত ওপরে তুলে পরিচিত স্বরে চেঁচিয়ে বললো, 'ডিক, থামো, থামো···মেরো না! আমায় তুমি চিনতে পারছো না?'

তাড়াতাড়ি মুখের ঢাকাটা খুলে ফেললেই দেখা গেলো উনি জমিদার স্যার ড্যানিয়েল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ডিক বলে উঠলো, 'স্যার ড্যানিয়েল, আপনি!'

'হ্যাঁ, ডিক, আমি। অথচ তুমিই কি না তোমার অভিভাবককে তীর দিয়ে মারতে যাচ্ছিলে! আর তোমার এই সঙ্গী, এর যেন কি নাম?'

'জন ম্যাচাম। ও বলছিলো, আপনি নাকি ওকে চেনেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একে চিনি। কিন্তু ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেলো কেন? আমি কি তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। সত্যি বলতে কি আমরা দুজনেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এই বেশ কেন?'

'প্রাণের ভয়ে, ডিক। যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। আমার সৈন্যরা কে কোনদিকে পালিয়েছে, আমি নিজেই জানি না। তবে আমি অক্ষত অবস্থায় সোরবিতে ফিরে যেতে পেরেছি। এখন এই ঘুর পথে আমি মোট-হাউসের দিকে চলেছি। কালো তীরের ভয়েই আমাকে এই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। কুষ্ঠরোগীকে ওরা নরকের শয়তানের চাইতেও বেশি ভয় পায়। সত্যি, আমার নিজের জঙ্গলে আজ আমাকে চোরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে! এর প্রতিশোধ আমি একদিন তুলবোই। কিন্তু আজ আমার এই ছদ্মবেশ না নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। পথে আসতে আসতেই তোমাদের দুজনকে দেখতে পেলাম। তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে প্রথমটায় আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু পরে আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না। এই যে, এখন দেখছি ছেলেটার একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে আসছে।'

জমিদার তাঁর দীর্ঘ পোশাকের ভেতর থেকে একটা চ্যাপটা বোতল বার করে তা থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি জনের কপালে ঘষে দিলেন, শুকনো ঠোঁটদুটো ফাঁক করে একটু খাইয়েও দিলেন। আস্তে আস্তে জনের জ্ঞান ফিরে এলো।

ঘোলাটে চোখ মেলে সে চারদিকে তাকালো।

ডিক বললো, 'ভয় নেই, জন। উনি কুষ্ঠরোগী নন, উনি স্যার ড্যানিয়েল। ভালো করে তাকিয়ে ছাখো।'

ড্যানিয়েল বললেন, 'একটু বেশি করে খাও তো দেখি, তাহলে এখুনি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তারপর আমি তোমাদের তুজনকে খেতে দেবো। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা তিনজনে টানস্টলে যাবো।' কথা বলতে বলতে উনি ট্যাকের ঝোলা থেকে রুটি আর শুকনো মাংস বার করে তুজনকে ভাগ করে দিলেন। একবার যদি সেখানে পৌছতে পারি, আর কোনো ভয় নেই। ওখানে আমার লোকজন আছে, ওরাই আমাকে নিরাপদে মোট-হাউসে পৌছে দেবে। সেখানে বেনেটের সঙ্গে আছে দশজন তীরন্দাজ আর শেলডেনের কাছে ছজন। শিগগিরই আমাদের শক্তি বেড়ে যাবে। তারপর একবার যদি ইয়র্কের লর্ডের সঙ্গে হাত মেলাতে পারি, তাহলে আমাদের আর পায় কে?'

'কিন্তু স্যার, শেলডেন···শেলডেন তো···' ডিক কথাটা শেষ করতে পারলো না।

মদের বোতলটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে স্যার ড্যানিয়েল খুব অবাক হয়েই ডিকের দিকে তাকালেন। 'শেলডেন! কেন, কি হয়েছে ওর?'

ডিক তখন সমস্ত ঘটনাটাই ওঁকে বললো।

সব শুনে রাগে তুঃখে জমিদারের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো।

উনি বললেন, 'এই শপথ করে বলছি, এর প্রতিশোধ আমি নেবোই! প্রত্যেকটা জীবনের জন্যে আমি যদি দশজনের রক্তপাত না ঘটাই, তাহলে আমার ডান হাতটা যেন শুকিয়ে যায়! ওই ডাকওয়ার্থটাকে আমি শুকনো একটা কুটোর মতো ভেঙে তু টুকরো করেছি। ওর ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে, ওকে একেবারে পথের ভিখিরি করে দেশ থেকে বার করে দিয়েছি। আর এখন ও আবার এসেছে আমার ক্ষতি করতে? এবার আমি ওর আর নিস্তার রাখবো না!'

একটু চুপ করে থেকে উনি কি যেন ভাবলেন, তারপর ওদের দিকে ফিরে বললেন, 'ডিক, তোমরা ধীরে সুস্থে বসে খাও। আমি একাই যাই, নইলে হয়তো ক্ষতি হতে পারে। খাওয়া হয়ে গেলেই তোমরা আমার পেছন পেছন আসবে। আমি তোমাদের তুজনকেই সোজা মোট-হাউসে দেখতে চাই।'

কথাটা বলেই স্যার ড্যানিয়েল আবার বোরখাটা পরে নিলেন। এক হাতে

লাঠি, অন্য হাতে ঘণ্টাটা নিয়ে উনি আবার কুষ্ঠরোগী সেজে ধীরে ধীরে বনের পথ ধরে এগিয়ে চললেন। একটু পরে ওঁকে আর দেখা গেলো না বটে, কিন্তু ভোরের নিস্তব্ধতায় অনেক দূর থেকেও শোনা যেতে লাগলো সেই ঘণ্টাধ্বনি।

যেতে যেতেই ডিক জিগেস করলো, 'তাহলে তুমি মোট-হাউসে যাচ্ছো ?'

গোমড়া মুখে জন জানতে চাইলো, 'কেন, তুমি যাচ্ছো না ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে আর জিগেস করছো কেন ?'

'তোমাকে যে যেতেই হবে এমন কোনো মানে নেই।'

'কিন্তু কাল আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম ডিক, তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার সঙ্গে সেখানে যাবো।'

ডিক শুধু একবার জনের দিকে তাকালো, কোনো কথা বললো না। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা সেই বনের পথটা ধরে এগিয়ে চললো। পথটার এক পাশে সারিসারি প্রকাণ্ড বীচ,অন্য পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর। এখন বেশ ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। গাছের ডালে ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে কাঠবেড়ালি, শোনা পাখপাখালির গান। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওরা যখন ঘাসে ছাওয়া সমতল ভূমিটার অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো, গাছপালার ফাঁকে দূর থেকেই চোখে পড়লো দুর্গের মতো বিশাল মোট-হাউসের লাল দেওয়াল আর তার উঁচু ছাদটা।

জন ম্যাচাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'এবার তুমি তোমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নাও, ডিক। তাকে তুমি আর কোনোদিনই দেখতে পাবে না।'

ডিক অবাক হয়ে জনের মুখের দিকে তাকালো।

'এসো ডিক, আমার হাতে হাত রাখো। আর যাকিছু ভুল ত্রুটির জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'একথা কেন বলছো, জন ? আমরা দুজনেই তো মোট-হাউসে যাচ্ছি। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হবে।'

'না ডিক, তুমি আমাকে আর দেখতে পাবে না। আমার মনে হচ্ছে এখন থেকে স্যার ড্যানিয়েল আমার সঙ্গে খুবই ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর আচরণ করবেন।' ওরা পরস্পরের বাড়িয়ে দেওয়া হাতদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। 'আর আমার ধারণা, এবার থেকে তুমি স্যার ড্যানিয়েলকে এক নতুন মূর্তিতে দেখতে পাবে। উনি আমাদের সঙ্গে যে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেন,

সেটা ওঁর মুখোশ। উনি বীর হতে পারেন, কিন্তু অসম্ভব মিথ্যেবাদী। তুমি দেখলে না ডিক, এলিস ডাকওয়ার্থের কথা শুনেই উনি কেমন ভয় পেয়ে গেলেন? আসলে উনি ভীতু বলেই নেকড়ের মতো হিংস্র। যাকগে ডিক, চলো এবার যাওয়া যাক। আশা করি, ঈশ্বরই আমাদের রক্ষে করবেন।'

বনের পথ ধরে নীরবে আরও খানিকক্ষণ হাঁটার পর ওরা জমিদারের সেই বিশাল দুর্গটার সামনে এসে দাঁড়ালো। উঁচু চূড়াগুলোর গায়ে গায়ে শ্যাওলা জমেছে, গড়ের চারপাশের জলে ফুটে রয়েছে অজস্র পদ্ম। প্রহরীরা তাদের আসতে দেখেই গড়ের ওপরের সাঁকোটা নামিয়ে দিলো। ওদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্যার ড্যানিয়েল নিজে আর তাঁর পাশে তীরন্দাজ বেনেট।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ টানস্টলের দুর্গ

এক / শপথ

মোট-হাউসটা চারদিকে ঘন অরণ্য ঘেরা উঁচু একটা পাহাড়ী টিলার ওপর দুর্ভেদ্য একটা দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাদের চার কোণে চারটে মিনার, তাতে সশস্ত্র প্রহরী সারাক্ষণই পাহারা দেয়। দুর্গটার চারপাশে বার ফুট চওড়া গভীর গড়। ভেতরে ঢুকতে গেলে কাঠের তোলা একটা সাঁকো ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। সে দিক থেকে দুর্গটাকে খুবই নিরাপদ বলা যায়। ভেতরে চৌকো একটা উঠোন। তার কোথাও আস্তাবল, কোথাও সৈন্যদের আস্তানা, কোথাও অস্ত্রশস্ত্র বানানোর কাজ চলছে, কোথাও বা ঘোড়াগুলোকে পরিচর্যা করা হচ্ছে। কালো তীরের ভয়ে সবাই কতটা যে তটস্থ সেটা এই মোট-হাউসে এলে স্পষ্টই বোঝা যায়।

যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে স্যার ড্যানিয়েল খুবই হতাশ হয়েছেন, কিন্তু তার চাইতেও বেশি দমে গেছেন বুড়ো অ্যাপেলইয়ার্ড আর বিশ্বস্ত অনুচর শেলডেনের আকস্মিক মৃত্যুতে। কি করে কালো তীরের দলটাকে শায়েস্তা করা যায়, তা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। তাঁর থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে তাকাতেও ভয় করে।

দুর্গে পৌঁছনোর কয়েকদিন পরে ডিক একদিন ভারাক্রান্ত মনে বেনেটকে জিগেস করলো, 'আচ্ছা বেনেট, তুমি কি জানো, আমার বাবা কি ভাবে মারা গিয়েছিলেন ?'

'ও কথা আমাকে জিগেস কোরো না, ডিক।' বেনেট বললো। 'ওতে আমার কোনো হাত ছিলো না, কিংবা ও ব্যাপারে আমি কিছু জানিও না। তাছাড়া লোকের শোনা কথায় কান দিয়েও কোনো লাভ নেই। ইচ্ছে করলে তুমি স্যার অলিভার কিংবা দুর্গের প্রহরী কার্টারকে জিগেস করতে পারো।'

ব্যস্ততার ভান করে বেনেট হ্যাচ তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলো। ডিক একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো,'বেনেটআমাকে বললো না কেন ? তাছাড়া ও কার্টারের নামই বা করলো কেন ? তাহলে কি এ ব্যাপারে কার্টা-রের কোনো হাত ছিলো ?'

খুঁজে খুঁজে প্রহরীদের মধ্যে থেকে কার্টারকে বার করে ডিক সরাসরিই প্রশ্ন করলো, কিন্তু কার্টার তার চাইতে আরও সহজ করে জবাব দিলো, 'এ

ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমার মুখ বাঁধা।'

এতে ডিকের সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে উঠলো এবং স্বভাবতই তা গিয়ে পড়ে স্যার অলিভারের ওপর। তবে সেটা নিছকই সন্দেহ।

তিক্ত একটা বিষণ্ণতার মধ্যেই ডিকের হঠাৎ জন ম্যাচামের কথা মনে পড়ে গেলো। এবং তার সেই অদ্ভুত সঙ্গীটির কথা মনে পড়েই ডিকের হাসি পেলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে অবাক হয়ে ভাবলো—ও কোথায় গেলো? ওকে তো দেখছি না! দুজনে একসঙ্গে মোট-হাউসে আসার পর থেকে সে যেন স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে দুটো মনের কথা বলতে পারলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতো।

কিন্তু অনেক খুঁজে, এমন কি বহু লোককে জিগেস করেও ডিক জনের কোনো সন্ধান পেলো না। তখন ডিকের মনে হলো এর মধ্যেও কোনো রহস্য আছে। এখন যেভাবে হোক ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। কেননা মোট-হাউসে আসার আগে, বিদায় নেবার সময়, জনের সেই বেদনাভরা কথাগুলো কেন জানি তার বার বার মনে পড়ছিলো।

মানসিক একটা যন্ত্রণার মধ্যে দুটো দিন কেটে গেলো, তবু ডিক জন ম্যাচামের কোনো হদিশ পেলো না। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ লেডি বার্কলের খাস পরিচারিকা, বেনেটের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ডিক জিগেস করলো, 'গুডি, জন ম্যাচাম কোথায়? আমার সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটি এখানে এসেছিলো—আসার পর ওকে তোমার সঙ্গেই যেতে দেখেছিলাম।'

ডিকের কথা শুনে গুডি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ওর রকম-সকম দেখে ডিক চটে উঠলো। 'বারে, তুমি হাসছো কেন?'

হাসতে হাসতেই গুডি বললো, 'আচ্ছা মাস্টার ডিক, তোমার কি চোখ নেই?'

'থাক বা না-থাক, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি জানতে চাই ছেলেটি এখন কোথায়?'

'ওকে তুমি আর কখনও দেখতে পাবে না, মাস্টার ডিক।'

'যদি না পাই, তাহলে জানবো জনের কথাই ঠিক। স্বেচ্ছায় ও এখানে আসতে চায়নি। আমার জন্যে এসেছে, আমিই ওর রক্ষক। যেভাবে হোক, আমি ওকে খুঁজে বার করবোই। এখন দেখছি সত্যিই এখানে অনেক রহস্য রয়েছে!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই কাঁধে কার যেন ভারি একটা হাতের চাপ পড়লো। ডিক ফিরে তাকিয়ে দেখলো বেনেট হ্যাচ। বেনেট ইঙ্গিতে স্ত্রীকে সেখান থেকে চলে যেতে বললো।

'বন্ধু ডিক, তুমি দেখছি সত্যিই পাগল হয়ে গ্যাছো!' চাপা স্বরে বেনেট বললো। 'কয়েকটা ব্যাপারে তুমি আমাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছো। তোমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছো; কার্টারের কাছ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করেছো; পাদরীটাকে হেঁয়ালিতে কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছো। এখন আবার তোমার সঙ্গীর কথা জিগেস করে সবাইকে অস্থির করে তুলেছো! সত্যিই তুমি খুব অবুঝ ডিক! এখনও যদি একটু বুঝে শুনে না চলো, তাহলে টানস্টলের মোট-হাউস আর অকূল সমুদ্র, দুইই তোমার কাছে সমান। আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি—স্যার ড্যানিয়েল যদি তোমাকে ডাকেন, বেশ শান্ত হয়েই থেকো। আর উনি যদি তোমায় কোনো প্রশ্ন করেন, খুব সাবধানে জবাব দিও।'

'তোমাদের এই সব রহস্যের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বেনেট।'

'তবু আমি তোমাকে বন্ধুর মতোই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—তুমি যদি সাবধানে না চলো, শিগগিরই রক্তের গন্ধ পাবে। ওই যে, তোমাকে একজন ডাকতে আসছে।'

সত্যিই তাই। উঠোন পেরিয়ে একজন চাকর বেনেটের ঘরে এসে জানালো, কর্তাবাবু মাস্টার ডিককে এখুনি একবার ওপরে ডাকছেন।

ওপরের বড় হলঘরটায় স্যার ড্যানিয়েল তখন ডিকেরই প্রতীক্ষায় আগুনের সামনে পায়চারি করছেন। তাঁর গম্ভীর মুখখানা রাগে থমথম করছে। স্যার অলিভার ছাড়া হলঘরটাতে আর কেউ নেই।

ডিক ভেতরে গিয়ে জিগেস করলো, 'আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। এসব আমি কি শুনছি, ডিক? আমি কি তোমাকে কোনো অযত্ন বা কষ্টের মধ্যে রেখেছি যে তুমি আমার সম্পর্কে এমন বাজে ধারণা পোষণ করছো? স্পষ্ট বলো তো, তুমি কি আমার দল থেকে চলে যেতে চাও? কই, তোমার বাবা তো কখনও এমন ছিলেন না! যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলো, তিনি সব সময়েই তাদের বিপদে-আপদে পাশাপাশি থাকতেন। কিন্তু ডিক, তাঁর ছেলে হয়ে তুমি কেন এমন হলে?'

দৃঢ়স্বরে ডিক জবাব দিলো, 'আমি আপনার প্রতি সম্পূর্ণই বিশ্বস্ত এবং কৃতজ্ঞ, স্যার ড্যানিয়েল…'

'শোনো বাপু—কৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, ওসব হলো কথার কথা। আমি কথা চাই না, আমি চাই কাজ। আমার এই চরম বিপদের দিনে, যখন আমার জমি-জমা মান-সম্মান সব যেতে বসেছে, তখন কৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা দিয়ে আমার কি হবে বলো? এখন আমার দলে লোক খুবই অল্প, তাদের মনকে বিষাক্ত করে তোলাটা কি কৃতজ্ঞতার কাজ? ও রকম কৃতজ্ঞতায় আমার কোনো দরকার নেই। সত্যি করে তুমি কি চাও, আমাকে বলো তো? আমরা দুজনেই এখানে আছি, যদি কিছু জানার থাকে বলো, আমরা তার জবাব দেবো। এমন কি আমাদের বিরুদ্ধেও যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তাও বলো।'

'আমি যখন খুব ছোট, আমার বাবা মারা যান। আমি শুনেছি তাঁকে খুন করা হয়। আমি এমনও শুনেছি, কেননা আমি আপনার কাছে কিছু লুকোতে চাই না…অনেকে বলে এতে নাকি আপনার হাত ছিলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না এইসব সন্দেহ দূর হচ্ছে, আমি কখনও শান্তি পাবো না কিংবা আপনাকেও খোলা মনে সাহায্য করতে পারবো না।'

গদি-আঁটা একটা চেয়ারে বসে হাতের ওপর চিবুক রেখে স্যার ড্যানিয়েল একদৃষ্টে ডিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু নীরবতার পর উনি থমথমে গলায় জিগেস করলেন, 'তুমি কি মনে করো, আমি যাকে খুন করেছি, তার ছেলের অভিভাবক কি আমি কখনও হতে পারি?'

'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমাকরবেন, স্যার ড্যানিয়েল,' বিনীত স্বরেই ডিক বললো, 'আমি তো এর মধ্যে অসম্ভব কিছু দেখছি না। বরং আমার অভিভাবক হয়ে আপনি লাভবানই হয়েছেন। এতদিন ধরে আপনি আমার পৈতৃক সম্পত্তির খাজনাআদায় করেছেন, আমার লোকজনদের ওপর প্রভুত্ব করেছেন। আপনার বিশ্বস্ত যে, তাকে যদি আপনি খুন করে থাকেন, তাহলে তার চাইতেও হীন কাজ করতেও বাধবে না।'

'ছাখো বাপু, তোমার বয়েসে এসব সন্দেহ আমার মনে কখনও আসতো না। বেশ, তবু যখন এসেছে, সন্দেহ করো। কিন্তু যিনি যাজক, এর মধ্যে তাঁকে জড়াচ্ছো কেন?'

'দেখুন, মনিবের হুকুমেই ভৃত্য চলে। একথা সবাই জানে যে পাদরী

হলেও উনি আপনার হাতের পুতুল। আমি আপনাকে খুব খোলাখুলিই বলছি, স্যার ড্যানিয়েল, কেননা ভদ্রতার সময় এটা নয়। আমি আপনার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না বলেই আমার সন্দেহ ক্রমশ বেড়ে উঠছে।'

'আমি তোমার প্রতিটা প্রশ্নেরই উত্তর ভাল ভাবে দেবো। তুমি যখন বড় হয়ে নিজের বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেবে, তখন আমার কাছে এসো, আমি তোমার প্রতিটা প্রশ্নেরই জবাব দেবো। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা না হচ্ছে, তোমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয়, আমাকে তুমি যা অপমান করেছো, তা ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ থাকা এবং ছোটবেলা থেকে তোমায় খাইয়ে-পরিয়ে যে মানুষ করেছে, তার হয়ে যুদ্ধ করা ; নয়তো আমার বাড়ির দরজা খোলাই আছে, সোজা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। দুটোর মধ্যে যেটা তোমার খুশি বেছে নিতে পারো।'

জমিদার যেভাবে কথাগুলো বললেন, এতদিন পর্যন্ত ডিক তার সঙ্গে পরিচিত ছিলো না। মনে মনে কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেও শান্ত স্বরেই সে জবাব দিলো, 'আমি আপনাকে সতিই আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতে চাই, স্যার ড্যানিয়েল। আপনি শুধু একবার বলুন যে ওই ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ ছিলো না।'

'আমি বললেই কি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে, ডিক ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে শোনো, এই আমি আমার চিরন্তন আত্মার নামে শপথ করে বলছি যে তোমার বাবার রহস্যময় মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোথাও কোনো যোগাযোগ ছিলো না।'

কথাটা বলেই উনি ডিকের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

ডিক সাগ্রহে হাতটা জড়িয়ে ধরলো। 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার ড্যানিয়েল। আমি মিছিমিছিই আপনার ওপর সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আর সন্দেহ করবো না।'

'বেশ, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, ডিক। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, সংসার সম্পর্কে তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।'

'শয়তানগুলো যে ঠিক আপনার নামে বলে, তা কিন্তু নয়। ওরা বরং আপনার চাইতে স্যার অলিভারকেই বেশি দোষারোপ করে।'

কথা বলতে বলতেই সে পাদরীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। ডিকের

শেষ কথাগুলো শুনে ওঁর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দীর্ঘ চেহারার অত বড় মানুষটা যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা বিবর্ণ ঠোঁটে অস্ফুট আর্তনাদ করে উনি দু হাতে মুখ ঢাকলেন। স্যার ড্যানিয়েল চকিতে দু লাফে তাঁর পাশে এসে কাঁধ ধরে জোরে জোরে নাড়া দিলেন। এতে ডিকের সন্দেহ আরও বেড়ে উঠলো।

সে বললো, 'স্যার ড্যানিয়েল, ওঁকেও শপথ করতে বলুন। লোকে ওঁকেই বেশি দোষী করে।'

জমিদার বললেন, 'নিশ্চয়ই, উনিও শপথ করবেন।'

স্যার অলিভার কিন্তু নীরবে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

'না, স্যার অলিভার, তা হবে না,' জেদের মাথায় ডিক বলে চললো, 'বাইবেল ছুঁয়ে আপনাকে শপথ করে বলতে হবে যে আমার বাবার মৃত্যুতে আপনার কোনো রকম হাত ছিলো না। নইলে আমার সন্দেহ কিন্তু আরও বেড়ে যাবে।'

'ডিক ঠিকই বলেছে।' স্যার ড্যানিয়েল রীতিমতো চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বললেন। 'তুমি বরং বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করে বলো যে ওই ব্যাপারটায় তোমার কোনো হাত ছিলো না।'

কিন্তু মিথ্যে শপথের ভয়ে স্যার অলিভার যেন কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে গেলেন। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ওঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুলো না।

আর ঠিক তখনই হলঘরের জানলার রঙিন সার্সি ভেদ করে একটা কালো তীর এসে টেবিলের মাঝখানে গিঁথে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

বিকট একটা আর্তনাদ করে স্যার অলিভার জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। স্যার ড্যানিয়েল ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে সোজা উঠে গেলেন ছাদে, যেখানে প্রহরীরা সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে। ডিকও ছুটলো ওঁর পেছন পেছন।

চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরটার ওপারে অরণ্যা-বৃত পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শত্রুর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

জমিদার জিগেস করলেন, 'তীরটা কোথা থেকে এসেছে?'

একজন প্রহরী জবাব দিলো, 'ওই গাছগুলোর মাঝখান থেকে, স্যার।'

সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে স্যার ড্যানিয়েল কি যেন ভাবলেন। তারপর ডিকের দিকে ফিরে বললেন, 'ডিক, তুমি আমার এই লোকজনগুলোর ওপর একটু নজর রেখো। এখানকার ভার রইলো তোমার ওপর। আমি বরং

পাদরীটাকে একবার দেখে আসি। নিজের দোষ তাকে স্খলন করতেই হবে। তোমার মতো আমারও সন্দেহ গিয়ে পড়ছে তার ওপর। সে যদি না শপথ করে, তাহলে বুঝবো লোকে যা বলে ঠিকই।'

ওঁর কথায় ডিক তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলো না। স্যার ড্যানিয়েল আবার হলঘরটাতে ফিরে এলেন।

প্রথমেই তাঁর চোখ পড়লো টেবিলে গাঁথা তীরটার ওপর। এই ধরনের তীর তিনি এই প্রথম দেখলেন। তীরটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আগাগোড়া কালো রঙটায় তিনি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তীরটার গায়ে লেখা রয়েছে—'সমাধি'।

নিজের মনেই উনি বললেন, 'তার মানে ওরা জানতে পেরেছে যে আমি মোট-হাউসে ফিরে এসেছি। তাই ওরা আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে এমন একটা যোগ্য কুকুরও নেই যে আমার কবরের মাটি খুঁড়বে।'

ততক্ষণে স্যার অলিভার কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। জমিদারকে পায়ে-পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পাদরী বললেন, 'হায়, স্যার ড্যানিয়েল, আপনি যে শপথ করেছেন, তা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর! এতে আপনার সর্বনাশ হবে।'

'ওহে বাপু, আমি শপথ করেছি সত্যি। তোমাকে শপথ করতে হবে আরও সাংঘাতিক। বাইবেল আর ক্রশ নিয়ে এখুনি প্রস্তুত হও।'

'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এমন একটা অন্যায় কাজ করতে আমাকে বলবেন না।'

'বাঃ, তোমার ধর্মভাবটা জেগে উঠছে দেখে সত্যিই খুব খুশি হচ্ছি। শোনো বাপু, আমি তোমাকে স্পষ্টই বলি —ছেলেটাকে আমার দরকার। ওর বিয়ে দিয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ আদায় করার বিরাট একটা সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ও যদি আমাকে এভাবে বিরক্ত করতে থাকে, তাহলে ওকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না। কোণের দিকে গির্জার ওপর যে ঘরখানা আছে, আমি ওকে ওই ঘরটাতেই থাকার কথা বলেছি। এখন তুমি যদি বেশ শান্তভাবে শপথ করতে পারো, ভালো। তাহলে ও কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি গোলমাল করে ফ্যালো, তোমার কথা যদি আটকে যায়, ও কিন্তু তোমাকে আর বিশ্বাস করবে না। তখন ওকে মরতেই হবে। দুটোর মধ্যে কোনটে তোমার পছন্দ, তাড়াতাড়ি ভেবে নাও।'

বিস্ময়ে পাদরী ভয়ে ভয়ে জিগেস করলেন, 'গির্জার ওপরের ঘরখানা?'

'হ্যাঁ, সেই ঘরখানা। এখন তুমি যদি ওকে বাঁচাতে চাও, বাঁচাও। আর তা যদি না চাও, তাহলে নিজের পথ দ্যাখো। আমি যদি অস্থির ধরনের মানুষ হতাম, তাহলে কিন্তু এখন থেকে তোমাকে আর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে হতো না। যাই হোক, এখন কি ঠিক করেছো, তাই বলো।'

'আমি ভাবছি…ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, ছেলেটার জন্যে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। ভালোর জন্যই এ কাজ না করে আমার কোনো উপায় নেই।'

'বাঃ, বেশ ভালো কথা, তাহলে তুমি এখুনি ডিককে ডেকে পাঠাও। তুমি একা ওর সঙ্গে দেখা করবে। মনে রেখো, আমি সব সময় তোমার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। এখন আমি ওই পরদাটার আড়ালে যাচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি করো।'

এই বলে দেওয়ালের ওপারে কারুকার্য করা যে ভারি পরদাটা ঝুলছিলো, জমিদার তার আড়ালে চলে গেলেন। একটু পরেই কোথায় যেন স্প্রিং খোলার শব্দ আর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

বিশাল হলঘরটায় চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে পরদা-ঢাকা দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাদরী স্যার অলিভার ওটসের কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। আতঙ্কে সংকুচিত হয়ে তিনি প্রতিমুহূর্তে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে চলেছেন।

নিজের মনেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'না, স্যার ড্যানিয়েল যদি ওকে গির্জার ওপরের ঘরটায় রাখার ব্যবস্থা করেই থাকেন, তাহলে যেভাবে হোক ছেলে-টাকে আমার বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেই হবে।'

মিনিট তিনেক পরে খবর পেয়ে ডিক হলঘরটাতে এসে দেখলো—পাদরী স্যার অলিভার টেবিলটার সামনে ফ্যাকাশে মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ডিককে দেখে উনি বললেন, 'রিচার্ড শেলটন, অতীতের কথা ভেবে তোমার জন্যে সত্যিই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই তুমি যা চাও, আমি তাই করবো। এই আমি পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—আমি তোমার বাবাকে খুন করিনি।'

'স্যার অলিভার, আমি আপনাকে স্পষ্টই বলি—জন অ্যামেণ্ডঅলের ছড়াটা পড়ার আগে পর্যন্ত আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। এখন সেই সন্দেহটা আমার মনে ভারি একটা বোঝার মতো চেপে বসেছে। আপনি শুধু আমাকে দুটো প্রশ্নের জবাব দিন। মেনে নিলাম, আপনি আমার বাবাকে খুন করেননি। কিন্তু তার পেছনে কি আপনার কোনো হাত ছিলো?'

'না, বাবা, মোটেই না।'

মুখে কিছু না বললেও, ভ্রূ বেঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি উঁচিয়ে উনি এমন একটা ভঙ্গি

করলেন, যার একটা মাত্রই অর্থ হয়—এখনও সাবধান হও!

ডিক কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না, তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে সে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারপর পাদরীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে প্রশ্ন করলো, 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'কিছু না।' পাদরী দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। 'আসলে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমি এখন চলি, ডিক। পবিত্র ক্রশ ছুঁয়ে আমি আবার শপথ করছি—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, ওসবের কিছুই জানি না। বিদায়!'

স্যার অলিভার তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্থির হয়ে ডিক দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন তার পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে, চোখ দুটো ঘুরছে ঘরের চারদিকে! মুখের অভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে খেলে যাচ্ছে আবেগ দুঃখ বেদনা সন্দেহ হতাশা আর বিস্ময়ের একটা ভাব। হঠাৎ তার সে ভাবটা কেটে গেলো, যখন তার চোখ পড়লো দেওয়ালের ওপারে টাঙানো পরদার একটা জায়গায় এবং সেদিকে তাকাতেই ডিক চমকে উঠলো।

দেওয়ালের ওপর দিকে পরদার গায়ে ছুঁচের কাজ করা রয়েছে একটা বন্য শিকারীর ভয়ঙ্কর মূর্তি। তার এক হাতে শিঙটা সে মুখের কাছে ধরে রেখেছে, অন্য হাতে উঁচিয়ে রেখেছে দীর্ঘ বর্শাটাকে। তার কালো মুখ আর চেহারাটা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়, মূর্তিটা একজন আফ্রিকান শিকারীর।

জানলা থেকে সূর্যের আলো সরে গেলেও, তাপচুল্লির গনগনে আলোয় ঘরখানা ভরে উঠেছে। সেই আগুনের রক্তিম একটা আভা গিয়ে পড়েছে পরদার গায়ে। ডিক দেখলো উজ্জ্বল পরদাটার গায়ে কৃষ্ণাঙ্গ মূর্তির কুচকুচে কালো চোখের সাদা পাতা দুটো নড়ছে।

ডিক একদৃষ্টে সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো। আরক্তিম আলোয় মূর্তির চোখ দুটো যেন হীরের মতো ঝিকমিক করছে। শুধু তাই নয়, একেবারে জীবন্ত এবং চোখের পাতাও পড়ছে। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটা পলকের জন্যে, তার পরেই আর চোখ দুটোকে কোথাও দেখা গেলো না।

ওই চোখ দুটো যে পরদার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছিলো, সে বিষয়ে ডিকের আর কোনো সন্দেহই রইলো না।

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরে ডিক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন আগে বেনেট হাচ তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, একটু আগে পাদরীও তাকে ইশারা করেছিলো, এখন আবার চোখদুটো তাকে লক্ষ্য করছিলো।

সুতরাং এখানে তার অবস্থাটা যে সঙ্গীন, সেটা বুঝতে ডিকের কোনো অসুবিধে হলো না।

মনে মনে সে ভাবলো, 'আমি যদি এই বাড়ি থেকে বের হতে না পারি, তাহলে মৃত্যু অবধারিত। আর বেচারি জনেরই বা কি হলো? ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। হয়তো আমিই ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি!'

ডিক যখন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে, একজন এসে খবর দিলো জমিদারবাবু বলেছেন অস্ত্রশস্ত্র, জামা-কাপড় আর দু-চারটে বই নিয়ে ডিককে নতুন ঘরে যেতে।

'নতুন ঘর!' ডিক অবাক হয়ে জিগেস করলো, 'সেটা আবার কোথায়?'

'গির্জার ওপরে।'

'ঘরখানা তো অনেক দিন ধরেই খালি পড়ে রয়েছে। ঘরটা কেমন?'

'ঘরটা ভালোই। তবে...' গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে লোকটা ফিসফিস করে বললো, 'লোকে বলে ওটা নাকি ভূতের ঘর।'

'ভূতের ঘর! কই, আমি তো কখনও শুনিনি। কার ভূত?'

'গির্জার একটা লোকের। একদিন রাত্তিরে লোকটা গির্জার মধ্যে শুয়েছিলো। দরজা-জানলা ভেতর থেকে সব বন্ধই ছিলো, কিন্তু সকালে উঠে লোকটাকে আর কোথাও পাওয়া যায়নি। সেই থেকেই ও নাকি ওই ওপরের ঘরটাতেই রয়েছে।'

কোনো কথা না বলে ডিক ভারাক্রান্ত মনে চাকরটাকে অনুসরণ করলো।

দুই / ফাঁদ

সারাটা বিকেল ডিকের নানান কাজ আর প্রহরীদের তদারক করতে করতেই কেটে গেলো। কিন্তু ছাদের ওপর থেকে মোট-হাউসের আশেপাশে শত্রুদের কোথাও কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। দেখতে দেখতে বিকেলের ক্লান্ত সূর্যটা একসময়ে পশ্চিমের অরণ্যের আড়ালে ডুবে গেলো। সন্ধ্যে ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক জুড়ে আঁধার নেমে এলো। ডিক কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আজ সারাটা দিনের ঘটনা আর জন ম্যাচামের কথা ভুলতে পারলো না।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর একটা আলো নিয়ে ডিক সিঁড়ি ভেঙে ওপরের তলায় তার নতুন ঘরটাতে চলে এলো।

ঘরটা মোট-হাউসের একেবারে শেষ প্রান্তে। নিচু আর অন্ধকার হলেও ঘরটা বেশ বড়। মোটা মোটা গরাদওয়ালা জানলা দিয়ে নিচের 'গড়টা স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের একপাশে বেশ ভারি আর চমৎকার একটা খাট, তাতে নরম শয্যা পাতা। দেওয়ালের গায়ে গায়ে বড় বড় সব কাঠের আলমারি। প্রত্যেকটাতেই তালাচাবি দেওয়া আর ভারি কালো পরদা দিয়ে আড়াল করা। ডিক সবকটা পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখলো, আলমারির গায়ে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করলো কোনোটা খালি আছে কিনা। একটা ব্যাপারে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, ঘরের দরজাটা খুব মজবুত আর খিলটাও বেশ ভারি।

আলোটাকে একটা হুকে টাঙিয়ে দিয়ে, বিছানার এক প্রান্তে বসে ডিক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলো—তাকে এই ঘরটাতে আনা হলো কেন? আগের ঘরটার চাইতে এই ঘরটা তো আরও বড় আর সুন্দর। এই ঘরটায় কোনো ফাঁদ পাতা আছে নাকি, কিংবা কোনো গুপ্ত দরজা? সত্যিই কি ঘরখানা ভূতের? কথাটা ভাবতেই তার গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে এলো।

ঠিক মাথার ওপরের ছাদে প্রহরীদের ভারি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পায়ের নিচে গির্জার খিলানওয়ালা ছাদ। আর নিচের হলঘরটা গির্জার ঠিক পাশেই। নিশ্চয়ই হলঘরটার সঙ্গে এই ঘরখানার গুপ্তপথে কোনো যোগাযোগ আছে। হলঘরে দেওয়ালের ওপর থেকে যে চোখ দুটো তাকে লক্ষ্য করছিলো, সেটা থেকেই এই গুপ্তপথের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়া খুব একটা অযৌক্তিক নয়। অবশ্য এমনও হতে পারে, এই ঘরটার সঙ্গে গুপ্তপথে হয়তো গির্জার কোনো যোগাযোগ আছে।

ডিক মনে মনে ভাবলো এ ঘরে তার ঘুম আসবে না, আর ঘুমোনোটাও বুদ্ধি-মানের কাজ হবে না। তাই অস্ত্র হাতে দরজার পাশের কোণটাতে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যদি মরতেই হয়, মেরে তবে মরবে।

মাথার ওপরে ভারি পায়ের শব্দ আর প্রহরীদের হাঁক শোনা যাচ্ছে। এরই ফাঁকে এক সময়ে ডিক হঠাৎ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা ক্রমশই জোরে হয়ে উঠছে আর সেই সঙ্গে কে যেন ফিসফিস করে বলছে ঃ

'ডিক ! ডিক, আমি…দরজা খোলো !'

ডিক তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিতেই জন ম্যাচাম ভেতরে ঢুকলো। মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তার এক হাতে আলো, অন্য হাতে একটা ছোরা।

ভেতরে ঢুকেই জন চুপিচুপি বললো, 'দরজাটা শীগগির বন্ধ করে দাও ডিক ! বাড়িটা একেবারে গুপ্তচরে ভরা।'

দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর ডিক বললো, 'ভয় নেই জন, সেই তুলনায় এই জায়গাটাকে অনেকটা নিরাপদ বলতে পারো। সত্যিই, তোমাকে দেখে আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ওরা বোধহয় মেরে ফেলেছে। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?'

'ওসব কথা এখন থাক, ডিক। আমাদের তুজনের যে আবার দেখা হয়েছে এটাই বড় কথা। কাল কি কাণ্ডটা ঘটবে, তুমি কিছু জানো ?'

'কই, না তো ! কেন, কাল কি ঘটবে ?'

'কাল কিংবা আজ রাতে ওরা তোমাকে খুন করার মতলব এঁটেছে, ডিক। শুধু প্রমাণ নয়, আমি নিজে কানে ওদের বলাবলি করতে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, আমিও অবশ্য কিছুটা অনুমান করতে পারছি।'

ডিক তখন সারাদিনের সমস্ত ঘটনা ওকে বললো, তারপর তুজনে মিলে ঘরখানা খুব ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখলো।

জন বললো, 'কোনো গুপ্তপথ দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে এ ঘরে আসার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো গুপ্ত দরজা আছে। না, ডিক, এখন দেখছি তোমাকে মরতেই হবে। তবে আমিও তোমার সঙ্গে মরবো। আর যদি কোনো ভাবে সুযোগ পাই, তোমার সঙ্গে পালাবো !'

'এখন দেখছি তুমি সত্যিই সাহসী ! তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম, জন। তবে এখান থেকে পালানোর আমি কিন্তু কোনো উপায় দেখছি না। শুধু একটাই মাত্র পথ খোলা আছে—শুনেছি কাল ওপরতলার কোনো একটা জানলা দিয়ে এক-

জন দূত স্যার ড্যানিয়েলের চিঠি নিয়ে দড়ির সাহায্যে নিচে নেমে গিয়েছিলো। সেই জানলাটা যদি খুঁজে পাওয়া যায় আর দড়িটা যদি এখনও বাঁধা থাকে, তাহলে সেটাই হবে আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়।'

'চুপ!' ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে জন ইশারা করলো।

দুজনে কান পেতে শুনলো। মেঝের নিচে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা একবার থামলো, তারপর আবার শোনা গেলো।

জন বললো, 'নিচের তলায় কে যেন চলে বেড়াচ্ছে!'

'না, নিচের তলায় কোনো ঘর নেই,' ডিক বললো। 'আমরা এখন রয়েছি গির্জার ঠিক ওপরে। গুপ্তপথে ওটা আমার ঘাতকের পায়ের শব্দ। ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও। আজ আমি ওকে শেষ করে ছাড়বো!' ডিক দাঁতে দাঁত ঘষলো।

জন ফিসফিসিয়ে বললো, 'আলোটা নিভিয়ে দাও।'

দুটো আলোই নিভিয়ে দিয়ে দুজনে একেবারে মড়ার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। যদিও মেঝের নিচের শব্দটা খুবই অস্পষ্ট, তবু তা বেশ ভালোই শোনা যাচ্ছিলো। শব্দটা বারকয়েক যাওয়া-আসা করলো। তারপর একসময়ে শোনা গেলো চাবি ঘোরানোর আওয়াজ, পরক্ষণেই আবার সব চুপচাপ।

একটু পরে আবার শোনা গেলো সেই অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। তারপর হঠাৎ দূরের দিকের একটা কোণে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেলো আলোর চওড়া একটা রেখা। রেখাটা ক্রমশই বড় হতে লাগলো। উজ্জ্বল আলোয় ওরা দেখলো, বলিষ্ঠ একটা হাত আস্তে আস্তে ভারি একটা কাঠের পাল্লাকে ওপর দিকে ঠেলে তুলছে। ডিক ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো, মাথাটা দেখা গেলেই তীর চালাবে।

কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়লো। মোট-হাউসের সবচেয়ে দূরের কোণ থেকে কেমন যেন একটা গোলমাল আর চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা গেলো। প্রথমে একজন, পরে অনেকেরই গলা শোনা গেলো। তারা যেন কার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে।

যে ঘাতকটা চুপিচুপি ওদের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলো, গোলমাল শুনে সে তাড়াতাড়ি পাল্লাটাকে নামিয়ে রেখে ফিরে গেলো। ওরা শুনতে পেলো তার দ্রুত পায়ের শব্দ একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ততক্ষণে মোট-হাউসের চারদিকে শুরু হয়ে গেছে একটা হুলস্থুল কাণ্ড—দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচি, দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে স্যার ড্যানিয়েলের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর : 'জোয়ান! জোয়ান! জোয়ানা!'

রীতিমতো অবাক হয়েই ডিক বললো, 'জোয়ানা! সে আবার কে? ওই নামে তো এখানে কেউ নেই! তাহলে এ সবের অর্থ কি?'

জন কোনো জবাব দিলো না, যেন সে একেবারে স্থবির হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ঘরের ভেতরে এসে পড়লেও, ওরা যে কোণটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানটা যেন গাঢ় অন্ধকারে মোড়া।

ডিক বললো, 'আমি জানি না এতদিন তুমি কোথায় ছিলে, সেখানে কি জোয়ানা বলে কাউকে দেখেছিলে?'

'না।'

'তুমি তার নাম শুনেছো?'

এখন উঠোন থেকে স্যার ড্যানিয়েলের কণ্ঠস্বর আরও জোরে শোনা যাচ্ছে: 'জোয়ান! জোয়ান! জোয়ানা!'

ডিক আবার জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, তুমি তার নামও শোনোনি?'

কাঁপা কাঁপা গলায় জন জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, নামটা শুনেছি…'

'কি হলো, তোমার গলার স্বর এমন কাঁপছে কেন? যাগ্‌গে, অবশ্য একটা সুবিধা হয়েছে। ওরা এখন জোয়ানাকে নিয়েই মত্ত থাকবে, আমাদের কথা ওদের আর মনে থাকবে না।'

'ডিক, আমার দফা শেষ! আমাদের দুজনকেই এবার মরতে হবে। এখনও সময় আছে; চলো ডিক, আমরা পালিয়ে যাই। আমাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা কিছুতেই শান্ত হবে না। কিংবা আমি ফিরে যাই, তুমি পালাও, ডিক। লক্ষ্মীটি ডিক, তুমি না কোরো না!'

অন্ধকারে সে যখন খিলটা হাতড়াচ্ছে, ডিক যেন তখন সম্বিৎ ফিরে পেলো। বিস্ময়ে আনন্দে ডিক অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। 'আরে জন, তুমিই জোয়ানা! হা ভগবান, এত দিন তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি! তাহলে তুমিই সেই মেয়েটা, জোয়ানা সেডলে, আমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হয়েছিলো?'

জোয়ানা কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না, নতমুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ডিক বললো, 'জোয়ানা, একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, আর আমিও তোমাকে বাদায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আমরা দুজনেই অনেক রক্তপাত দেখেছি। দুজনে কখনও বন্ধু হয়েছি, কখনও বা শত্রু। কিন্তু তোমার কথা আমার সব সময়েই মনে পড়েছে। এখন আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মরার

আগে বলে যেতে চাই—তুমি সত্যিই খুব ভালো আর সাহসী মেয়ে। বেঁচে থাকলে আমি হয়তো তোমাকেই বিয়ে করতাম, কেননা তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

অশ্রুসজল চোখে জোয়ানা বললো, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ডিক।'

'তুমি কার কাছে আমার এই নতুন ঘরটার খবর পেলে ?'

'গুডি হ্যাচের কাছে। আমার এখানে আসার খবরটা একমাত্র ওই-ই জানে।'

'তাহলে আমার মনে হয় হাতে এখনও কিছুটা সময় পাবো। কেননা ও কাউকে বলবে বলে আমার মনে হয় না।'

কিন্তু ঠিক তখুনি, যেন ডিকের কথাগুলো শুনতে পেয়েই, দরজার ওপারে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেলো, তারপরেই দরজা ধাক্কানো আওয়াজ : 'দরজা খোলো ! মাস্টার ডিক, দরজা খোলো !'

ডিক সাড়া দিলো না, কিংবা সেখান থেকে নড়লোও না।

জোয়ানা ডিকের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, 'সব শেষ !'

দরজার বাইরে তখন একের পর এক লোক জমা হয়েছে। সবশেষে এলেন স্যার ড্যানিয়েল। বাইরের গোলমাল হঠাৎ থেমে গেলো।

উনি বললেন, 'ডিক, শোনো, বোকামি কোরো না। আমাদের চিৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। আমি জানি মেয়েটা তোমার ওখানে রয়েছে। দরজা খোলো।'

তবু ডিক কোনো সাড়া দিলো না।

এবার উনি হুকুম দিলেন, 'দরজা ভাঙো !'

তখন সবাই মিলে জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলো। কিন্তু অত লাথিতেও মজবুত দরজাটা এতটুকুও নড়লো না।

অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার ওদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হলো। প্রচণ্ড ধাক্কা-ধাক্কির মাঝেই হঠাৎ প্রহরীদের হাঁকডাক শোনা গেলো। প্রথমে একজন, পরে আরও অনেকের। দেখতে দেখতে প্রাচীর আর ছাদের ওপরের প্রহরীদের হাঁকডাকে সারা দুর্গ ভরে উঠলো। এমন কি বনের মধ্যে থেকেও প্রহরীদের সেই হাঁকের জবাব ফিরে এলো। এখান থেকে মনে হলো কালো তীরের দল দুর্গ আক্রমণ করেছে !

ডিককে ছেড়ে স্যার ড্যানিয়েল তাঁর দলবল নিয়ে তখুনি ছুটলেন প্রাচীর রক্ষা করতে।

'যাক, আপাতত বাঁচা গেলো !' ডিক তাড়াতাড়ি এসে দু হাত দিয়ে খাটটা টানার চেষ্টা করলো, কিন্তু একটুও নড়াতে পারলো না। জোয়ানার দিকে ফিরে

বললো, 'দোহাই তোমার, আমাকে একটু সাহায্য করো, জোয়ানা।'

দুজনে বহু চেষ্টা করে, প্রাণপণ শক্তিতে ওক কাঠের প্রকাণ্ড খাটটাকে কোনো রকমে টানতে টানতে এনে দরজার সামনে আড়াআড়ি ভাবে রাখলো।

জোয়ানা বললো, 'এতে কোনো লাভ হবে না। ওরা আসবে ঐ ছোট দরজাটা দিয়ে।'

'না, ওই ছোট দরজাটার খবর অনেকেই জানে না। এটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে আমরা বরং ওই ছোট দরজাটা দিয়ে পালাবার একটা সুযোগ পাবো। কিন্তু এখন তো আর কোনো গোলমাল শুনতে পাচ্ছি না!'

সত্যিই তাই। এখন আর কোনো গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। আসলে কেউই দুর্গ আক্রমণ করেনি। রাইজিংহ্যামের পরাজয়ে স্যার ড্যানিয়েলের আর এক-দল পলাতক সৈন্য অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মোট-হাউসে এসে হাজির হয়েছে। প্রহরীরা তাদের চিনতে পেরে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। ওরা এখনও ঘোড়া থেকে নেমে সবাই আঙিনায় জড়ো হয়েছে।

ডিক বললো, 'চলো, আমরা ওই ছোট দরজাটার দিকে যাই।'

একটা আলো জেলে ওরা ঘরের সেই কোণটাতে গিয়ে দাঁড়ালো। যে পাল্লা-টার মধ্যে দিয়ে তখন আলো দেখা গিয়েছিলো, সেটা খুব সহজেই চোখে পড়লো। দেওয়াল থেকে ভারি একটা তরোয়াল পেড়ে নিয়ে পাল্লার ফাঁকের মধ্যে সবটা গলিয়ে দিয়ে জোরে চাপ দিতেই সেটা ওপরে উঠে গেলো। দুজনে দেখলো কয়েকটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে আর সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপে একটা আলো জ্বলছে, যেটাকে ডিকের গুপ্তঘাতকই ওই অবস্থায় ওখানে ফেলে রেখে গেছে।

ডিক বললো, 'আমার এই আলোটা নিয়ে তুমি আগে আগে যাও। আমি পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে তোমার পেছন পেছন যাচ্ছি।'

আলো হাতে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দুজনে যখন সন্তর্পণে নিচের দিকে নামছে, ওপরের ঘরের দরজায় তখন শোনা যাচ্ছে জোরে জোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ।

তিন / সুড়ঙ্গপথ

দুজনে সিঁড়ি ভেঙে কয়েক ধাপ নিচে নামার পরেই দেখা গেলো আর একটা দরজা। বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না, এটা সেই দরজা, খানিকক্ষণ আগে যার চাবি ঘোরানোর শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছিলো। দরজাটা তখনও খোলা রয়েছে। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে মাকড়শার জাল। মেঝের নিচেটা ফাঁপা। পায়ের সামান্যতম শব্দও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

দরজার ঠিক ওপার থেকেই দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। যেহেতু দুটোর কোনোটাই ডিকের জানা নয়, তাই যেটাতে তার মন চাইলো, সে সেই পথটাই ধরলো। জোয়ানা দ্রুত পায়ে ডিককে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো। পথটা গেছে গির্জার ছাদের ওপর দিয়ে। মাথার ওপরে তিমির পিঠের মতো বাঁকানো খিলান। পথটার শেষে দেখা গেলো কয়েকটা সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে ওরা নিচে নামলো। এবার পথটা আরও সরু হয়ে গেছে। পথটার এক পাশে পাথর, অন্য পাশে কাঠের দেওয়াল। কাঠের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে লোকের কথাবার্তা। যেতে যেতে ডিক এমন একটা জায়গায় এসে পড়লো, যেখানে কাঠের দেওয়ালে দেখা গেলো চোখের মাপের একটা গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে ডিক তাকিয়ে দেখলো—ওটা বড় হলঘরের সেই ভেতরটা, যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিলো আর এখন সেখানে বসে জনা ছয়েক লোক পানাহার সারছে। সম্ভবত একটু আগে এরাই দুর্গে এসে পৌঁচেছে।

ডিক বললো, 'এদিক দিয়ে চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। কেননা এই পথটা গ্যাছে ওপারের হলঘরের মধ্যে দিয়ে। ওখানে সৈন্যরা বসে খাচ্ছে। চলো, আমরা বরং অন্য পথটা একবার চেষ্টা করে দেখি।'

ওরা তখন ফিরে চললো সেই দরজাটার দিকে, যেখান থেকে অন্য একটা পথ গেছে উলটো দিকে। এই পথটা আবার এত সরু যে একটা লোকের পক্ষে কোনো রকমে যাওয়া সম্ভব। এর কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। ওরা যত এগিয়ে চলেছে পথটা ততই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। কোথায় চলেছে ডিক কিছুই বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে যেন ক্রমশই নিচের দিকে নেমে চলেছে। দু পাশের দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে আর পেছল। সামনের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে ইঁদুরের কিচকিচ আর ভয় পেয়ে ছুটে যাওয়া তাদের দুড়দাড় পায়ের শব্দ।

ডিক বললো, 'আমরা নিশ্চয়ই কোনো অন্ধকূপের মধ্যে এসে পড়েছি।'

জোয়ানা বললো, 'এখনও পর্যন্ত আমরা কিন্তু বেরুবার কোনো পথ খুঁজে পেলাম না।'

'তা ঠিক, তবে বেরুবার পথ নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে।'

এখন ওরা সংকীর্ণ গলিটার এমন একটা প্রান্তে এসে পৌছলো, যেখানে মোড় ঘুরতে দেখা গেলো কয়েকটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটার মাথায় দরজার পাল্লার মতো প্রকাণ্ড একটা পাথর বসানো। দুজনে অনেক ঠেলাঠেলি করলো, কিন্তু পাথরটাকে এক চুলও নড়াতে পারলো না।

ডিক বললো, 'নাঃ, কোনো উপায় নেই। মনে হচ্ছে ওপার থেকে পাথরটার গায়ে ভারি একটা কিছু চাপানো আছে। তার মানে ধরে নিতে হবে আমরা দুজনে এখানে বন্দী। এসো, এই সিঁড়িটার ওপরে বসে একটু গল্প করি। ওরা যখন একটু অন্যমনস্ক হবে, আমরা তখন ফিরে যাবো। হয়তো বা পালাবারও সুযোগ পাবো। তবে আমার নিজের ধারণা এই শেষ।'

'ডিক!' আর্তস্বরে জোয়ানা বলে উঠলো। 'কতদিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো! অথচ এমনই আমার কপাল যে আমারই জন্যে তোমাকে এই অন্ধ-কূপের মধ্যে এসে পড়তে হলো। সত্যিই আমি ভীষণ অকৃতজ্ঞ, ডিক।'

'না জোয়ানা, না; ও কথা বোলো না। কপালের লিখনকে কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। সুতরাং ও নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। বরং তোমার কথা আমাকে বলো।'

'তোমার মতো আমারও কেউ নেই, ডিক...বাবা-মা ভাই-বোন, কেউ না। লর্ড ফক্সহামই আমার প্রকৃত অভিভাবক। স্যার ড্যানিয়েল তাঁর চিরকালের শত্রু। আমার বিয়ে দিয়ে প্রচুর টাকা পাবার লোভেই উনি আমাকে চুরি করে এনেছেন। সে কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি, শুধু বলিনি যে আমি মেয়ে।'

'হ্যাঁ, জোয়ানা; আমি বুঝতেই পারিনি। ।'

'কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কি জানো, ডিক? কালই ওরা হ্যামলের সঙ্গে আমার বাগদানের ব্যবস্থা পাকা করবে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ডিক, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

'আমিও তাই, জোয়ানা। তুমি যে মেয়ে, সে কথা না জানা সত্ত্বেও, প্রথম থেকেই তোমার ওপর আমার খুব মায়া পড়ে গিয়েছিলো। এখানে আসার পর থেকে তোমার কথা আমি সব সময়েই ভাবতাম।'

'আঃ, ডিক...'

'চুপ! কে যেন এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

সত্যিই তাই। দূরে কার যেন ভারি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সংকীর্ণ গলিটাতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার পায়ের আওয়াজ। ইদুরগুলো চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

ডিক নিজেদের অবস্থাটা একবার ভালো করে দেখে নিলো। সিঁড়ির একটু আগে পথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই জায়গাটাই সবচেয়ে স্থবিধেজনক। দেওয়ালের আড়াল থেকে নিরাপদে লোকটার ওপর তীর চালাতে পারবে। তবে সবচেয়ে যেটা অস্থবিধে, আলোটা রয়েছে ওদের খুব কাছে। ডিক তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেলো এবং গলিটার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে রেখে আবার সিঁড়ির কাছে ফিরে এলো।

একটু পরে, গলিটার দূরের দিকের প্রান্তে তীরন্দাজ বেনেটকে দেখা গেলো। মনে হলো সে একাই আসছে। তার হাতে রয়েছে একটা জ্বলন্ত মশাল। সেই আলোতে লক্ষ্য স্থির করে তাকে তীর মারা খুব সোজা।

আর একটু এগিয়ে আসার পর ডিক গম্ভীর গলায় বললো, 'দাঁড়াও, বেনেট! আর এক পাও এগোলে তুমি কিন্তু মারা পড়বে।'

'ও, তুমি তাহলে এখানে!' সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বেনেট অন্ধকারে কি যেন দেখার চেষ্টা করলো। 'কিন্তু তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না? বাঃ, খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো তো, ডিক! আলোটা রেখেছো তোমার ঠিক আগে, যাতে এদিক থেকে কিছু দেখা না যায়। অবশ্য তুমি যদি আমাকেই মারার জন্যে কাজটা করে থাকো, তাহলে আমি সত্যিই খুব খুশি হবো, মনে মনে ভাববো আমার শিক্ষায় তোমার লাভ হয়েছে। কিন্তু তুমি এখানে কিসের মতলবে এসেছো? আর তোমার পুরোনো একজন বন্ধুকে মারবেই বা কেন? তোমার সঙ্গে কি সেই মেয়েটা আছে?'

'আমি তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেবো না, বেনেট। বরং আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো, তুমি তার জবাব দেবে। কেন আমার জীবন এমন বিপন্ন হলো? যাদের জীবনে আমি কখনও আঘাত করিনি, কেনই বা তারা আমাকে হত্যা করতে চায়?'

'মাস্টার ডিক, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম—তুমি নির্ভীক, কিন্তু অসম্ভব সরল।'

'এখন আমি বুঝতে পারছি বেনেট, তুমি সবই জানো। এবং এও বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবু আমি এখানেই থাকবো। যদি পারেন, স্যার

ড্যানিয়েল এসে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

একটু চুপ করে থেকে বেনেট হ্যাচও কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'সত্যি বলতে কি, তোমাকে খুঁজে বার করার জন্যে স্যার ড্যানিয়েলই আমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি কোথায় কি ভাবে আছো জানানোর জন্যেই আমি ওঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি নিতান্ত বোকা না হও, আশা করি আমরা ফিরে আসার আগেই এখান থেকে চলে যাবে।'

'চলে যাবো! কেমন করে? ওই ভারি পাথরটা আমি কিছুতেই সরাতে পারছি না।'

বেনেট বললো, 'ওদিকের ওই কোণাটায় হাত দিয়ে ছাখো কিছু পাও কি না। ওপরের লাল ঘরটায় এখনও নিচে নামার কাছিটা ঝুলছে। বিদায়, মাস্টার ডিক!'

মুক্তির আশায় ডিকের বুকখানা থরথর করে কেঁপে উঠলো। বেনেট পেছন ফিরতে না ফিরতেই সে তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে নিয়ে ওর নির্দেশমতো কাজ শুরু করে দিলো। চৌকো পাথরখানার পাশেই, দেওয়ালের গায়ে রয়েছে বেশ গভীর একটা কুলঙ্গী। হাত ঢুকিয়ে একটু হাতড়াতেই পাওয়া গেলো লোহার একটা ডাণ্ডা। সেটা ধরে ডিক খুব জোরে ওপরের দিকে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং করে একটা শব্দ হলো এবং চৌকা পাথরটা হঠাৎ একপাশে সরে গেলো।

সংকীর্ণ গলি থেকে বেরুবার পথটা এখন উন্মুক্ত। তুজনে মিলে সেই রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে এসে পড়লো পরিত্যক্ত একটা ঘরে। ঘরটায় কোথাও কোনো জানলা নেই, শুধু মাত্র একটা দরজা খোলা রয়েছে উঠোনের দিকে। উঠোনে তখন তু-তিনজন সহিস শেষে এসে পৌছোনো ঘোড়াগুলো ডলাই-মলাই করছে। দেওয়ালের গায়ে আংটায় বসানো রয়েছে তু-একটা মশাল। তারই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উঠোনের যা কিছু দৃশ্য।

চার / আবার অরণ্যে

পাছে সহিসরা দেখতে পায়, সেই ভয়ে ডিক তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিলো। তারপর অন্ধকার বারান্দা ধরে ওপরে ওঠার সিঁড়িটার দিকে দুজনে চুপি চুপি এগিয়ে চললো। ওপরে উঠে ছোট লাল ঘরটা খুঁজে পেতে ডিকের কোনো অসুবিধে হলো না। দেখলো জানলার ধারে সাবেকি আমলের ভারি একটা ওক্ কাঠের খাটের পায়ার সঙ্গে বেশ মোটা আর শক্ত একটা কাছি বাঁধা রয়েছে। দড়িটা তখনো খুলে নেওয়া হয়নি, শুধু তালগোল পাকানো অবস্থায় খাটের ওপর পড়ে রয়েছে।

ডিক তাড়াতাড়ি তালাটা তুলে নিয়ে কাছির খোলা মুখটা জানলা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলো। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। পাক খুলতে খুলতে কাছিটা নিচের দিকে নামছে তো নামছেই। স্তব্ধ বিস্ময়ে জোয়ানা ডিকের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও অনেকখানি কাছি ডিকের হাতে দেখে সে সভয়ে বলে উঠলো, 'এত নিচে! আমি নামতে পারবো না, ডিক। নিশ্চয়ই পড়ে যাবো।'

জোয়ানার ভয় পেয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে ডিক চমকে উঠলো, আর ঠিক তখনি ডিকের হাত থেকে কাছিটা ফসকে গিয়ে ঝপাং করে পড়লো গড়ের গভীর জলে। সঙ্গে সঙ্গে ছাদের ওপর থেকে প্রহরীদের ভারি গলার হাঁক শোনা গেলো:

'কে? কে যায়?'

'নাঃ, আর রক্ষে নেই! দড়ি ধরে চটপট নিচে নেমে পড়ো, জোয়ানা!'

জোয়ানা ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো। 'সত্যিই আমি পারবো না, ডিক।'

'তুমি যদি না পারো, আমিও পারবো না। আমি যে সাঁতার জানি না। তোমাকে ছাড়া গড়টা পার হবো কেমন করে?'

'সত্যিই আমি পারবো না, ডিক। শরীরে আমার আর একটুও শক্তি নেই।'

'বেশ, তাহলে আমরা দুজনেই মরবো!'

উত্তেজনার বশে মাটিতে পা ঠুকে ডিক চিৎকার করে উঠলো। আর তখনই বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেলো। চকিতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ডিক খিলটা লাগাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আগেই বলিষ্ঠ হাতে কে যেন কপাটে ধাক্কা দিয়ে তাকে মেঝেতে ছিটকে ফেলে দিলো। ডিক কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেলো, দেখলো জোয়ানা সেখানে অচৈতন্যের মতো পড়ে রয়েছে। ওকে তুলতে গেলো, কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না।

ইতিমধ্যে যারা দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলো, তারা ভেতরে ঢুকে ডিককে জাপটে ধরার চেষ্টা করলো। ডিক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলো, চকিতে জোয়ানার কিরীচখানা তুলে নিয়ে প্রথম লোকটার বুকে বসিয়ে দিলো। অন্যরা ভয় পেয়ে তফাতে সরে গেলো। বিশৃঙ্খলার সেই মুহূর্তে ডিক এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দু হাতে দড়িটা ধরে বাইরে ঝুলে পড়লো।

দড়িটার গায়ে গাঁট বাঁধা। তাতে নামার সুবিধে থাকলেও ডিক এত তাড়াহুড়ো করেছিলো যে দড়িটা তাকে নিয়ে শূন্যে ভীষণভাবে দুলতে লাগলো, অনভ্যাসের ফলে হাত দুটো ছেড়ে গেলো, মাথাটা ঠুকে গেলো রুক্ষ পাথরের দেওয়ালে।

শূন্যে পাক খেতে খেতে সে দ্রুত নিচের দিকে নামছে, কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে হিমেল বাতাস। পলকের জন্যে একবার তাকিয়ে দেখলো মাথার ওপরে তারা ভরা আকাশ, নিচে গড়ের অন্ধকার জলে নক্ষত্রের ছায়া পড়ে কাঁপছে। ঝড়ের বুকে শুকনো পাতার মতো ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাত ফস্‌কে সে সোজা গিয়ে পড়লো বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা জলে। অন্ধকারে শুধু একটা শব্দ শোনা গেলো—ঝপাং!

অথৈ জলে একবার ডুবেই সে যখন আবার ওপরে ভেসে উঠলো, দেখলো জলের মধ্যে কাছিটা তখনও দুলছে। চট করে একটা হাত বাড়িয়ে ওটাকে আঁকড়ে ধরতেই বুঝতে পারলো ওটা কাছি নয়, জলের ওপর নুয়ে পড়া একটা উইলোর ডাল। আসলে অত ওপর থেকে ছিটকে পড়ার সময় সে প্রায় গড়ের অন্য পারেই পৌঁছে গিয়েছিলো। দু হাতে ডালটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ডিক অন্য পারে পৌঁছনোর জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো।

হাঁফাতে হাঁফাতেই একবার সে ওপরে তাকিয়ে দেখলো—ছাদের কিনার ধরে সারি সারি মশাল জ্বলছে আর তারই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উৎসুক কতকগুলো মুখ। মুখগুলো এদিক ওদিক ঘুরছে, নিচে তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু অত ওপরের আলো নিচে পৌঁছোচ্ছে না বলে ওরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ডাল ধরে নিজের দেহটাকে জল থেকে খানিকটা ওপরে তুলে ডিক আপ্রাণ চেষ্টা করছে লাফিয়ে অন্য পারে পৌঁছোবার।

ওদিকে ওপারে যারা রয়েছে, তারা ডিককে দেখতে না পেলেও, জলের শব্দে অনুমান করতে পেরেছে ডিক এখন কোথায় রয়েছে এবং সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই তারা ছাদ থেকে এলোপাথাড়ি তীর ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তীরগুলো তার আশেপাশে জলে এসে পড়ছে ঠিক শিলাবৃষ্টির মতো। হঠাৎ ওপর

থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল নিচের দিকে ছুটে এলো এবং শূন্যের অন্ধকারকে চকিতে আলোকিত করে অন্য পারের কাদায় সোজা গেঁথে গেলো। ক্ষণিকের জন্যে চারপাশের অন্ধকার যেন আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

সৌভাগ্যবশত আলোর জন্যেই ডিক নিজের অবস্থানটা বুঝতে পেরে এক লাফে গড়ের অন্য পারে পৌছলো আর মশালটাও ঠিক তখুনি কাত হয়ে জলে পড়ে নিভে গেলো।

মুহূর্তের জন্যে হলেও, ওপরে যারা ছিলো তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। উইলোর ডাল ধরে অন্য পাড়ে লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে তারা ডিককে দেখতে পেয়েছিলো। লাফিয়ে পড়েই ডিক কিন্তু ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটতে শুরু করেছিলো। ডিক ছুটছে আর ডালপালার মধ্যে দিয়ে শাঁ শাঁ করে তীরও ছুটে আসছে, কোনোটাই তার গায়ে লাগছে না। তবু নিরাপদ দূরত্বে পৌছবার আগেই একটা তীর এসে বিঁধলো তার কাঁধে।

ডিকের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, তবু যন্ত্রণায় যেন তার শক্তি আরও বেড়ে গেলো। ঝোপঝাড় ভেঙে ডাঙায় উঠেই সে অন্ধকারে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলো।

কিছুটা যাবার পর এক সময়ে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো মোট-হাউসটা অনেক দূরে, তখনও ছাদের চারদিকে মশালের আলোগুলো এদিক ওদিক ঘুরছে।

আরও কিছুটা গিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। আহত, নিঃসঙ্গ—ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে, কপালটা ফুলে গেছে, হাত দুটো ছড়ে গেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা দেহ। তা সত্ত্বেও সে মুক্ত। শুধু একটাই দুঃখ—বেচারি জোয়ানা রয়েছে স্যার ড্যানিয়েলের কবলে। কিন্তু এর জন্যে ওদের দুজনের কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো ওকে সঙ্গে নিয়ে আসার। তবে এইটুকুই শুধু সান্ত্বনা—স্যার ড্যানিয়েল লোভী আর নিষ্ঠুর হলেও মেয়েদের ওপর তিনি কখনও অত্যাচার করবেন না। বড় জোর এমন হতে পারে, যৌতুকের মোহে নিজের পরিচিত বড়লোক কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জোয়ানার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারেন। 'ঠিক আছে, দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!' ডিক মনে মনে ভাবলো। 'তবে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ আমি নেবোই!'

একটু পরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে টলতে টলতে এগিয়ে চললো। ক্রমশই কাঁধের যন্ত্রণাটা বাড়ছে, গাঢ় হয়ে উঠছে অন্ধকার, মাথাটা ঝিমঝিম করছে,

জোয়ানার কথা ভেবে মনের মধ্যে কেবলই অস্বস্তি বোধ করছে। এমনিভাবে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে এমন একটা সময় এলো, যখন ডিক আর কিছুতেই নিজের ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারলো না। সেখানেই ঘাসের ওপর বসে মাথাটা একটা গুঁড়ির গায়ে হেলিয়ে দিলো এবং একটু পরেই সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো, বনের অন্ধকার তখনও ভালো করে কাটেনি, শুধু পুবের আকাশে রাঙা আলোর একটা ছোপ লাগতে শুরু করেছে। গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শোনা যাচ্ছে পাখপাখালির গান। ঘুম জড়ানো চোখেই ডিক গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে চুপটি করে বসে রইলো। সেই আধো জাগরণের মধ্যেই তার মনে হলো, সামনের দিকে, প্রায় শ খানেক গজ দূরে, গাছের ডালে কালো মতন কি যেন একটা দুলছে। প্রথমে সে কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর সে জিনিসটা চিনতে পারলো এবং তখনই তার ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেলো। দেখলো উঁচু ওক্ গাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা মানুষের মৃতদেহ। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে, হাত দুটো লেপ্‌টে রয়েছে দেহের সঙ্গে, পা দুটো একেবারে টান টান। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মৃতদেহটা বাতাসে দুলছে, কখনও বা ঘুরছে।

ভালো করে দেখবে বলে উঠতে গিয়ে ডিক টলে পড়লো। গাছের গুঁড়িটা ধরে সে কোনো রকমে টাল সামলে নিলো, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো মৃতদেহটার দিকে। কিছুটা যেতেই সে লোকটাকে চিনতে পারলো। লোকটা স্যার ড্যানিয়েলের দূত। পরশু রাত্রে যাকে উনি জরুরী একটা চিঠি দিয়ে লর্ড ওয়েন্সলেডেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যে লোকটা সেদিন দড়ি ধরে নীচে নেমেছিলো রাতের অন্ধকারে টানস্টলের অরণ্যটা পেরুবে বলে। কিন্তু কালো তীরের পাল্লায় পড়ে তার এই দশা ঘটেছে। চিঠি তখনও তার পায়ের নিচে পড়ে রয়েছে, সম্ভবত কেউ অন্ধকারে ওরা দেখতে পায়নি।

চিঠিটা সন্তর্পণে পকেটে রেখে দিয়ে, মৃত মানুষটার উদ্দেশ্যে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ডিক আবার চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুটা যাবার পর সে বুঝতে পারলো চলার ক্ষমতা আর নেই, যেন ক্লান্তিতে সারাটা শরীর ভেঙে আসতে চাইছে। তবু কিছুটা যায় আর একটু করে থামে। এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময়ে সে উঁচু সড়কে গিয়ে উঠলো, যেটা টানস্টল গ্রাম থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়।

ডিক সবে উঁচু সড়কটায় পা রেখেছে, এমন সময় বনের দিক থেকে কে যেন

হেঁকে উঠলো, 'দাঁড়াও!'

ডিক বললো, 'দাঁড়াবার আমার একটুও শক্তি নেই, পড়ে যাচ্ছি।'

সত্যিই সে আর দাঁড়াতে পারলো না; রাস্তার ওপরেই পড়ে গেলো।

আর ঠিক তখনই পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো সবুজ পোশাক পরা দুজন লোক। পিঠে লম্বা ধনুক আর তূণ, কোমরে কিরীচ।

দুজনের মধ্যে যে কম বয়েসী, বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার ললেস, এ যে দেখছি মাস্টার শেলটন?'

'আরে, তাই তো দেখছি!' ললেস ডিকের অচৈতন্য দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। 'এলিস একে পেলে সত্যিই খুব খুশি হবে।'

ছেলেটা বললো, 'কিন্তু এর কাঁধে দেখছি বেশ বড় একটা ক্ষত। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু এ কাজ করলো কে? আমাদের দলের কেউ যদি করে থাকে কর্তা তাহলে আর আস্ত রাখবে না।'

ললেস বললো, 'ছেলেটাকে আমার পিঠে তুলে দাও। তুমি এখানে থাকো।'

পিঠে তুলে দেবার পর ললেস একাই ডিককে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ছেলেটা পাশের ঝোপে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

বনের যে পথটা ধরে ললেস এগিয়ে চলেছে, তার কিছু দূর অন্তর অন্তরই প্রহরীরা সতর্ক হয়ে রয়েছে। সংকেতে তারা পরস্পরকে জানিয়ে দিচ্ছে—তাদেরই একজন সঙ্গী, ললেস আহত মাস্টার শেলটনকে এই পথে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বনের প্রায় শেষ প্রান্তে, টানস্টল গ্রামটা শুরু হওয়ার আগের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট একটা সরাইখানা। এলিস ডাকওয়ার্থ সেখানে বসে স্যার ড্যানিয়েলের প্রজাদের কাছ থেকে রসিদ দিয়ে খাজনা আদায় করছে। প্রজাদের মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাপারটাতে ওরা খুশি নয়, কেননা জমিদারকে ওদের আর এক-বার খাজনা দিতে হবে।

ডিককে নিয়ে ললেসের পৌঁছনোর খবর যখন এলিসের কানে গেলো, এলিস সঙ্গে সঙ্গে বাকি প্রজাদের বিদেয় করে ডিককে সরাইখানার একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো। ক্ষতস্থান ভালভাবে পরীক্ষা করে এলিস ঔষধি পাতার রস লাগিয়ে দিতে বললো এবং একটু সেবা-শুশ্রূষার পর ডিকের জ্ঞান ফিরে এলো।

ডিকের হাতটা জড়িয়ে ধরে এলিস বললো, 'বাবা ডিক, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি এখন তোমার বন্ধুদের মধ্যেই রয়েছো, যারা তোমার বাবাকে ভালো-বাসতো। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী, তেমন সৎ। তাঁর জন্যে এরা তোমাকেও

ভালোবাসে। আগে কিছু খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করো। তারপর তোমার কাছ থেকে সব শুনবো।'

একটানা অনেকক্ষণ ঘুমোনোর পর ডিক যখন বিছানায় উঠে বসলো, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, মনটাও অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। তুপুরে এসে এলিস আবার তার বিছানার পাশে বসলো এবং মৃত হ্যারি শেলটনের দোহাই দিয়ে টানস্টল মোট-হাউসের সমস্ত কথা জানানোর জন্যে ডিককে অনুরোধ করলো। এলিস ডাকওয়ার্থের রোদে-পোড়া বাদামী মুখ, পোড়-খাওয়া শক্ত চেহারা আর গভীর চোখ তুটোর মধ্যে এমন একটা নিবিড় আন্তরিকতা ছিলো যা প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ডিককে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তখন সে মোট-হাউস থেকে পালানো এবং জোয়ানার কথা—গত তুদিনে যা যা ঘটেছিলো সবই বললো।

'শোনো ডিক,' সব কথা শোনার পর এলিস বললো, 'তুমি তোমার বাবার সব চাইতে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর হাতে পড়েছো। জেনো, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! আর এটাও জেনে রাখো, ওই বিশ্বাসঘাতকটার দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

'আপনি কি মোট-হাউস আক্রমণ করবেন নাকি?' উদগ্রীব হয়েই ডিক জানতে চাইলো।

'পাগল হয়েছো!' এলিস হেসে উঠলো। 'ওঁর হাতে এখন অনেক লোক। সব সময়েই ওঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। যদিও তুমি, আমি, আমার সব লোক-জনেরা খুবই সাহসী, তবু ওভাবে আক্রমণ করে কোনো লাভ হবে না। বরং আমি ভেবেছি, লোকজন নিয়ে এই জঙ্গল থেকে সরে পড়বো। ওঁকে এখন আর একটুও বাধা দেবো না।'

ডিক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। 'তাহলে জোয়ানার কি হবে?'

'ও, সেই মেয়েটির! তোমার কোনো ভয় নেই, ডিক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় ছাড়া আর অন্য কারুর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না। কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি আছে। যতদিন পর্যন্ত না তা ঘটছে, আমরা ভোরের ছায়ার মতো এখান থেকে সরে যাবো। স্যার ড্যানিয়েল পুবে পশ্চিমে যেদিকেই তাকান না কেন, দেখবেন কোথাও কোনো শত্রু নেই; যাতে উনি ভাবতে পারেন—এতদিন যা দেখেছেন বা শুনেছেন, সে সবই রাতের বিশ্রী একটা তুঃস্বপ্ন। কিন্তু তোমার আর আমার চারটে চোখ সব সময়েই ওঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে, চারটে হাত শক্তিশালী করে তুলবে আমাদের তীরন্দাজ বাহিনীকে, যাতে ওরা সুযোগ বুঝে

বিশ্বাসঘাতক শয়তানটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

এর ঠিক দুদিন পরের ঘটনা, স্যার ড্যানিয়েল সামনে পেছনে চল্লিশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী নিয়ে টানস্টল গ্রামের মধ্যে দিয়ে বন পেরিয়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে চলে গেলেন। কোথাও কোনো বাধা পেলেন না, যেন এ বনটাতে কোনোদিনই শত্রু বলে কিছু ছিলো না। মাঝে শুধু একজন গ্রামবাসী জমিদারের একখানা চিঠি দিয়ে গেলো।

চিঠিখানা পাঠিয়েছে ডিক, সে লিখেছে :

"সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ আর নিষ্ঠুর জমিদার, স্যার ড্যানিয়েল বার্কলের জন্যে

আজ বুঝতে পারছি আপনিই আমার সব চাইতে বড় শত্রু। আমার পিতার যে রক্ত আপনার হাতে লেগে রয়েছে, তা কোনোদিনই মুছবে না। একদিন না একদিন আমি এর প্রতিশোধ নেবোই। আর একটা কথা মনে রাখবেন, যাকে আমি ভালোবাসি, সেই জোয়ানার যদি অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে দেন, তাহলে জানবেন দীর্ঘ একটা কালো তীর আপনার কবরে যাওয়ার পথটাকে আরও দ্রুত করে তুলবে।

রিচার্ড শেলটন।"

চিঠিখানা পড়ে স্যার ড্যানিয়েলের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

তৃতীয় পর্ব ঃ প্রতিশোধ

এক / ছদ্মবেশ

মোট- হাউস থেকে পালিয়ে রিচার্ড শেলটন যখন অরণ্যে জন অ্যামেণ্ড-অলের দলে আশ্রয় নিলো, তার কয়েক মাস পরের ঘটনা। এই কয়েক মাসে ইংল্যাণ্ডের ইতি-হাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে। সিংহাসন নিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার আর ইয়র্কিস্ট দলের মধ্যে যুদ্ধ তখনও থামেনি, বরং যে কোনোদিনই তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে। মৃত্যুর কবল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া পরাজিত ল্যাঙ্কাস্টা-রের দল আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এদের দলে রয়েছে আর্ল রাইজিংহ্যামের তিনশো সশস্ত্র সৈনিক, লর্ড সোরবির দুশো সশস্ত্র সৈনিক আর স্যার ড্যানিয়েলের বাছা-বাছা ষাটজন তীরন্দাজ। ইয়র্কিস্টদের দলে রয়েছেন জোয়ানা সেডলের অভি-ভাবক লর্ড ফক্সহ্যাম, লর্ড গ্লসেস্টার ওয়েন্সলেডেল।

টানস্টল অরণ্যের এক প্রান্তে, যেখানে হলিউড আর রাইজিংহ্যামে যাবার দুটো পথ একসঙ্গে মিশেছে, তার খুব কাছেই, পাহাড়ের ঢালুতে সেণ্ট ব্রিজস্ ক্রশ। সেণ্ট ব্রিজস্ ক্রশ পেরিয়ে, অরণ্য আর পাহাড় ঘেরা সমুদ্রের ধারের ছোট একটা শহর— সোরবি। টানস্টল থেকে সোরবি শহরটার দূরত্ব খুব বেশি হলে ন-দশ মাইল। এই শহরটাতেই ল্যাঙ্কেস্টার দলের সুদক্ষ সেনাপতিরা সব ভিড় করেছেন, আগামী দিনে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্যার ড্যানিয়েলও এখন সপরিবারে বাস করছেন সমুদ্রের ধারে নিজের বিশাল বাড়িটাতে। এখন তাঁর অবস্থা আবার ফিরে গেছে। ধন-সম্পদ আর প্রতিপত্তিতে তিনি লর্ড রাইজিংহ্যামের চাইতে কোনো অংশে কম যান না। যুদ্ধের চাইতে নিজের অবস্থা ফেরানোর ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ সব চাইতে বেশি এবং সেই জন্যে বৃদ্ধ লর্ড সোরবির সঙ্গে জোয়ানার বিয়ে দেবেন বলে ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

সোবরি শহরে, সমুদ্রের ধারে স্যার ড্যানিয়েলের বিশাল বাড়িটায় জোয়ানা সেডলে যে এখন বন্দী অবস্থায় রয়েছে, এ খবর ডিক অনেক আগেই পেয়েছিলো। কিন্তু যেভাবে সশস্ত্র প্রহরী সব সময় বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে, তাতে দিনে বা রাতে আক্রমণ করে জোয়ানাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তবু ডিক আর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর দূর থেকে সারাক্ষণই বাড়িটাকে চোখে চোখে রেখেছে।

সেদিন, হাড় কাঁপানো শীতের এক বিকেলে, ডিক আর ললেস চলেছে বনের

মধ্যে দিয়ে। দুজনেই অসম্ভব ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত। একদিকে দমকা বাতাসের ঝাপটা ছুরির ফলার মতো এসে বিঁধছে চোখে-মুখে, অন্যদিকে অবিরাম ঝিরঝিরে তুষার-পাতে পথঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ঘর-বাড়ি গাছপালা সবই যেন ধপধপে সাদা একটা চাদরে ঢাকা রয়েছে। এ রকম একটা অবস্থায় বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলা খুবই বিপজ্জনক।

কিন্তু ললেসের সেদিকে যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে বন্য প্রকৃতির মানুষ। বনের প্রতিটা গাছ, প্রত্যেকটা ঝোপঝাড় তার চেনা। যেন গাছগুলোর কাছেই জিগেস করতে করতে সে তুষারে ঢাকা পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে।

বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইলখানেক পথ যাবার পর, যেখানে নানা দিক থেকে আসা কয়েকটা পথ এক জায়গায় মিশেছে, আর সেই মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া একটা ওক গাছ, সেই গাছটার নিচে ওরা দুজনে এসে দাঁড়ালো। মুগ্ধ বিস্ময়ে ললেস এমনভাবে চারদিকে তাকালো, যেন বহুকাল পর এই জায়গাটাতে আসতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'মাস্টার ডিক, আমি বড়লোক নই, ভদ্র-লোকও নই। সুতরাং আমার মতো বাউণ্ডুলে একটা লোকের বাড়িতে অতিথি হওয়ার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। তবু এই শীতে জমে যাওয়া শরীরটাকে যদি একটু চাঙ্গা করে নিতে চাও, আমি তোমাকে এক পেয়ালা মদ আর খানিকটা আগুন দিতে পারি।'

সউল্লাসে ডিক বলে উঠলো, 'তোফা! তোফা! এক পেয়ালা মদ আর খানিকটা আগুন পোয়াবার লোভে আমি এ বনের অনেকটা দূর পর্যন্তও যেতে রাজি আছি।'

'না না, তোমাকে বেশি দূরে কোথাও যেতে হবে না। আমাদের আস্তানাটা খুব কাছেই।'

কয়েক কদম এগিয়ে, ওক্ গাছটার ঠিক পিছনে যে ঘন ঝোপটা রয়েছে, তার ডালপালা সরাতেই দেখা গেলো খাড়া একটা গুহার মুখ। গুহামুখের অধিকাংশটাই তুষারে ঢেকে গেছে। আসলে বহুকাল আগে ঝড়ে প্রকাণ্ড একটা বীচ্ গাছ উপড়ে গিয়ে টিলার গায়ে এই গুহাটা সৃষ্টি করেছিলো। এখন চারপাশে যেন ঝোপঝাড়ের একটা প্রাচীর গুহাটিকে দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দিয়েছে।

তুষার ছাওয়া ঝোপটার ডালপালা সরিয়ে ললেসই প্রথম গুহার মধ্যে ঢুকলো। ডিক তাকে অনুসরণ করলো। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, গুহাটা বেশ বড় আর গরম। দেওয়ালগুলো আগুনের শিখায় পুড়ে কালো হয়ে গেছে। একপাশে গর্তের মধ্যে তৈরি করা একটা উনুন, অন্য পাশে ওক কাঠের মজবুত একটা সিন্দুক। ললেস

চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালালো। চট্‌পট্‌ শব্দে শুকনো ডালপালার উজ্জ্বল আলোয় গুহাটা চকিতে ভরে উঠলো। এখন ওটাকে সত্যিই একটা ঘরের মতো আরামপ্রদ মনে হচ্ছে।

আগুনের উত্তাপে দুজন হাত-পা সেঁকতে লাগলো।

ললেস বললো, 'মাস্টার ডিক, এটাই বাউণ্ডুলে ললেসের নিজস্ব আস্তানা। তুমি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবে না, চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমি প্রথম খনি অঞ্চলের একটা মঠে আশ্রয় নিই। ইচ্ছে ছিলো পাদরী হবো। কিন্তু একজায়গায় কিছুতেই মন টিকলো না। বছর দুয়েক বাদে একটা সোনার হার আর বাইবেলটা একজন বুড়ির কাছে সস্তায় বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম দেশ-ভ্রমণে। পায়ে হেঁটেই ঘুরলুম ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স বারগুণ্ডি স্পেন, আরও কত দেশ। একদল নাবিকের পাল্লায় পড়ে বেশ কয়েক বছর সমুদ্রেও ঘুরলুম। সমুদ্র আমার খুব ভালো লাগে, যেহেতু ওটা কারুর দেশ নয়। শেষে যখন আবার নিজের দেশে ফিরে এলুম, দেখলুম আমার ঘরবাড়ি বাবা মা ভাইবোন, নিজের বলতে আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই, তখন আমি এই অরণ্যে, কালো তীরের দলে আশ্রয় নিলুম। কিন্তু যখন যেখানেই থাকি না কেন, ঘুরে ফিরে আমি আবার এই আস্তানাটাতে ফিরে আসি। গ্রীষ্মের দিনে পাখিরা আমায় গান শোনায়, বর্ষায় বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ শুনি, শীতের দিনে শুকনো পাতা আর বসন্তে ফুলের পাপড়িগুলো ঝড়ে পড়ে আমার বিছানায়। এটাই আমার ঘর বাড়ি গির্জা বউ ছেলে মেয়ে সব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন এখানেই একটু শান্তিতে মরতে পারি।'

ডিক বললো, 'জায়গাটা সত্যিই ভারি চমৎকার। ভেতরটা যেমন গরম, তেমনি আরামদায়ক। বাইরে থেকে সহজে কারুর চোখেও পড়বে না।'

'আস্তানাটা কেউ যদি খুঁজে পায়, তাহলে সত্যিই আমার বুক ভেঙে যাবে। ওহো, তোমাকে তো আমার মদের ভাড়ারটা এখনও দেখানোই হয়নি।'

কথা বলতে বলতেই ললেস মেঝের বালি খুঁড়ে একটা চামড়ার ভিস্তি দেখালো। ভিস্তিটা প্রায় কাণায় কাণায় সুস্বাদু মদে ভর্তি। তা থেকে খানিকটা পান করে দুজনে অগুনের পাশে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরে কড়া মদ আর গনগনে আগুনে দুজনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

'শোনো মাস্টার ডিক,' এক সময়ে নীরবতা ভেঙে ললেসই প্রথম বলে উঠলো, 'আমার মনে হয়, মিছিমিছি আর সময় নষ্ট না করে এখনই মেয়েটাকে স্যার ড্যানিয়েলের কবল থেকে উদ্ধার করা উচিত।'

'সেটা তো আমিও বুঝি!' বিষণ্ণ স্বরে ডিক বললো। 'কিন্তু ষাটজন সশস্ত্র

প্রহরী যেভাবে সারাক্ষণ বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে, তাতে আক্রমণ করে জোয়ানাকে ওখান থেকে উদ্ধার করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। যুদ্ধ নিয়ে লর্ড ফক্সহ্যাম এমনই ব্যস্ত যে এ ব্যাপারে উনিও কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।'

'না না, ওভাবে সরাসরি আক্রমণ করে কোনো লাভ হবে না। মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেলে আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে।'

ডিক অবাক হয়ে গেলো। 'কেমন করে?'

'ছদ্মবেশে।'

'সেটা কি সম্ভব?'

'বুকে সাহস থাকলেই সম্ভব।'

গলায় ঝোলানো চাবিটা দিয়ে ললেস ওক্ কাঠের ভারি সিন্দুকটা খুললো, তারপর নানা টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে থেকে হাতড়ে বার করলো পাদরীদের দীর্ঘ সাদা দুটো পোশাক, কোমরে বাঁধার কালো গুছি, জপের মালা এবং আরও আনুষাঙ্গিক কয়েকটা জিনিস।

সঙ্গীর কাণ্ডকারখানা দেখে রিচার্ড শেলটন খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলো, তবু সে মুখে কিছু বলেনি। তার মনে হয়েছিলো হয়তো এই ভাবেই জোয়ানাকে শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে, বিশেষ করে দীর্ঘ পোশাকের আড়ালে যখন অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার একটা সুযোগ রয়েছে।

জিনিসপত্র সব বার করার পর ললেস বললো, 'এর একটা তুমি পরবে, আর একটা আমি পরবো। তোমাকে তো আগেই বলেছি, কয়েক বছর আমি একটা মঠে ছিলুম। সুতরাং ও বিদ্যেটা আমার বেশ ভালোই জানা আছে। পাদরীর ছদ্মবেশে আমাদের চট করে কেউ চিনতেও পারবে না।'

অধৈর্য হয়ে ডিক বলে উঠলো, 'তাহলে চলো ললেস, আমরা দুজনে বরং এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

'হ্যাঁ, মাস্টার ডিক, মিছিমিছি আর দেরি করে কোনো লাভ নেই। নাও, এটা পরে ফ্যালো।'

প্রায় পা পর্যন্ত এসে পৌঁছনো ধবধবে সাদা পোশাকটা ডিক পরে নিলো। ললেস আলগা করে তার কোমরে কালো গুছিটা বেঁধে দিলো, তারপর তার চোখে মুখে গালে রঙ আর পেনসিল দিয়ে আলতো করে বুলিয়ে দিলো, শেষে সিন্দুক থেকে ছোট একটা আয়না বার করে বললো, 'দ্যাখো তো, লোকটাকে এবার চেনা যায় কিনা!'

সত্যিই তাই, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে ডিক যেন নিজেই চিনতে পারছে না।

'সত্যি ললেস, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো !'

'আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোনো দরকার নেই মাস্টার ডিক। শুধু বুকে যদি একটু সাহস রাখতে পারো তাহলেই আমি খুশি হবো।'

ললেসও তার সাজ-পোশাক শেষ করে নিলো এবং সবশেষে দীর্ঘ আলখাল্লার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো কয়েকটা কালো তীর।

ডিক অবাক হয়ে জিগেস করলো 'ধনুক নেই, শুধু তীর দিয়ে কি হবে ?'

ললেস হাসতে হাসতে বললো 'ভুলে যাচ্ছো কেন মাস্টার ডিক, এগুলো আমাদের দলের চিহ্ন, তাই সঙ্গে নিলুম।'

গুহা থেকে বেরিয়ে দুজনে যখন পাতা ঝরে যাওয়া ওক্ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা না হেসে পারলো না।

পশ্চিমের আকাশ রাঙিয়ে বেলাশেষের সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। এবার আর বনের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, বনের ধার দিয়ে ধার দিয়ে যে উঁচু সড়কটা সোরাবির দিকে গেছে, ওরা সেই পথ ধরলো। কখনও চাষীদের পর্ণকুটির কখনও বা খামার বাড়ির পাশ দিয়েই ওদেরকে যেতে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা পথ যাবার পর, হঠাৎ ললেস একটা গোলাবাড়ির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর কি ভেবে ডিককে বললো, 'ব্রাদার মার্টিন, স্যার ড্যানিয়েলের হাড়কাঠে মাথা গলাবার আগে, চলো আমাদের ছদ্মবেশটা একবার পরীক্ষা করিয়ে আসি।'

এই বলে সে একটা গোলাবাড়ির জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ভেতরটা দেখে নিলো, তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ডিকও চললো তার পেছন পেছন।

বড় একটা টেবিল ঘিরে তাদেরই দলের তিনজন লোক গোগ্রাসে গিলছে। কাঠের টেবিলটার ওপর গাঁথা রয়েছে একখানা ছোরা। খেতে খেতে তারা বাড়ির লোকজনদের দিকে এমন রুক্ষভাবে তাকাচ্ছে যেন জোর করে সেখানে অতিথি হয়েছে। পাদরী দুজনকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে তারা তিনজনেই বিরক্তভাবে তাকালো। জন ক্যাপার তো ক্রুদ্ধস্বরেই বলে উঠলো, 'না না, আমরা ভিখিরি-টিখিরিদের একদম পছন্দ করি না !'

কিন্তু ওদেরই একজন বললো, 'ভাখো, আমাদের গায়ে জোর আছে বলে লোকের কেড়ে খাচ্ছি, আর ওরা দুর্বল বলে চাইতে এসেছে। কিন্তু এমনও তো একটা দিন আসতে পারে, যেদিন ঠিক এর উল্টোটা হবে।' তারপর পাদরীদের উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমরা কিন্তু ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। এসো, আমার

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু আশীর্বাদ করে যাও।'

ললেস বললো, 'একজন সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের মতো নিচু মনের মানুষদের সঙ্গে আমি কিছুতেই এক জায়গায় বসে খেতে পারি না। এবং আমার ভাগ্যে কখনও যেন তেমনটা না ঘটে। তবে পাপী মানুষদের জন্যে সত্যিই আমার খুব দুঃখ হয়। তোমাদের আত্মার সদ্গতির জন্যে আমি আশীর্বাদপূত পবিত্র একটা চিহ্ন রেখে যাচ্ছি। এটাকে তোমরা সযত্নে রেখে দিও।'

কথাটা বলেই ললেস আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা কালো তীর বার করে টেবিলটার ওপর ছুঁড়ে দিলো এবং সঙ্গীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই ডিকের হাত ধরে বাইরের তুষারপাত আর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

যেতে যেতে ললেস বললো, 'বুঝলে মাস্টার ডিক, নিজেদের দলের লোকই যখন আমাদের মুখগুলো চিনতে পারেনি, তখন আমরা নির্ভয়ে যেখানে খুশি যেতে পারি।'

'তাহলে চলো, আজ রাতটা সোরবির কোনো সরাইখানায় কাটিয়ে, কালই আমরা সমুদ্রের ধারের সেই বাড়িটাতে হানা দিই।'

দুই / শত্রুপুরী

সোরবিতে সমুদ্রের ধারে স্যার ড্যানিয়েলের বাড়িটা বেশ বড়। চারপাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা ফল আর ফুলের বাগান। চত্তরের মধ্যে উঁচু চূড়াওয়ালা নিজস্ব একটা গির্জাও রয়েছে। সামনে অনেকখানি ঘাসে ছাওয়া সবুজ আঙিনা। বাড়িটার ভেতরে বাইরে সব সময়েই সশস্ত্র প্রহরীরা সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

কি যেন একটা উৎসব উপলক্ষে আজ জমিদার বাড়িতে প্রচুর অতিথি সমাগম হয়েছে। এদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে দালাল বণিক বাজিকর গায়ক যাজক মুসাফির প্রভৃতি নানা ধরনের মানুষের ভিড়ে অতিথিশালাটা একেবারে উপছে উঠছে। সবাইকেই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, লম্বা টেবিলটা ঘিরে অনেকে খাচ্ছে, কেউ কেউ গল্পগুজব করছে কিংবা দাবা খেলছে, কেউবা আবার শুধু মেঝের ওপরই খড়-বিছানো শয্যাতে মাতাল অবস্থায় গড়াচ্ছে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ। আসলে নিজের সৌভাগ্য আর সামাজিক প্রতিপত্তির লোভে স্যার ড্যানিয়েল লর্ড সোরবি, এমন কি লর্ড রাইজিংহামকেও টেক্কা দেবার চেষ্টা করছেন।

বাইরে তখনও তুষার পড়ছে আর সমুদ্রের দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে আসছে। অতিথিশালায় দুজন পাদরি এসে যখন আগুনে হাত সেঁকতে বসলো, তখন বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে। সৈনিক থেকে শুরু করে বাউণ্ডুলে মুসাফির পর্যন্ত নানা ধরনের লোক তাদেরকে ঘিরে ধরলো। ললেস ওদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দিলো আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব গ্রাম্য রসিকতা করতে লাগলো যে দেখতে দেখতে তাদের চারপাশে বেশ ভিড় জমে উঠলো। ডিক কিন্তু কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুনে গেলেও, চোখ কান খোলা রেখে সতর্ক নজর রাখতে লাগলো চারদিকে, বিশেষ করে বাড়ির প্রবেশ পথটার দিকে।

হঠাৎ এক সময়ে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ফটকের বাইরে। দেখলো ছোট খাটো একটা মিছিল ফটক পেরিয়ে আসছে আঙিনার দিকে। মিছিলের মাঝখানে রয়েছে লোমের সুন্দর পোশাকপরা দুজন মহিলা, সামনে দুজন পরিচারিকা, পেছনে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চারজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। ডিক চিনতে পারলো, মহিলাদের মধ্যে যিনি বয়স্ক, উনি লেডি ড্যানিয়েল এবং অন্যজন, মুখটা ভালো করে দেখতে না পেলেও অনুমানে বুঝতে পারলো—নিশ্চয়ই জোয়ানা।

ডিক দেখলো আঙিনা পেরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকলো। সেও সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করলো। দেহরক্ষীরা ভেতরে গেলো না, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু পাদরী দেখে ওরা আর ডিককে বাধা দিলো না। ডিক যখন ভেতরে ঢুকলো, মহিলারা তখন ঝকঝকে পালিস করা ওক কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। ডিকও ওদের পেছন পেছন চললো। ঘরের ভেতরে তখন সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে। সিঁড়ির প্রতিটা বাঁকে আর দরজার মাথায় মাথায় আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনতলায় ওঠার পর, লেডি বার্কলে এবং একজন পরিচারিকা পাশের বারান্দার দিকে বেঁকে গেলো। অন্য মহিলা আর একজন পরিচারিকা তখনও সিঁড়ি ভেঙে ওপরের তলায় উঠছে ; ডিকও গম্ভীর মুখে, চোখের পাতা নামিয়ে নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করছে। মহিলাদের কেউ ডিককে লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না। চার তলায় উঠে মহিলাটি অন্যদিকে বেঁকে যাবার পর ডিক চকিতে এগিয়ে এসে পেছন থেকে পরিচারিকার কাঁধে হাত রাখলো।

মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে দ্রুত পেছন ফিরে তাকালো। অপ্রত্যাশিতভাবে তরুণ পাদরীটিকে দেখে পরিচারিকাটি এমনই অবাক হয়ে গেছে যে ঠিক সেই মুহূর্তে কোনো কথা কইতে পারলো না।

ডিক দেখলো এই একমাত্র সুযোগ, মেয়েটির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললো, 'আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, ম্যাডাম…'

'কিন্তু আপনি কে ? এখানে কেন এসেছেন ?'

'আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করবো বলে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, ম্যাডাম।'

ডিকের কথায় পরিচারিকা খুবই অবাক হয়ে গেলো।

'আমার সঙ্গে ! আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

'না ম্যাডাম, আমি একটুও ভুল করিনি, আপনি কুমারী জোয়ানার সেডলের সহচরী।'

'কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না ?'

'আমার নাম রিচার্ড শেলটন। সবাই আমাকে ডিক বলেই ডাকে।'

'ও, এবার আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি ! আপনিই তো একদিন কোমরের বেল্ট খুলে দিদিমণিকে মারতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু যেভাবেই হোক, আমি জোয়ানার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই…'

'চুপ, এদিকে কে যেন আসছে মনে হচ্ছে!' ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা করে পরিচারিকা কান খাড়া করে এদিক ওদিক তাকালো, তারপর ডিকের হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরটাতে নিয়ে এলো। 'এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি দিদিমণিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু খুব সাবধান, মনে রাখবেন—আপনার আমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে।'

পরিচারিকাটি চলে যেতেই ডিকের বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগলো। অন্ধকারে কান খাড়া করে সে পাশের ঘরে অস্পষ্ট একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো, যেন কেউ চলাফেরা করছে। খুব কাছেই কোথাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দও শুনতে পেলো। এখানকার সবকিছু তার কাছে কেমন অদ্ভুত আর রহস্যময় মনে হচ্ছে এবং সে যে এখন মৃত্যুর ফাঁদে পা দিয়েছে, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ রইলো না।

নিটোল সেই নীরবতার মুহূর্তে ডিক দ্রুত একটা পায়ের শব্দ আর ঘাঘরার খস-খস আওয়াজ শুনতে পেলো। পরক্ষণেই পাশের ঘরের দরজা খুলে, দেওয়ালের ভারি পরদা সরিয়ে জোয়ানা সেডলে ভেতরে প্রবেশ করলো। হাতের আলোটা একটু ওপরে তুলে ও ঘরের চারিদিকে তাকালো।

সেই মুহূর্তে ডিক উইলো চারার মতো লম্বা, ছিপছিপে চেহারার তরুণীটিকে চিনতে পারলো না। কিশোর জন ম্যাচামের সঙ্গেও ওর কোনো মিল নেই।

আলোয় তরুণ পাদরিটিকে দেখে জোয়ানা বললো, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন? নিশ্চয়ই আপনাকে কেউ ভুল পথ দেখিয়েছে। আপনি কাকে চান?'

ধরে আসা গলায় ডিক বললো, 'জোয়ানা! জোয়ানা, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না! তুমি কি আমার কথা ভুলে গ্যাছো?'

'ডিক, তুমি!' অস্ফুট বিস্ময়ে জোয়ানা বলে উঠলো।

দেওয়ালের গায়ে আলোটা ঝুলিয়ে রেখে জোয়ানা ডিককে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো। 'আঃ, ডিক, সত্যিই আমি তোমাকে চিনতে পারিনি! কিন্তু এখন আমার আর কোনো উপায় নেই। বুড়ো সোরবির সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই। এ বিয়ে আর কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না।'

'কবে?'

'কাল দুপুরে।'

সেই মুহূর্তে ডিক কোনো জবাব দিতে পারলো না।

জোয়ানা বললো, 'সত্যিই আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, ডিক। তবু বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখের জল সব শেষ হয়ে গ্যাছে। সকালের আগে যদি এ বাড়ি থেকে শুধু

একটিবারের জন্যে পালিয়ে যেতে পারতাম…'

জোয়ানার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ডিক বললো, 'যেভাবে হোক, আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবোই, জোয়ানা।'

'কিন্তু কেমন করে ?'

'তা আমি জানি না। তবে বেঁচে যখন আছি, আশাও আছে। তোমার চাইতে রূপসী মেয়ে সারা ইংল্যাণ্ডে আর একজনও দেখিনি। এই তোমার হাত ধরে শপথ করছি, যেভাবে হোক কাল দুপুরের আগেই আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবো। নইলে তোমার পায়ে নিজের জীবনকে বিসর্জন দেবো।'

'না, ডিক না, লক্ষ্মীটি, ও কথা বোলো না!' ডিকের চোখে চোখ রেখে কাতর স্বরে মিনতি করলো জোয়ানা।

এমন সময় সেই পরিচারিকাটি দ্রুত প্যায়ে ফিরে এসে বললো, 'কি ব্যাপার, তোমাদের এখনও কথা বলা হয়নি ? ওদিকে যে খাবার সময় হয়ে গ্যাছে।'

জোয়ানা বললো, 'ও, তাই তো! আমার একদমই মনে ছিলো না।'

বাড়ির ভেতরে তখন সত্যিই খাবার ঘণ্টা বাজছে।

ডিক বললো, 'তুমি খেয়ে এসো। আমি ততক্ষণ এখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকি।'

পরিচারিকা তখন পরদার আড়ালে ভালো একটা জায়গায় ডিককে লুকিয়ে রেখে জোয়ানাকে নিয়ে নিচে নেমে গেলো।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। পরদার আড়ালে ডিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিচের তলায় খাবার ঘর থেকে মেয়েলি হাসি আর অস্পষ্ট দু-একটা টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। ওপর তলাটা একেবারে ফাঁকা, কোথাও কোনো শব্দ নেই। পরদার আড়ালে লুকোনোর পর খুব বেশি সময় কাটেনি, হঠাৎ ডিক শুনতে পেলো কে যেন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আসছে। পরদার ফুটোয় চোখ রেখে ডিক কান খাড়া করে রাখলো। একটু পরেই দেখতে পেলো আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে বেঁটে মতন একটা লোক ঘরে ঢুকলো। যাতে ভালো ভাবে শুনতে পায়, যেন সেই জন্যে মুখটাকে হাঁ করে রেখে সে খুব সন্তর্পণে চারদিকে তাকালো, তারপর ঝোলানো পরদায় ঘা দিতে দিতে সারা ঘর ঘুরে বেড়ালো। বলতে গেলে এক রকম অবিশ্বাস্য ভাবেই লোকটা ডিককে দেখতে পেলো না। ঘরটাতে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই ছিলো ন', তবু লোকটা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে লোকটা যে বেশ হতাশ হয়েছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেলো। তবু আর একবার ঘরখানা ভালো করে দেখে নিয়ে সে যখন ফিরে

যাবে, হঠাৎ মেঝেতে কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখে সে থমকে গেলো। গালচের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে সেটা তুলে নিয়ে মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর যেন অসম্ভব খুশিতে চলকে উঠে কোমর থেকে থলিটা খুলে নিয়ে তার মধ্যে জিনিসটা রেখে দিলো।

জিনিসটা চোখে পড়তেই ডিকের মন দমে গেলো। ওটা তার কোমরের সেই কালো গুছিটা, কখন খুলে মেঝেতে পড়েছিলো সে খেয়ালই করেনি। ডিক বুঝতে পারলো লোকটা চাকর-বাকর নয়, নিশ্চয়ই কোনো গুপ্তচর। জিনিসটা এখুনি নিয়ে গিয়ে মনিবকে দেবে আর তারও দফারফা হয়ে যাবে। ডিকের ইচ্ছে হলো পরদা সরিয়ে এখুনি লোকটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার কোমরের থলি থেকে গুছিটা কেড়ে নেয়। লাফিয়ে পড়বে কি না ডিক সবে যখন ভাবছে, হঠাৎ 'তখন আর এক বিপদ দেখা দিলো। মাতালদের মতো রুক্ষ হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। এখন বারান্দায় তার অসম ভারি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কণ্ঠস্বর শুনে ডিক বুঝতে পারলো, মাতাল তারই সঙ্গী, ললেস রাতে শোবার জন্যে বোধহয় কোনো জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, নেশায় ও এমনই বুঁদ হয়ে রয়েছে যে খেয়াল নেই এটা শত্রুপুরী! অসম্ভব রাগে ডিক তখন কাঁপতে লাগলো। এদিকে গুপ্তচরটা অচেনা একটা লোকের গলা শুনে প্রথমটায় খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু পরে লোকটা যে মাতাল সে কথা বুঝতে পেরে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চট করে পরদার আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কি করা উচিত ডিক বুঝে উঠতে পারলো না। সে যদি এই রাতটার জন্যে ললেসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না রাখে, তাহলে তার একার পক্ষে জোয়ানাকে হয়তো এখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আবার উলটো দিকে, সে যদি এখন তার মাতাল সঙ্গীটাকে সাবধান করে দিতে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই গুপ্তচরটার নজরে পড়বে। কেননা ডিক সুনিশ্চিত, লোকটা দরজার খুব কাছেই কোথাও আছে এবং যদি তার নজরে পড়ে তাহলে ফলটা যে কি দাঁড়াবে, সে কথা ভাবতেই ডিক মনে মনে শিউরে উঠলো। অথচ মাতালটাকে সরাসরি সতর্ক না করে দেওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায়ও নেই।

চকিতে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে ডিক মনস্থির করে ফেললো এবং পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে হাত তুলে দাঁড়ালো। ইশারায় সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও ললেস সেই একইভাবে টলতে টলতে হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে

আসছে। তারপর হঠাৎ দরজার সামনে তার সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে মহানন্দে বলে উঠলো, 'আরে ডিক যে! তুমি এখানে?'

এক লাফে ডিক তার সামনে এসে কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতেই চাপা স্বরে বলে উঠলো, 'আচ্ছা ললেস, তুমি কি মানুষ, না পশু? এমন নির্বোধের মতো কাজ যে করে সে বিশ্বাসঘাতকের চাইতেও বড় অপরাধী। এ কথাটা তুমি কেন বুঝতে পারছো না যে একবার ধরা পড়লে ওরা আমাদের আর আস্ত রাখবে না।'

কিন্তু ডিকের কথাগুলো যেন ললেসের কানেই গেলো না, হো হো করে হাসতে হাসতে সে ডিকের শক্ত মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। আর ঠিক তখনই ডিক দরজার খুব কাছে পরদাটাকে ভীষণভাবে নড়তে দেখলো।

চকিতে ডিক ললেসকে ছেড়ে দিয়ে শব্দটা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আংটা থেকে খানিকটা পরদা ছিঁড়ে এসে লোকটাকে নিয়ে গালচেতে আছড়ে পড়লো। এখন দুজনেই গালচের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে আর পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরদাটার জন্যে ঠিক সুবিধে করতে পারছে না। যেহেতু লোকটার চাইতে ডিক ছিলো অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই একসময়ে তাকে মাটিতে হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে কিরিচের একটা ঘায়ে তার জীবন শেষ করে দিলো।

তিন / গুপ্তচর

সঙ্গীকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, চোখের সামনে তুজনের মধ্যে জীবন-মরণের যে যুদ্ধ চলছে, সেদিকে ললেসের কোনো হুঁশই নেই। এমন কি কিরিচের এক ঘায়ে গুপ্তচরটিকে শেষ করে ডিক যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ললেস তখনও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে মৃত লোকটার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আর বাতাসে নড়া গাছের মতো টলছে।

উঠে দাঁড়নোর পর ডিক কান খাড়া করে শুনলো—নিচের তলা থেকে আগেরই মতো অস্পষ্ট ভেসে আসছে বহু কণ্ঠের কলগুঞ্জন, কিন্তু ওপরের তলাটা তেমনই নিস্তব্ধ।

ডিক মনে মনে ভাবলো, 'যাক, তবু ভাগ্য ভালো যে কেউ শুনতে পায়নি! কিন্তু এখন এই মৃতদেহটাকে নিয়ে কি করবো? সবার আগে ওর থলি থেকে আমার গুছিটা বার করে নিতে হবে।'

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিক ওর কোমরের থলি থেকে গুছিটা বার করে আবার যথাস্থানে বেঁধে নিলো। ললেসও হঠাৎ কি ভেবে আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা কালো তীর বার করে রেখে দিলো মৃতের বুকের ওপরে। তারপর চোখ তুটো বন্ধ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁড়ে গলায় আবার গেয়ে উঠলো:

"এক পেয়ালা মদের তরে পাগল আমি…"

'দোহাই তোমার, চুপ করো!' মুখে হাত চাপা দিয়ে ডিক তাকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরলো। 'যে নেশায় একেবারে চুর, যে নির্বোধ, সে এ রকম একটা ভয়ঙ্কর বাড়িতে কেন আসে? এখন দেখছি শুধু নিজে মরবে না, আমাকেও ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবে! মাতাল হওয়া ছাড়া যদি আর কিছু না পারো, যাও, সোজা এখান থেকে চলে যাও।'

ডিকের বলার ভঙ্গিতে, তার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে ললেসের বোধহয় কিছুটা হুঁশ হলো। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জড়ানো গলায় সে বললো, 'বেশ, বেশ; আমাকে যদি কোনো দরকার না থাকে, তাহলে আমি চলেই যাচ্ছি।'

কথাটা বলে সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না, পেছন ফিরে ঢাকা বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলো। তারপর দেওয়াল ধরে টলতে টলতে নিচে নেমে গেলো।

ললেসের ছায়াটা সিঁড়িতে মিলিয়ে যেতে না যেতেই, ডিক আবার পরদার

আড়ালে তার জায়গাটাতে এসে লুকিয়ে রইলো। এ রকম একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর তার চলে যাওয়া উচিত ছিলো, অন্তত সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতো। কিন্তু কৌতূহল আর প্রেমের আকর্ষণ তার কাছে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ডিক স্পষ্টই বুঝতে পারলো, একবার এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে জোয়ানাকে আর উদ্ধার করার কোনো আশাই থাকবে না।

মন্থর গতিতে সময় বেয়ে চলেছে, পরদার আড়ালে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিক, তবু কারো দেখা নেই। জ্বলতে জ্বলতে একসময়ে ঘরের বাতিটাও নিভে আসতে শুরু করেছে, তখনও কেউ ফিরছে না। ওপরতলাটা আগেরই মতো নিস্তব্ধ নিঝুম। নিচের তলার খাবার ঘর থেকে তেমনই অস্পষ্ট ভেসে আসছে বহু কণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন। বাইরে তুষার পড়ছে আর তুষারের সেই ঘন আবরণে সোরবি শহরটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

অবশেষে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। এক সময়ে স্যার ড্যানিয়েলের কয়েকজন অতিথি এসে পৌছলেন সিঁড়ির চাতালে। বারান্দার দিকে ফিরতেই ছেঁড়া পরদা আর গুপ্তচরের মৃতদেহটা তাদের চোখে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো চিৎকার-চেঁচামেচি আর ছুটোছুটির পালা। গোলমাল শুনে মহিলা পুরুষ অতিথি ভৃত্য প্রহরী, বাড়ির যে যেখানে ছিলো সবাই পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এলো। দেখতে দেখতে সেখানটায় ভিড় জমে গেলে। এক সময়ে স্যার ড্যানিয়েল নিজে সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে ভাবী বর লর্ড সোরবিকে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্যার ড্যানিয়েল বললেন, 'লর্ড সোরবি, আপনাকে যে সেই কালো তীরের কথা বলেছিলাম, এই দেখুন তার প্রমাণ। ওদেরই দলের কেউ একে খুন করে এর বুকের ওপর একটা কালো তীর রেখে গ্যাছে।'

লর্ড সোরবি মৃত লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হা ভগবান, এ যে দেখছি আমারই লোক! আহা, লোকটা বড় কাজের ছিলো··· যেমন তৎপর তেমনি বিশ্বাসী।'

'কিন্তু লোকটা আমার বাড়িতে এলো কি করে? আর ওপরের তলাতেই বা তার কি কাজ থাকতে পারে?'

লর্ড সোরবি স্যার ড্যানিয়েলের কানে কানে বললেন, 'আপনি রাগ করবেন না, স্যার ড্যানিয়েল···আমিই রাটারকে আমার খুব কাছাকাছি থাকতে বলেছিলাম।'

'ও, আচ্ছা!' কালো তীরটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে স্যার ড্যানিয়েল যেন

স্বগত স্বরেই বললেন, 'কিন্তু একটা কথা ভাবতে আমার খুব অবাক লাগছে, টানস্টলের জঙ্গল ছেড়ে ওরা এখন সোরবিতেও হানা দিয়েছে! এবার ওরা যদি আপনার পেছনে লেগে থাকে, তাহলে জানবেন আপনার সর্বনাশ সুনিশ্চিত। আজ হোক বা কাল হোক, কালো তীরের দল আপনাকে খতম করবেই।'

শুকনো মুখে লর্ড সোরবি বললেন, 'ওরা আমার সত্যিই খুব ক্ষতি করেছে। কিন্তু এখন তো আর কোনো উপায় নেই। আপনি বরং বাড়ি থেকে বের হবার সমস্ত পথ এখুনি বন্ধ করে দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি, বাগান, সিঁড়ির প্রতিটা চাতাল, প্রধান প্রবেশপথ, আঙিনা, বাইরের ফটক—সর্বত্রই সশস্ত্র প্রহরীদের মোতায়েন করা হলো। শুধু স্যার ড্যানিয়েল নয়, তার সঙ্গে লর্ড সোরবির প্রহরীরাও যোগ দিলো। কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো হাতে তরোয়াল, কারো হাতে বা ঝকঝকে ধারালো বর্শা। প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখন আর বাড়ি থেকে বেরুনো বা ঢোকার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে মৃতদেহটাকে গির্জায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সবাই চলে যাবার পর আবার ফিরে এলো সেই নিটোল নিস্তব্ধতা। একটু পরে জোয়ানা আর তার বান্ধবী এসে ডিককে গোপন জায়গা থেকে উদ্ধার করলো এবং খানিকক্ষণ আগে বাইরে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিলো। ডিকও তখন গুপ্তচরটার কি ভাবে মৃত্যু ঘটেছে সে কথা বললো।

পরদা ঝোলানো দেওয়ালে হেলান দিয়ে জোয়ানা কাতর স্বরে বললো, 'তবু তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারবে না ডিক। বুড়ো লর্ড সোরবরির সঙ্গে কাল আমার বিয়ে হবেই।'

জোয়ানার করুণ মূর্তি দেখে ডিক আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলো না, দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'একবার যদি এখান থেকে বেরুতে পারি, এ বিয়ে আমি বন্ধ করবোই।'

'এ বিয়ে আর কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না, ডিক। তাছাড়া, তুমি এখন এখান থেকে বেরুবেই বা কি ভাবে?'

'যে ভাবে হোক, আমাকে এখান থেকে বেরুতেই হবে। ভাবছি যেভাবে এখানে এসেছি, সেই ভাবেই ফিরে যাবো। পাদরিকে হয়তো কেউ বাধা দেবে না।'

'আমার ভীষণ ভয় করছে, ডিক!'

'তবু, এছাড়া আমি তো আর অন্য কোনো উপায় দেখছি না, জোয়ানা। ও, ভালো কথা, গুপ্তচরটার কি নাম বলতে পারো?'

জোয়ানার সহচরীই জবাব দিলো, 'রাটার।'

উদ্বিগ্নস্বরে জোয়ানা বললো, 'কিন্তু তুমি যাবে কি করে, আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবছি!'

'কেন, সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবো। বলবো রাটারের জন্যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি।'

জোয়ানার বান্ধবী বললো, 'হ্যাঁ, একদিক থেকে কৌশলটা বেশ সহজ। হয়তো এতে কাজ হতে পারে।'

ডিক বললো, 'এটা কৌশল নয়, আসল কথা হচ্ছে সাহস।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্যি।' জোয়ানা বললো। 'তাহলে যাও। গেলে বিপদ, এখানে থাকলেও বিপদ। তুই-ই যখন সমান, তখন কুমারী মেরির নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। শুধু একটা কথা মনে রেখো ডিক, জোয়ানা তোমাকে ভালোবাসে, চিরটা কাল সে শুধু তোমাকেই ভালোবাসবে।'

জোয়ানার হাতটা জড়িয়ে ধরে ডিক চুমু দিলো। 'মনে রাখবো, জোয়ানা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ডিক ধীর পায়ে বারান্দা ধরে এগিয়ে চললো। মুখের অভি-ব্যক্তিতে কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। প্রথম প্রহরীটির সামনে দিয়ে সে শান্তভাবে চলে গেলো। প্রহরীটি তাকে বাধা দিলো না, শুধু একবার তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু দোতলার প্রহরীটি তাকে ছাড়লো না। দীর্ঘ বর্শাটা দিয়ে তার পথ আটকে জিগেস করলো, 'কি নাম ? কোথায় যাচ্ছেন ?'

শান্তস্বরে ডিক জবাব দিলো, 'নাম শুনে কি হবে, দেখতেই তো পাচ্ছো আমি একজন পাদরি। যাচ্ছি ওই হতভাগ্য রাটারের জন্যে গির্জায় প্রার্থনা করতে।'

'ভালো কথা। কিন্তু আমার তো কাউকে একা যেতে দেবার হুকুম নেই।' এই বলে লোকটা পালিশ করা ওক্ কাঠের রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে বেশ জোরে একটা শিস দিলো। 'একজন যাচ্ছে।' তারপর ইঙ্গিতে সে ডিককে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো।

মনে মনে কিছুটা বিমর্ষ হয়েই ডিক নিচে নেমে গেলো, দেখলো সিঁড়ির নিচে কয়েকজন প্রহরী তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। আর একবার তাদের কাছে ডিককে সেই কাহিনীই বলতে হলো—বেচারি রাটারের আত্মার শান্তিকামনার উদ্দেশ্যে সে গির্জায় প্রার্থনা করতে যাচ্ছে। তখন প্রহরীদলের পাণ্ডা তাকে সঙ্গে করে গির্জায় নিয়ে যাবার জন্যে চারজন সঙ্গীকে হুকুম দিলো।

'খুব সাবধান, একে কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না, তাহলে তোমাদের প্রাণ যাবে। একে নিয়ে গিয়ে সোজা স্যার অলিভারের হাতে তুলে দেবে।'

প্রকাণ্ড সদর দরজা খুলে যেতেই দুজন ডিকের দু পাশে, একজন সামনে আর

একজন ডিকের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেকেই ছিলেয় তীর পরিয়ে একেবারে প্রস্তুত। বাইরে তখন গাঢ় অন্ধকার, ঝিরঝির করে তুষার পড়ছে। আঙিনার মধ্যে দিয়ে ওরা গির্জার দিকে এগিয়ে চলেছে। দূর থেকে গির্জার অস্পষ্ট আলোকিত জানলাগুলো চোখে পড়ছে। ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজানো গির্জার প্রধান প্রবেশ-পথটা পেঁজা তুলোর মতো হালকা তুষারে একেবারে ছেয়ে গেছে। পাঁচজনের ছোট দলটা গির্জায় নিঃশব্দে যখন প্রবেশ করলো, ভেতরে তখন উপাসনা চলছে।

পারিবারিক গির্জাটার খিলানওয়ালা ছাদ থেকে ঝুলছে সুদৃশ্য কয়েকটা ঝাড়-লণ্ঠন। মোমবাতির আলোয় আলোকিত বেদির ওপর রাটারের মৃতদেহটা শোয়ানো রয়েছে।

ডিককে নিয়ে প্রহরীদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে পাদরির পোশাকপরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ দ্রুতপায়ে বেদির সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলেন। উনি যে ফাদার অলিভার, সেটা চিনতে ডিকের কোনো অসুবিধে হলো না। এগিয়ে এসে উনি প্রহরীদের একজনকে জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার? এঁকে তোমরা আবার কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলে?'

প্রহরী তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে সমস্ত ঘটনাটা ওঁকে বললো। সব শুনে ওঁর থমথমে মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। উনি বললেন, 'আপনি কে? কে আপনাকে এখানে আসতে বলেছে? আমরা তো কেউ আপনাকে এখানে আশা করিনি।'

মাথা-ঢাকা লম্বা টুপি আর সুদীর্ঘ আলখাল্লার জন্যে স্যার অলিভার ডিককে চিনতে পারেননি। ডিক ওঁকে একপাশে একটু সরে আসার ইঙ্গিত করলো এবং স্যার অলিভার প্রহরীদের কাছ থেকে একটু তফাতে সরে আসতেই ডিক চুপিচুপি বললো, 'আমি আপনাকে ঠকাতে পারবো না, স্যার অলিভার। আমার মরা বাঁচা এখন আপনার ওপরেই নির্ভর করছে।'

কণ্ঠস্বর শুনেই স্যার অলিভার ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। তাঁর ভরাট মুখখানা নিমেষে ম্লান হয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে উনি কোনো কথা কইতে পারলেন না। তবু কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে স্তব্ধবিস্ময়ে উনি বলে উঠলেন, 'ডিক, তুমি! কিসের জন্যে এখানে এসেছো আমি জানি না। তবে তোমার যে কোনো বদ মতলব আছে সেটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। এখন আমার হুকুম শোনো। সারারাত তুমি আমার পাশে উঁচু বেদিটার ওপর বসে থাকবে। কাল লর্ড সোরবির বিয়ে সেরে নিরাপদে বাড়ি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে একটুও নড়তে পারবে না। সব কিছু যদি ভালোয়

ভালোয় ঢুকে যায়, তোমার কোনো ভয় নেই। তখন তোমার যেখানে খুশি চলে যেও। কিন্তু তা যদি না হয়, জেনো তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত!'

তারপর উনি প্রহরীদের কাছে গিয়ে ওদের কানে কানে কি যেন বললেন, শেষে ডিকের হাত ধরে নিয়ে এসে বসালেন বেদির ওপর, নিজে যেখানে বসেছিলেন ঠিক তার পাশেই। আর ডিকও শোভনতার খাতিরে পাদরিদের মতো বেদির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিলো। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও, চোখ ঘুরছে গির্জার চারপাশে। হঠাৎ একসময়ে তার নজরে পড়লো, ফিরে না গিয়ে প্রহরীদের মধ্যে তিনজন তার খুব কাছেই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। ডিক স্পষ্ট বুঝতে পারলো, স্যার অলিভারের নির্দেশেই ওরা তার ওপর নজর রেখেছে। সুতরাং সে এখন ফাঁদের মধ্যে। সারাটা রাত তাকে এই হিমেল আর আলো-আঁধারি ঘেরা গির্জার মধ্যেই কাটাতে হবে। সকালে তার চোখের সামনেই অন্য একজনের সঙ্গে জোয়ানার বিয়ে হয়ে যাবে।

তবু, এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় নেই।

চার / পারিবারিক গির্জায়

সমবেত সংগীত আর স্তোত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে বাকি রাতটুকু কোনো রকমে কেটে গেলো। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এলো, রাঙা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রঙিন কাচের জানলাগুলো। বাইরে এখন তুষার-ঝড় থেমে গেছে। আকাশ সাঁতরে পাড়ি দিয়ে চলেছে সাদা সাদা মেঘগুলো। আরও খানিকক্ষণ বাদে দেখা দিলো রোদ-ঝলমলে ভারি চমৎকার একটা সকাল।

ইতিমধ্যে গির্জার কর্মচারীরা এসে ঝাঁটপাট দিতে শুরু করেছে। মৃতদেহটা সরিয়ে রক্তের দাগও মুছে ফেলা হয়েছে, যাতে জাঁকজমকপূর্ণ একটা বিবাহ-অনুষ্ঠানে কোথাও কোনো অসুবিধে না হয়। রাজকীয় এই অনুষ্ঠান দেখার জন্যে সারা শহর ঝেঁটিয়ে লোক জমতে শুরু করছে গির্জার ভেতরে আর বাইরে। চারদিকে গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা আর নানান মানুষের উতরোল। ডিকের মনে হলো এই রকম একটা গোলমালের মধ্যে যে কোনো চালাক লোকের পক্ষে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দেওয়াটা খুব একটা কঠিন নয়।

কথাটা মনে হতেই ডিক মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠলো এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে মাথা তুলে চারদিকে তাকাতেই তার খুব কাছে ললেসকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো। গতকালের মতো তখনও তার পরনে যাজকের পোশাক রয়েছে।

পরস্পরে চোখাচোখি হতেই দুজনের চোখে চোখে ইশারা খেলে গেলো এবং ডিকের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ললেস চট করে তার পাশের থামটার আড়ালে সরে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে স্যার অলিভারও বেদি থেকে উঠে প্রহরীদের দিকে চলে গেলেন। ডিক বুঝতে পারলো, যদি স্যার অলিভারের মনে সামান্যতমও কোনো সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে শুধু তারই দফারফা নয়, ললেসকেও এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

মাথা নিচু করে ডিক চুপিচুপি বললো, 'একটুও নড়ো না। কাল রাতে যা কাণ্ডটা করেছো, আজ তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সারা রাত আমাকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো—এখানে বসে থাকার অধিকার বা আগ্রহ কোনোটাই আমার নেই। আশা করি নিশ্চয়ই বিপদের একটা গন্ধ পাচ্ছো। সুতরাং মিছিমিছি আর গোলমাল না পাকিয়ে বরং চুপি চুপি এখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করো।'

'উঁহু, সেটা সম্ভব নয়। কেন, এলিসের কাছ থেকে তুমি কোনো খবর পাওনি? আমি তার হুকুমেই এখানে এসেছি।'

'এলিস ডাকওয়ার্থ!' ডিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'সে কি তাহলে ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গতকাল রাতেই সে এখানে এসে পৌঁচেছে। আমার মাতলামোর জন্যে তার কাছে বেশ ঘা কতক খেয়েছি। সুতরাং আমার ওপর তোমার আর রাগ করার কোনো কারণ নেই, মাস্টার ডিক। আর এলিস বলেছে, এ বিয়ে সে বন্ধ করবেই।'

'তুমি ঠিক বলছো, ললেস?' ডিকের শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

'নিশ্চয়ই। তুমি তো এলিসকে চেনো...'

'তবু আমাদের আর রক্ষে নেই ভাই। আমরা দুজনেই এখন এখানে বন্দী। এ বিয়ে না হলে আমারই প্রাণ যাবে। হয় জোয়ানা, নয়তো আমার জীবন—দুটোর একটাকে আজ আমায় হারাতেই হবে।'

'তাহলে তোমার কি মনে হয় আমার সত্যিই চলে যাওয়া ভালো?'

ললেস ওঠার ভান করতেই ডিক তার কাঁধ ধরে থামিয়ে দিলো।

'ললেস, ঠাট্টা রাখো। দেখতে পাচ্ছো না, আমরা নড়াচড়া করতেই প্রহরীরা চঞ্চল হয়ে উঠছে। মিছিমিছি ওদের মনে সন্দেহ বাড়িয়ে কি লাভ? যেহেতু আমরা এখনও জানতে পারিনি এলিস ডাকওয়ার্থের আসল মতলবটা কি, তাই আমার মনে হয় ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকাটাই ভালো।'

'বেশ, তাহলে আমি আর একটুও নড়াচড়া করবো না।' এই বলে ললেস থামের গায়ে হেলান দিয়ে নির্লিপ্তের মতো বসে রইলো।

তার কথাটা সবে শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো উচ্ছল একটা গানের সুর। গির্জার চূড়ায় ঘণ্টা বাজতে লাগলো। সেই সঙ্গে লোকের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। পুব এবং পশ্চিমের দরজা দুটো খুলে দিতেই গির্জার ভেতরটা সূর্যের আলোয় ভরে গেলো এবং তুষার ছাওয়া পথের অনেকখানিই চোখে পড়লো। ডিক বুঝতে পারলো দলবল নিয়ে বর আসছে। একটু পরেই বাদকের প্রথম দলটা গির্জার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে থেমে গেলো আর কয়েকজন প্রহরী দীর্ঘ বর্শা দিয়ে গির্জার ভেতরের ভিড় সরিয়ে পথ করে দিলো। সারির প্রথমেই যিনি গির্জায় প্রবেশ করলেন, সুন্দর ঝলমলে পোশাক পরা বৃদ্ধ বর, লর্ড সোরবি। তাঁর পেছনে বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। এদিকে পুবের দরজা দিয়ে কনে আর তার সহচরীদের নিয়ে গির্জায় প্রবেশ করলেন স্যার ড্যানিয়েল নিজে। ধবধবে সাদা বিয়ের পোশাকে

জোয়ানাকে ভারি সুন্দর দেখালেও বেচারির মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

বেদির সামনে ডিক শক্ত কাঠ হয়ে বসে রয়েছে। জোয়ানার দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। নিজেকেই তার সবচ ইতে বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে। তাহলে তার এই যে এত পরিশ্রম সবই বৃথা হবে? জোয়ানাকে সে উদ্ধার করতে পারবে না?

এক সময়ে ডিক দেখলো ভিড়ের মধ্যে একটা জায়গায় বেশ ঠেলাঠেলি হচ্ছে এবং লোকে ওপরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে পেছু হঠার চেষ্টা করছে। ওদের নিশানা লক্ষ্য করে ফিরে তাকাতেই ডিক দেখতে পেলো ওপরের ঝুলবারান্দাতে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন লোক ধনুকে গুণ টেনে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এবং ব্যাপারটা কি ঘটতে চলেছে স্পষ্ট করে বুঝতে দেওয়ার আগেই এক ঝাঁক তীর ছেড়ে দিয়ে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, চেঁচামেচি আর গোলমাল; আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে সবাই সবাইকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করছে; এ ওকে ঠেলছে, কেউ বা পড়ে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে চারদিকেই একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। থেমে গেছে সঙ্গীত, ঘণ্টার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না।

মাঝখান থেকে বৃত্তাকারে খানিকটা ভিড় সরে যাবার পর দেখা গেলো বরের বেশে বৃদ্ধ লর্ড সোরবি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। বুকে বেঁধা রয়েছে দুটো কালো তীর। দেহে প্রাণ নেই। কনেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বৃত্তের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্যার ড্যানিয়েল। বিস্ময়ে ক্রোধে তিনি তখন থরথর করে কাঁপছেন। বাঁ হাতে গিঁথে রয়েছে একটা কালো তীর। হাতটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর একটা তীর চলে গেছে একেবারে তাঁর কপাল ঘেঁসে।

হৈ-হট্টগোলের এই সুযোগে ডিক আর ললেসের মনে হলো খুব সহজেই পালানো যায়, কেননা ভয়ে কাঁপতে থাকা পাদরি বা তীরন্দাজরা কেউই এখন আর ওদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। ওরা দুজনে চুপিচুপি উঠেও দাঁড়ালো, কিন্তু ভিড় ঠেলে একটা পাও এগুতে পারলো না। ফলে দুজনে আবার যে যার জায়গায় বসে পড়লো।

একটু পরেই আতঙ্কের ভাবটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে ফাদার অলিভার ডিকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে স্যার ড্যানিয়েলকে বললেন, 'ওই যে, ওখানে বসে রয়েছে রিচার্ড শেলটন। এই রক্তপাতের জন্যে ও-ই দায়ী। ওকে ধরুন…শীগগির ওকে ধরতে বলুন! ও ঠিক করেছে এক এক করে আমাদের সবাইকেই শেষ করবে।'

পাদরির কথা শুনে, বিশেষ করে নিজের কপাল আর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে

দেখে, স্যার ড্যানিয়েল ক্রোধে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি গর্জে উঠলেন, 'কই! কোথায় সে? এই গির্জায় দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—ওর হাড়-মাস আমি একেবারে গুঁড়িয়ে ছাড়বো! এই, কে আছো, ওকে শীগগির ধরো!'

ভিড় ঠেলে কয়েকজন তীরন্দাজ এসে ডিককে চেপে ধরলো। তারপর তার ঘাড় ধরে বেদি থেকে নামিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে জমিদারের কাছে ধরে নিয়ে এলো। ললেস কিন্তু আগেরই মতো তার জায়গায় চুপচাপ বসে রইলো।

বন্দীর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক, বেইমান! আমি তোকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো। দেহের প্রতিটা হাড় একটা একটা করে ভাঙবো। যাও, একে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও। এটা ওর শাস্তির উপযুক্ত জায়গা নয়।'

ডিককে যারা বন্দী করেছিলো, তাদের ছিটকে সরিয়ে দিয়ে সে উঁচু গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'হে যাজকবৃন্দ, আমি এই পবিত্র ধর্মস্থানে আশ্রয় পেয়েছি! আপনারা থাকতে ওরা আমাকে এই গির্জা থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!'

মূল্যবান পোশাকপরা দীর্ঘকায় একজন বর্ষীয়ান পুরুষ বলে উঠলেন, 'কিন্তু বাছা, তুমি যে এই পবিত্র স্থানটাকে নরহত্যায় একেবারে অপবিত্র করে তুলেছো।'

'কিন্তু প্রমাণ কোথায়?' ডিক বলে উঠলো। 'আমি যে দোষী, ওরা কি তা প্রমাণ করতে পেরেছে? একথা সত্যি, আমি ওই কুমারী মেয়েটির পাণিপ্রার্থী, কেননা আমি ওকে ভালোবাসি এবং ও-ও আমাকে ভালোবাসে। কাউকে ভালো-বাসাটা এমন কোনো অপরাধ নয় যে তাকে জোর করে গির্জা থেকে টেনে নিয়ে যেতে হবে।'

দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শোনা গেলো। একদল ডিককে সমর্থন করলো। কিন্তু ঠিক তখনই অন্য আর একদল লোক বলে উঠলো, 'লোকটা ভণ্ড। কাল রাতে ছদ্মবেশে জমিদারের বাড়িতে ঢুকেছিলো। লর্ড সোরবির একজন কর্মচারীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ও জড়িত।'

স্যার অলিভারও এই দ্বিতীয় দলটাকে সমর্থন করে ললেসকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই ওর আর একজন সঙ্গী। ওটাকেও ছাড়া উচিত নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রহরী এগিয়ে গিয়ে ললেসকে ধরে এনে ডিকের পাশে দাঁড় করিয়ে দিলো।

ডিকের সমর্থক দল তখন প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। ওরা বললো, 'ওদের দুজনের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। ওদের তোমরা ছেড়ে দাও।'

প্রতিপক্ষ দল গর্জন করে উঠলো, 'না, কক্ষনো নয়! ওরা দোষী।'

দু পক্ষের মধ্যে তখন ঠেলাঠেলি, হাত ধরে টানাটানি, এমন কি মারামারি হবার উপক্রমও দেখা দিলো।

তখন সেই দীর্ঘকায় বর্ষীয়ান পুরুষটি, যিনি একটু আগে ডিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সবাইকে থামিয়ে দিয়ে প্রহরীদের হুকুম দিলেন, 'ওদের শরীর তল্লাস করে ছাখো কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় কি না। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ওরা কতটা নির্দোষ।'

দীর্ঘকায় পুরুষটির কথা উভয় পক্ষেরই মনোমতো হলো। কিন্তু ডিকের দেহ তল্লাস করতেই তার পোশাকের ভেতর থেকে পাওয়া গেলো একখানা কিরিচ। কিরিচ অবশ্য যে কোনো লোকের কাছেই থাকতে পারে, তাতে তেমন দোষের কিছু নেই। কিন্তু কিরিচখানা খাপ থেকে টেনে বার করতেই দেখা গেলো তখনো তাতে রক্ত লেগে রয়েছে। রক্ত দেখেই জমিদারের সমর্থক দল উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। দীর্ঘকায় পুরুষটি ইঙ্গিতে তাদের নিরস্ত হতে বললেন। কিন্তু ললেসের আলখাল্লার ভেতর থেকে যখন পাওয়া গেলো একগোছা কালো তীর, যেগুলোর সঙ্গে এখনকার ছোঁড়া তীরগুলোর হুবহু মিল রয়েছে, দীর্ঘকায় পুরুটি তখন ভ্রূকুটি না করে পারলেন না।

গম্ভীর গলায় উনি বললেন, 'এ সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলার আছে?'

ডিক বললো 'হ্যাঁ স্যার, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। আপনি কে আমি ঠিক জানি না। তবে আপনার বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিচক্ষণ এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি এবং নিজেকে আপনার কাছে বন্দী হিসেবে সমর্পণ করছি, কিন্তু ওই লোকটার কাছে নয়। আমি সকলের সামনেই জমিদার, স্যার ড্যানিয়েলকে আমার পিতৃহন্তা হিসেবে অভিযুক্ত করছি। উনি আমার পিতার বিষয়সম্পত্তি সব কেড়ে নিয়ে আরামে ভোগ করছেন এবং নিয়মিত খাজনা আদায় করছেন। তাই আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আরও বেশি নির্যাতন ভোগ করার জন্যে আমার শোষক, আমার যিনি চিরশত্রু, তাঁর কাছে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বলবেন না। আইনের চোখে আমি যদি অপরাধী হই, আপনি নিজে বিচার করে যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেবো।'

'লর্ড রাইজিংহাম,' স্যার ড্যানিয়েল বলে উঠলেন, 'আপনি ওই নেকড়েটার কথা আদৌ বিশ্বাস করবেন না। ওর রক্তমাখা কিরিচটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে ও নিছক মিথ্যেবাদী।'

প্রত্যুত্তরে দীর্ঘকায় পুরুষটি বললেন, 'আপনি মিছিমিছি কেন এমন উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, স্যার ড্যানিয়েল? আপনার অকারণ এই উত্তেজনাই সবার মনে সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলছে।'

ইতিমধ্যেই জোয়ানার জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। বিস্ফারিত চোখে ও চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো আর রিচার্ড শেলটন, স্যার ড্যানিয়েল ও লর্ড রাইজিং-হ্যামের কথাবার্তা সব শুনছিলো। এবার ও হঠাৎ উন্মাদের মতো সেই দীর্ঘকায় পুরুষটির কাছে ছুটে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলো, তারপর করুণ স্বরে বললো, 'লর্ড, রাইজিংহাম, আপনার কাছে আমারও একটা নালিশ আছে। অনুগ্রহ করে সব শুনে আপনি বিচার করুন।'

লর্ড রাইজাংহাম জোয়ানার হাত ধরে তুললেন। 'বলো মা, তোমার কোনো ভয় নেই।'

'স্যার ড্যানিয়েল আমাকে জোর করে আমার আত্মীয়-স্বজনের কাজ থেকে ধরে এনে এখানে বন্দী করে রেখেছেন। উনি আমার প্রতি কখনো ভালো ব্যবহার করেন-নি, এমন কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই উনি এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ওই ছেলেটি রিচার্ড শেলটন, শুধু যে আমাকে ভালোবাসে তাই নয়, আমি ওর বাগদত্তা। তাই গোপনে এই বিয়ের খবর পেয়ে ও আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলো মাত্র, কাউকে আঘাত করার কোনো উদ্দেশ্য ওর ছিলো না। স্যার ড্যানিয়েল যতদিন পর্যন্ত ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন, ওঁর চিরশত্রু কালো তীরের বিরুদ্ধে ও নিজের জীবন দিয়েও লড়েছে। কিন্তু পরে স্যার ড্যানিয়েল যেদিন ওকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন, সেদিন রাতেই ও কোনো রকমে নিজের প্রাণ নিয়ে জমি-দার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। নিঃস্ব, রক্তাক্ত অবস্থায় সেদিন কালো তীরের দলই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলো। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে হয়তো আপনি কালো তীরের দলকে অভিযুক্ত করতে পারেন লর্ড রাইজিংহাম, কিন্তু ডিকের কোনো দোষ নেই। আমিই আমার মুক্তির জন্যে ওকে ডেকেছিলাম।'

নীরবে সব শুনে লর্ড রাইজিংহাম কি যেন ভাবলেন, তারপর স্যার ড্যানিয়েলের দিকে ফিরে বললেন, 'সব শুনে ব্যাপারটা আমার বেশ জটিল মনে হচ্ছে এবং সুষ্ঠু-ভাবে বিচার করতে গেলে আমাকে সবকিছু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। আপনি বরং এখন ঘরে ফিরে গিয়ে আঘাতের শুশ্রূষা করুন। আর বিচার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই বন্দী দুজন আমারই কাছে থাকবে।'

হাতের ইশারায় লর্ড রাইজিংহ্যামের প্রতীকধারী এবং উজ্জ্বল উর্দিপরা সৈন্যরা

এসে ডিক আর ললেসকে স্যার ড্যানিয়েলের সৈন্যদের হাত থেকে নিয়ে গেলো।

নিয়ে যাবার সময় জোয়ানা দৌড়ে এসে ডিকের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে সজল চোখে বললো, 'বিদায়, ডিক। জানি না আবার কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা, তবু আমার কথা তুমি কখনও ভুলো না!'

ধীরে ধীরে জনতার ভিড় কমতে কমতে গির্জাটা একসময়ে ফাঁকা হয়ে গেলো।

পাঁচ। আর্ল রাইজিংহ্যাম

যদিও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে লর্ড আর্ল রাইজিংহাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র, তবু তিনি তখন সোরবি শহরটার একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণভাবেই বাস করছেন। বাড়ির দরজায় সশস্ত্র প্রহরী আর কয়েকজন সৈন্য ছাড়া আর কোথাও তেমন কোনো জাঁকজমক নেই।

এই বাড়িটারই ছোট্ট একটা ঘরে ডিক আর ললেসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

ললেস বললো, 'মাস্টার ডিক, সত্যিই তুমি আজ বড় ভালো বলেছো এবং আমার তরফ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমরা বেশ ভালো লোকের হাতেই পড়েছি। আশা করা যায় সন্ধ্যের দিকে উনি আমাদের দুজনকে একই গাছে ফাঁসি দেবেন।'

ডিক বললো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে!'

ললেস বললো, 'তবু আমাদের হাতে এখনও একটা তীর আছে। এলিস ডাক-ওয়ার্থ এত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। তোমার বাবার জন্যই ও তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে। তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও করতে পেছপাও হবে।'

কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও ডিক প্রতিবাদ না করে পারলো না। 'কিন্তু এখানে, এই শহরে এলিস কি করবে? তার দলে এখন আর কজনইবা লোক আছে? তবু দু-একটা দিন সময় যদি হাতে পাওয়া যেতো, হয়তো অন্যভাবে ভাবার সুযোগ থাকতো। এখন দেখছি আমাদের আর কোনো আশা নেই।'

বিষণ্ণস্বরে ললেস বললো, 'তোমার যা-ও বা আছে, আমার কিন্তু বাঁচার আর আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই, ভাই।'

'মোটেই তা নয়,' দৃঢ়স্বরে ডিক জবাব দিলো, 'বাঁচলে আমরা দুজনে বাঁচবো, মরলে দুজনে একসঙ্গেই মরবো।'

এরপর দুজনে কেউ আর কোনো কথা বললো না। ডিক যখন অতীত স্মৃতি ভাবতে লাগলো, ললেস তখন ঘরের কোণটাতে গুটিসুটি হয়ে বসে, মাথার টুপিটা মুখের ওপর নামিয়ে দিয়ে ঘুমোতে লাগলো। একটু পরেই তার নাক ডাকার আওয়াজ শোনা গেলো।

এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। বাইরে ছায়া যখন

গাঢ় হয়ে উঠেছে ছোটো ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেলো আর একজন লোক এসে ডিককে ওপরের তলায় লর্ড রাইজিংহ্যামের ঘরে নিয়ে গেলো। লর্ড তখন আগুনের ধারে একটা আরামকুর্সিতে বসেছিলেন।

বন্দীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে লোকটা ফিরে যেতেই উনি মুখ তুলে তাকালেন।

'শোনো রিচার্ড, তুমি হয়তো জানো না, আমি তোমার বাবাকে খুব ভালো করেই জানতাম। সততা এবং সাহসের জন্যে সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করতো। তাঁর কথা মনে রেখেই আমি তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার বিরুদ্ধে প্রতিটা অভিযোগই সত্যি। রাজার শান্তিভঙ্গকারী ডাকাত দলে যোগ দিয়ে তুমি গুরুতর অপরাধ করেছো, এমনকি গতকাল রাত্তিরেও গোপনে স্যার ড্যানিয়েলের বাড়িতে ঢুকে তুমি একজন মানুষকে খুন করেছো...'

'হ্যাঁ, লর্ড রাইজিংহ্যাম,' তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ডিক দ্রুত বলে উঠলো, 'আমি সব অপরাধই স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি শুধু একবার ভেবে দেখুন, কে আমাকে এইসব কাজ করতে বাধ্য করিয়েছেন। এমন কি উনি আমার প্রাণ পর্যন্তও বিপন্ন করে তুলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, সব খবরই নিয়েছি। আমি জানি লোকটা কেমন এবং তিনি তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছেন। তবু, এই মুহূর্তে, ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না, কেননা তিনি আমাদের দলের লোক।'

'লর্ড রাইজিংহ্যাম, আপনি কি সত্যিই স্যার ড্যানিয়েলকে বিশ্বাস করেন? উনি তো নিজের সুবিধেমতো প্রতি মুহূর্তেই দল পালটান। আপনি যাঁকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন, তিনি যে আপনার কত বড় সর্বনাশ করতে চান, অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।'

ডিক তখন থলির মধ্যে সযত্নে রাখা লর্ড ওয়েন্সলেডেলকে লেখা স্যার ড্যানিয়েলের চিঠিটা, যেটা সে মোট-হাউস থেকে পালিয়ে আসার পরের দিন সকালে গাছের ডালে ঝুলন্ত লোকটার পায়ের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছিলো, সেটা সে লর্ড রাইজিংহ্যামের হাতে দিলো।

চিঠিখানা নিয়ে পড়তে পড়তে আর্ল রাইজিংহ্যামের শান্ত সৌম চেহারাটা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেলো। আহত সিংহের মতো উনি ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলেন, আপনা থেকেই তাঁর হাতখানা গিয়ে পড়লো কোমরে গোঁজা ছোরাটার ওপর।

চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়ার পর উনি জিগেস করলেন, 'তুমি কি এই চিঠিটা পড়েছো?'

'হ্যাঁ, লর্ড; দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটা পড়তে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। স্যার ড্যানি-

য়েল আপনারই সম্পত্তি লর্ড ওয়েন্সলেডেলকে দিতে চান।'

'হ্যা, ঠিক তাই, রিচার্ড শেলটন। এবার ধূর্তটাকে আমি চিনতে পেরেছি। এই চিঠিটা দেবার জন্যে আমি সতিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। কিন্তু তোমার ওই সঙ্গীটিকে ছাড়বো না। ও ডাকাত দলের একজন। ওর অপরাধ খুবই সুস্পষ্ট এবং সবার সামনেই ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।'

'লর্ড রাইজিংহাম, আপনি যখন আমাকে এতখানি অনুগ্রহ দেখালেন, তখন আর একটুখানি অনুগ্রহ করুন। ও আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে বলেই আমার সঙ্গে এসেছিলো। দয়া করে আপনি ওকে মুক্তি দিন।'

একটু চুপ করে থেকে আর্ল রাইজিংহাম কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'যদিও কোনো সর্তেই ওকে ছাড়া উচিত নয়, তবু তোমরা দুজনেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোপনে সোরবি শহর ছেড়ে চলে যাও। কেননা স্যার ড্যানিয়েল তোমাদের রক্ত পান করার জন্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।'

'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সত্যিই আমার কোনো ভাষা নেই, লর্ড রাইজিং-হাম। তবু যদি কখনও সুযোগ আসে আমি আমার যোগ্যতা দিয়েই আপনার দান ফিরিয়ে দেবো।'

কথাটা বলে ডিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ডিক আর ললেস যখন পেছনের দরজা দিয়ে বাগানে এসে দাঁড়ালো, তখন প্রায় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। বাগানের পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে একটু আলোচনা করে নিলো। কেননা রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত পাদরির এই পোশাকে শহরের মধ্যে যাওয়াটা খুবই বিপজ্জনক। স্যার ড্যানিয়েলের লোকজনদের হাতে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

যতটা সম্ভব পথচারীর দৃষ্টি এড়িয়ে শহরতলীর প্রান্ত ধরে ওরা টানস্টলের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। বেশ কিছুটা পথ যাবার পর রাস্তার ধারে একটা পরিত্যক্ত যাঁতাকল ওদের চোখে পড়লো।

ডিক বললো, 'রাত না বাড়া পর্যন্ত চলো ওখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকি।'

ললেস তেমন কোনো উৎসাহ দেখালো না, আবার আপত্তিও করলো না। ভাঙা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ওরা একটা খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে রইলো। একটু একটু করে রাত বাড়ছে, বাইরে এখন তুষার পড়ছে। সম্ভবত আসন্ন যুদ্ধের জন্যেই আশেপাশের বাড়িগুলোতে কোথাও কোনো আলো চোখে পড়ছে না। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে সমুদ্র খুব কাছেই।

রাত অনেকটা বাড়ার পর ওরা চুপিচুপি যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো। এখন মাথার ওপর চাঁদ উঠছে। ঝিরঝিরে তুষার-ছাওয়া পথের ওপর জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক।

হাড়-কাঁপানো শীতে পাদরির পাতলা পোশাকে দুজনে কাঁপতে কাঁপতে সোরবি শহর, এমন কি শহরতলীর লোকালয়ও ছাড়িয়ে এলো। সারা পথে কোনো জনপ্রাণীও ওদের চোখে পড়লো না। বেশ কয়েক মাইল দূরে, গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা সরাইখানায় ছিলো ওদের অনেকদিনের পুরোনো একটা আড্ডাখানা। ক্লান্ত শান্ত দেহে, অসম্ভব ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ওরা দুজনে কোনো রকমে সেই সরাইখানায় যখন পৌঁছলো, তখন রাত বেশ গভীর। সঙ্গীসাথীদের যে কজন তখনও ওখানে ছিলো, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সরাইখানার মালিককে ডেকে ওরা পান-আহার করলো, পোশাক পালটে অস্ত্র-শস্ত্রও নিলো, কিন্তু দু দিন দু রাত উদ্বিগ্নতার মধ্যে জেগে থাকার ফলে ডিক আর কিছুতেই হাঁটতে পারলো না। ললেসকে বললো, 'তুমি ভাই এগিয়ে যাও। কাল সকালেই আমি তোমার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছচ্ছি।'

দুজন দুজনকে নিবিড় আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরে বিদায় জানালো। ডিক রইলো সরাইখানায় আর ললেস বনের পথ ধরে চললো তার অনেক সাধের সেই ডেরায়।

ছয় / তূর্যনিনাদ

পরের দিন নিশান্তিকায়, পাখিদের প্রথম কিচিরমিচির শব্দে ডিকের ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে সে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো, তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। তুষারে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। পশ্চিম আকাশে চাঁদটা ঢলে পড়লেও উজ্জ্বল তারাগুলো তখনও ঝিকমিক করছে, প্রতিচ্ছবি পড়েছে নিচের তুষারে।

ভালো করে ভোরের আলো ফুটে না উঠলেও, পথ চলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তাই ডিক খুব তাড়াতাড়ি তুষারের ওপর দিয়েই হেঁটে চললো।

সোরবি আর জঙ্গলের মধ্যের অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ডিক বেশ দ্রুতই অতিক্রম করে এলো। এবার পাহাড়ের নিচে থেকে শুরু হয়েছে টানস্টলের ঘন জঙ্গল। সামনেই সেণ্ট ব্রিজস্ ক্রশ, যেখানে হলিউড আর রাইজিংহ্যামে যাবার পথদুটো একসঙ্গে মিশেছে।

ডিক যখন সবে সাঁকোটার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে শোনা গেলো তীক্ষ্ণ একটা শিঙার শব্দ। একটু পরে আর একবার এবং তারপরেই ইস্পাতের অসিতে অসিতে সংঘর্ষের তুমুল আওয়াজ।

খুব অবাক হয়েই তরুণ শেলটন কান খাড়া করে কয়েক মিনিট শুনলো, তারপর নিজের তরোয়ালটা খাপ থেকে টেনে নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে পাহাড়ের দিকে ছুটলো।

সামান্য কিছুটা যেতেই ডিক দেখলে সামনে পথের ওপরে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। সাত-আটজনের বিরুদ্ধে লড়ছে একজন মাত্র লোক। কিন্তু পিছল তুষারের ওপর দৃঢ়পদক্ষেপে লোকটা অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এমন অদ্ভুত রণ-কৌশলে বিরুদ্ধপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখছে যে তা দেখে ডিক বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সাহায্য করতে যাওয়ার আগেই লোকটা একজনকে নিহত, আর একজনকে আহত করে বাকি দলটার সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেলো। অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে লোকটা যে-ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, যদি কোথাও একটু ভুলচুক হয়, বা অসি চালাতে দেরি হয়ে যায়, কিংবা তুষারে পা পিছলে যায়, তাহলে মৃত্যু অবধারিত।

সব কিছু ভুলে গিয়ে ডিক এক লাফে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো এবং খোলা তরোয়াল হাতে অন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিলো। অন্যরাও যোদ্ধা হিসেবে কম নিপুণ নয়। ওরা নবাগত এই শত্রুটিকে দেখে আদৌ বিস্মিত হয়নি, বরং আরও তীব্র ক্রোধে জনাচারেক সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডিকের ওপর। একজনের

বিরুদ্ধে চারজন। ইস্পাতের ফলায় ফলায় আঘাত লেগে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ডিকের তরোয়ালের আঘাতে একজন হঠাৎ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই ডিকের মাথাতেও প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। লোহার শিরস্ত্রাণ থাকার জন্যে আহত হলো না বটে, কিন্তু আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে মাটিতে পড়ে গেলো। বাতাসকলের পাখনার মতো মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ডিক যাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছিলো, সেই লোকটা তাকে কোনো রকম সাহায্য না করে বরং এক লাফে যুদ্ধের মাঝখান থেকে সরে গিয়ে আর একবার খুব জোরে ভেরী বাজালো। শত্রুরাও সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার সে দু হাতে সমানে ছোরা আর তরোয়াল চালাতে লাগলো। কখনও লাফিয়ে উঠে, কখনও পাশ ফিরে, কখনও ছুটে, কখনও বা বেঁকে সে নিপুণ ক্ষিপ্রতায় অসি চালাচ্ছে। তার অমিত বিক্রমে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে শত্রুরা।

তৃতীয়বারের এই আকাশবিদীর্ণকরা ভেরীর প্রত্যুত্তর অচিরেই পাওয়া গেলো। তুষারের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দ শোনা গেলো। ডিকের ওপর নতুন করে আঘাত নেমে আসার আগে, অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্যেই, অরণ্যের আশপাশ থেকে বন্যাধারার মতো অশ্বারোহী সৈন্যরা ছুটে এলো। কারো হাতে খোলা তরোয়াল, কারো হাতে ঝকঝকে ধারালো বর্শা।

অশ্বারোহী সৈন্যরা শত্রুদের ঘিরে ধরতে না ধরতেই পদাতিক সৈন্যরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিলো। শত্রুরা যখন দেখলো সংখ্যায় তারা এমনই নগণ্য যে এ যুদ্ধে জেতা, এমন কি পালানোরও আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন তারা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ভেরী বাজিয়েছিলো যে লোকটি, সে তখন আদেশ দিলো, 'এদের সবাইকে বাঁধো।'

অবিলম্বে তার আদেশ যথাযথ ভাবে পালিত হবার পর সে ডিকের কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকালো।

ডিকও লোকটার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো। দুর্জয় সাহস আর সুনিপুণ দক্ষতায় এতক্ষণ যে একাই এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো বয়সে সে প্রায় তারই মতন। কিন্তু তার দেহটা একটু বিকৃত—একটা কাঁধ অন্য কাঁধটার চেয়ে উঁচু, মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ আর ম্লান, তবে চোখদুটো আশ্চর্য উজ্জ্বল আর তার সেই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে অসম্ভব একটা মানসিক দৃঢ়তা।

ডিকের কাঁধে হাত বেঁধে তরুণ বললো, 'তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলে, নইলে হয়তো অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারতো।'

'না, স্যার,' সসম্ভ্রমে ডিক বললো, কেননা সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলো অসমসাহসী কোনো ব্যক্তিত্বের সামনে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আপনি নিজে যে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাচ্ছেন, তাতে একাই ওদের পরাস্ত করতে পারতেন। তাছাড়া আপনার লোকজনেরাও ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলো।'

'তুমি আমার পরিচয় জানলে কেমন করে?'

'বিশ্বাস করুন, আমি এখনও পর্যন্ত জানি না কার সঙ্গে কথা বলছি।'

'তাই নাকি! কিছু না জেনেই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তুমি আমার পক্ষে যোগ দিয়েছিলে।'

'আমি দেখলাম এতজনের বিরুদ্ধে একজন মাত্র লোক লড়াই করছে। সুতরাং তার পক্ষে যোগ না দেওয়াটা আমার কাছে অসম্মানজনক।'

'বাঃ, কথাটা সত্যিই একজন বীরের মতো!' তরুণের ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন একটা হাসি। 'কিন্তু তার আগে জানা দরকার তুমি কোন্ দলে— ল্যাঙ্কাস্টার, না ইয়র্ক?'

'আপনার কাছে আমি গোপন করবো না—সত্যি বলতে কি, আমি ইয়র্কদের সমর্থন করি।'

তরুণ চকিতে উল্লসিত হয়ে উঠলো। 'বাঃ, চমৎকার, এই তো চাই!' তারপর সৈন্যদের দিকে ফিরে সে হুকুম করলো, 'এই লোকগুলোকে ফাঁসি দাও।

শত্রুদের মধ্যে যে পাঁচজন তখনও বেঁচে ছিলো, তীরন্দাজদের কয়েকজন এগিয়ে এসে সেই পাঁচজনকে মোটা মোটা পাঁচটি গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে তাদের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এক-একটা ডালে ঝুলিয়ে দিলো।

তরুণ যোদ্ধাটি তার সৈন্যদের বললো, 'ঠিক আছে, এবার তোমরা যে যার জায়গায় ফিরে যাও। কিন্তু এখন থেকে খুব হুশিয়ার থেকো। ডাকা মাত্তরই যেন সাড়া পাই।'

সৈন্যদের একজন বললো, 'লর্ড ডিউক, আমি আবার আপনাকে মিনতি করছি, এখানে আর একা থাকবেন না, অন্তত কয়েকজনকে সঙ্গে রাখুন।'

'দ্যাখো বাপু, তোমরাই কাজে গাফিলতি করেছো, তবু তোমাদের বকিনি। কাজেই আমার মুখের ওপর আর কথা বলতে এসো না। আমার এই দুখানা অস্ত্রের ওপর আমি যথেষ্ট নির্ভর করি। আমি ভেরী বাজানো সত্ত্বেও তোমরা ঠিক সময়ে আসতে পারোনি, এখন এসেছ আমাকে পরামর্শ দিতে? চিরকাল অবশ্য এমনটাই ঘটে—যুদ্ধের বেলায় আসো পরে, আর কথার বেলায় আসো আগে। এখন থেকে বরং এর উলটোটাই করার চেষ্টা করো।'

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই সৈন্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ততক্ষণে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে রোদ ফুটেছে। তারাগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা তুজন তুজনকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেলো।

তরুণ যোদ্ধাটি বললো, 'আমার প্রতিহিংসা যে খোলা তরোয়ালের মতো নগ্ন, তা তো তুমি নিজে চোখেই দেখতে পেলে। তা বলে কিন্তু ভেবো না আমি অকৃতজ্ঞ। সাহস আর শক্তি নিয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে...আমার বিকৃত দেহ দেখে যদি তোমার ঘৃণা না হয়, তাহলে এসো আমার বুকে।'

এই কথা বলে তরুণ তার হাতত্নটো ডিকের দিকে বাড়িয়ে দিলো। ডিকের মন তখন সত্যিই কেমন যেন একটা আতঙ্ক আর প্রচ্ছন্ন ঘৃণায় ভরে উঠেছিলো। তবু শোভনতার জন্যেই সে লোকটাকে এড়াতে পারলো না।

তরুণের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার পর ডিক জিগেস করলো, 'আপনিই কি গ্লসেস্টারের লর্ড ডিউক?'

'হ্যাঁ, আমিই গ্লসেস্টারের রিচার্ড। তোমার নাম কি?'

'আমার নাম রিচার্ড শেলটন।'

'বাঃ, তাহলে আমাদের তুজনের নামই দেখছি রিচার্ড! শোনো শেলটন, আজই আমার ভাগ্য-পরীক্ষার দিন। আজকের যুদ্ধে যারা জয়লাভ করবে, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন হবে তাদেরই। ওই সোরবি শহরে রয়েছে আমার শত্রু ল্যাঙ্কাস্টারের দল। ওদের পক্ষে রয়েছে তুজন স্বদক্ষ সেনাপতি—আর্ল রাইজিংহাম আর ড্যানিয়েল বার্কলে। কিন্তু সোরবির একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে নদী—তুদিক থেকেই ওদের পালাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ। এখন এই পথটাই ওদের একমাত্র ভরসা। আমি ভেবেছি এই পথেই অতর্কিতে হানা দিয়ে ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেবো।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ভেবেছেন, লর্ড ডিউক।' গাঢ় স্বরে ডিক বললো। 'কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, ওদের এই মুহূর্তে আক্রমণ করা উচিত। এখন সবে সকাল, প্রহরীরা তেমন সতর্ক হয়ে নেই। রাতের প্রহরীরা অস্ত্র-শস্ত্র রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাই আক্রমণের এটাই সবচাইতে উপযুক্ত সময়।'

'সংখ্যায় ওরা কত হবে বলে তোমার মনে হয়?'

'হাজার তুয়েক।'

এখন এই বনে লুকিয়ে রয়েছে আমার সাতশো সৈন্য। কেটলে থেকে শীগগিরই এসে পৌঁছবে সাতশো। ওদের পেছন পেছন আরও চারশো। তুপুরের আগে হলিউড থেকে লর্ড ফক্সহাম নিয়ে আসবেন পাঁচশো সৈন্য। আমরা এখনই ওদের আক্রমণ

করবো, না সৈন্যরা এসে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো ?'

'লর্ড ডিউক', বিবেচকের মতো ডিক জবাব দিলো, 'আপনি যখন ওই পাঁচজন লোককে ফাঁসি দেন, তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গ্যাছে। সঙ্গীদের ফিরতে না দেখে চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবে। সুতরাং ওদের সতর্ক হয়ে ওঠার আগেই, অতর্কিতে আক্রমণ করার এর চাইতে উপযুক্ত সময় আপনি আর পাবেন না।'

'হ্যা শেলটন, তুমি ঠিকই বলেছো। আশা করি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সোরবিতে পৌছে যাবো। হলিউডে লর্ড ফক্সহ্যামের কাছে আমি এখুনি দূত পাঠাচ্ছি, কেটলেও লোক দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি যাতে ওরা তাড়াতাড়ি এসে পৌছতে পারে।'

কথাটা বলেই ডিউক খুব জোরে একবার ভেরী বাজালেন।

এবার কিন্তু সৈন্যদের এসে পৌছতে খুব একটা সময় লাগলো না। দেখতে দেখতে সেণ্ট ব্রিজস্ ক্রসের আশপাশটা অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্যতে একেবারে ঠেসে গেলো। তাদের মধ্যে থেকে ডিউক কয়েকজনকে বেছে নিয়ে একটা দলকে পাঠালেন হলিউডের দিকে, অন্য দলটাকে পাঠালেন কেটলের পথে, তারপর বাকি সৈন্যদের নিয়ে উঁচু সড়ক ধরে তিনি চললেন সোরবি শহরের দিকে।

ডিউক রিচার্ড আর ডিক—দুজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সৈন্যদের পুরোভাগে। ওদের পেছনে রয়েছে অশ্বারোহী সৈনিক, তারও পেছনে পদাতিক বাহিনী। ডিউকের পরিকল্পনা খুবই স্পষ্ট—অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে অতর্কিতে সরাসরি শহর আক্রমণ করে এগিয়ে যাবে আর দুদিক থেকে শহরটাকে ঘিরে ফেলে পদাতিক বাহিনী বাকি কাজটা সুসম্পন্ন করবে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময়েই সোরবি শহরটাকে স্পষ্ট দেখা গেলো। কুয়াশার মতো তুষারের হালকা আবরণের মধ্যে সকালের সোনালী রোদ ঝলমল করছে। তুষার-ছাওয়া প্রায় প্রতিটা বাড়ির চিমনি থেকেই উঠছে ধোঁয়ার কালো রেখা।

ডিকের দিকে ফিরে ডিউক বললো, 'আজ দুজন রিচার্ডের নামই লোকে বেশি করে শুনবে। অস্ত্রের ঝনঝনার চাইতে আমাদের নামই লোকের কানে বাজবে বেশি করে।'

ডিক মনে মনে ভাবলো আর একটু পরেই তুষার-ছাওয়া এই শান্ত প্রকৃতির বুকে নেমে আসবে যুদ্ধের কালো ছায়া।

সাত / সোরবির যুদ্ধ

সারাটা পথ অতিক্রম করে এসে ওরা সবে যখন শহরে প্রবেশ করতে যাবে, দূর থেকেই শুনতে পেলো লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি আর গোলমাল। ওরা যত দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে, গোলমাল তীব্র থেকে ততই তীব্রতর হয়ে উঠছে। হঠাৎ গির্জার চূড়া থেকে ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগলো। ওরা বুঝতে পারলো শত্রুরা ওদের আসার খবর টের পেয়ে গেছে।

তরুণ ডিক দাঁতে দাঁত ঘষলো। শত্রুরা যদি সত্যিই আগে থেকে টের পেয়ে থাকে, আর আঘাত হানার আগেই যদি শহরের একটা অংশ দখল করে আমরা সেখানে ঘাঁটি গাড়তে না পারি, তাহলে আমাদের সাতশো সৈন্যের এই দলটাই একেবারে মাঠে মারা যাবে।

ওদিকে সোরবি শহরে ল্যাঙ্কাস্টার দলের সৈন্যরা কিন্তু আদৌ প্রস্তুত অবস্থায় ছিলো না। খুব বেশি হলে জনা-পঞ্চাশেক অশ্বারোহী সৈনিক কেবল শহরটাতে পাহারা দিচ্ছিলো। ঘণ্টার শব্দ শুনেই তারা তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে লাগলো আর শহরের লোকজনেরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে যে যার প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাতে লাগলো।

সসৈন্যে ডিউক যখন সবে শহরে ঢুকতে যাবে, একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাদের বাধা দিলো। কিন্তু ওরা আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলো না, ঝড়ের মুখে শুকনো কুটোর মতো উড়ে গেলো। উন্মুক্ত হয়ে গেলো শহরের ঢোকার পথ।

সামান্য কিছুটা যাবার পর ডিক ইঙ্গিতে ডিউককে শহরের ডান দিক দিয়ে ঘুরে যাবার পরামর্শ দিলো। ডিউকও সেই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ডিকের পরামর্শমতো সৈন্যদের ঘুরে যাবার নির্দেশ দিলো। সৈন্যদলের দীর্ঘ সারিটাকে মনে হচ্ছে যেন একজনই মাত্র ঘোড়সওয়ার, ঝড় উড়িয়ে ছুটে চলেছে শহরের দিকে। কেবল জনা কুড়ি অশ্বারোহী সৈন্য পাহারায় রইলো শহরের মুখটাতে। সেনাবাহিনীর এই হঠাৎ দিক পরিবর্তনে শত্রুরা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলো, তারা আশা করেছিলো, গ্লসেস্টারের সৈন্যরা বুঝি এই পথেই শহরে প্রবেশ করবে। কিন্তু ওদের ঘুর পথে যেতে দেখেই ল্যাঙ্কাস্টার দলের কয়েকজন তখনই পড়ি কি মরে করে সোজা পথে শহরের দিকে ছুটে গেলো খবরটা দেবার জন্যে।

এদিকে ডিউক প্রায় বিনা-বাধায় শহরের এক-চতুর্থাংশ দখল করে নিলো। এই

অংশে যেখানে পাঁচটা রাস্তা এক জায়গায় মিশেছে, সেই পাচ-মাথার মোড়ে ছিলো একটা ভাঁটিখানা। গ্লসেস্টারের ডিউক সেই ভাঁটিখানাতেই সেদিনের মতো ঘাটি গাড়লো।

ডিককে ডেকে ডিউক বললো, 'দেখো শেলটন, এই যুদ্ধে যদি আমাদের জয় হয়, জেনো সেটা উভয় রিচার্ডেরই গৌরব। আমি বড় হলে তুমিও বড় হবে। একই সিঁড়ি বেয়ে আমরা অনেক অনেক ওপরে উঠে যাবো। যাও, এক দল সৈন্য নিয়ে সোজা ওই পথে ছুটে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ডিক একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে শহরের দিকে ছুটে গেলো।

ডিক চলে যেতেই রিচার্ড শীর্ণ চেহারার একজন তীরন্দাজকে কাছে ডেকে চুপিচুপি বললো, 'যাও ডাটন, শীগগির ওই ছেলেটাকে অনুসরণ করো। যদি দেখো যে ও বিশ্বস্ত, তাহলে ওকে রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপরে। ওকে যদি জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে আসতে না পারো, তাহলে কিন্তু তোমারই গর্দন যাবে। আর যদি ছাখো যে ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাহলে নির্দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে।'

ডিক ততক্ষণে রাস্তাটার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌচেছে। তু পাশেই সারি সারি ঘরবাড়ি থাকার জন্যে রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। রাস্তার শেষেই বাজার। বাজারে তখন লোকজনের অসম্ভব ভিড়। সবাই মিলে জটলা পাকিয়ে যুদ্ধের কথা বলাবলি করছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেই ডিকের শত্রুসৈন্য বলে মনে হলো না। শখানেক সৈন্যকে বাজারের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ডিক এখানেই ওৎ পেতে রইলো।

এদিকে সারা শহর জুড়ে গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা ক্রমশই বেড়ে উঠছে। গির্জার চূড়ায় ঘণ্টাটা একটানা বেজে চলেছে, শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন ভেরী আর ঘোড়ার খুরের শব্দ। মেয়েদের কান্না আর পুরুষদের চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতাই দায়। ধীরে ধীরে একসময়ে হৈ-হট্টোগোল থেমে গেলো, তার পরিবর্তে শোনা গেলো রণহুঙ্কার। বাজারে তখন এক এক করে জমতে শুরু করেছে ল্যাঙ্কাস্টার দলের সশস্ত্র সৈন্য আর তীরন্দাজেরা। সার বেঁধে দাঁড়ানো অধিকাংশ সৈন্যদেরই গায়ে লাল-নীল উর্দি। এই দলটাকে যিনি পরিচালনা করছেন, তিনি হলেন স্বয়ং স্যার ড্যানিয়েল।

সৈন্য পরিদর্শন শেষ করে স্যার ড্যানিয়েল চোখের পলক পড়ার আগেই ডিকের সৈন্যদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। ডিকের আক্রান্ত সৈন্যরা যেন ভয় পেয়ে সংকীর্ণ রাস্তাটার মুখ থেকে বেশ খানিকটা পেছিয়ে গেলো। স্যার ড্যানিয়েলের সৈন্যবাহিনী ওদের তাড়া করে রাস্তার ভেতরে ঢুকতেই ডিক বাজারের চারদিক

থেকে ওদের ঘিরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো তুমুল যুদ্ধ। শুধু রাস্তার দু মুখে নয়, আশপাশের খালি বাড়িগুলোর জানলা থেকেও শন্ শন্ শব্দে ছুটে এলো ঝাঁক ঝাঁক তীর। রোদ্দুরে ঝিকমিক করতে লাগলো তরোয়াল আর বর্শা-ফলাগুলো। দেখতে দেখতে অস্ত্রের ঝনঝনা, ঘোড়ার খুরের শব্দ, মুমূর্ষুর আর্তনাদ, রক্তাক্ত ঘোড়া আর মৃতদেহে রণাঙ্গনটা ভরে উঠলো।

এরই ফাঁকে একসময়ে ডিক দেখলো তুষার আর রক্তের কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা বাজারটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে, পেছু হটতে শুরু করে শত্রুসৈন্য।

ল্যাঙ্কাস্টারের দলকে পরাজিত করে ডিক যখন ডিউকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তার অবশিষ্ট রয়েছে প্রায় সত্তরজন সৈন্য।

ওদিকে বেলা যত বাড়ছে, দু পক্ষেরই সৈন্যদল তত ভারি হয়ে উঠছে, তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে যুদ্ধোন্মাদনা। যুদ্ধ এখন ছড়িয়ে পড়েছে সারাটা শহর জুড়ে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কার আর তুমুল রলোরোল। দুপক্ষের চার নিপুণ সেনাপতি—ডিউক রিচার্ড, লর্ড ফক্সহাম, লর্ড রাইজিংহাম আর স্যার ড্যানিয়েল—এমন সুনিপুণ কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, মনে হচ্ছে এই বুঝি এ পক্ষের জয় হলো, পরক্ষণেই দেখা গেলো ওরা পেছু হটছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিলো। নিরীহ লোকজনেরা সব ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছুটোছুটি করছে। মৃতদেহে রাস্তাঘাট যত ভরে উঠছে, সৈন্যরা ততই মাতাল আর বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে, লুটপাট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দুপুরের দিকে ল্যাঙ্কাস্টারের দল সম্পূর্ণ পরাস্ত হলো। লর্ড আর্ল রাইজিংহ্যামের এত বেশি সৈন্য নষ্ট হলো যে তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। ডিউক রিচার্ডের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে লড়াই করতে করতেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। গ্লসেস্টারের ডিউক রিচার্ড, সেই প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে পরবর্তীকালে রাজা তৃতীয় রিচার্ড রূপে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিন তিনি ডিকের জন্যেই জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। সেই যুদ্ধে ডিকও আহত হয়েছিলো। তরোয়ালের আঘাত ছাড়াও আতর্কিতে একটা তীর এসে বিঁধেছিলো তার হাতে।

এদিকে ডিক যখন তার সৈন্যবাহিনীকে এক জায়গায় সমবেত হবার আদেশ দিলো, শীর্ণ চেহারার একজন তীরন্দাজ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো তার কনুইয়ের ক্ষত-স্থানটা বেঁধে দেবার জন্যে। লোকটার নাম ডাটন, যাকে ডিউক পাঠিয়েছিলো ডিকের ওপর নজর রাখার জন্যে।

ক্ষতস্থানটা বাঁধতে বাঁধতে ডাটন চুপিচুপি ডিককে বললো, 'সত্যিই আপনি আজ মাথা খাটিয়ে ভারি চমৎকার যুদ্ধ করেছেন! চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এভাবে

আক্রমণ না করলে ওদের এত সহজে হারানো যেতো না। ওদের সেনাপতি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও, দ্বিতীয়বার আর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। এই যুদ্ধে শুধু ইয়র্করাই জয়ী হয়নি, সেই সঙ্গে জয়ী হয়েছেন আপনি নিজেও। আপনার মতো এত তাড়াতাড়ি আর কেউ ডিউকের মন গলাতে পারেনি। তিনি আপনাকে না চেনা সত্ত্বেও বিরাট একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এবং সে দায়িত্ব আপনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেন। তবু অনুগ্রহ করে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। কোথাও এতটুকু ভুলচুক হলে জানবেন আপনার মৃত্যু অবধারিত।'

'তার মানে!' ডিক খুব অবাক হয়েই লোকটার মুখের দিকে তাকালো।

উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি আপনার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখি, তাহলে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিই।'

'আমার পিঠে ছুরি বসাতে বলেছে তোমাকে!' ডিক এমন ভাবে কথাটা বললো যেন তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ডাটন বললো, 'হ্যাঁ। কথাটা আমার ভালো লাগেনি, তাই আপনাকে বললাম। আমাদের কুঁজোপিঠ ডিউকটি যেমন সাহসী, তেমনি সুনিপুণ যোদ্ধা বটে, কিন্তু উনি খোসমেজাজেই থাকুন বা রেগেই থাকুন, প্রতিটা কাজ ওঁর নির্দেশমতো হওয়া চাই। কোথাও একচুল এদিক-ওদিক হলে মৃত্যু অবধারিত।'

'যদি তাই হয়, এ রকম একটা নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোকের নেতৃত্ব তোমরা মেনে নেবে?'

'নিশ্চয়ই। অন্যায় করলে উনি যেমন শাস্তি দিতে জানেন, তেমনি যোগ্যতার প্রকৃত মূল্য দিতেও কখনো দ্বিধা বোধ করেন না। আপনি নিজেও আজ যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, দেখবেন উনি আজ তার মূল্য হাতে হাতেই মিটিয়ে দেবেন।'

কথা না বাড়িয়ে ডিক তার দলবল নিয়ে ফিরে চললো পাচমাথার মোড়ে, সেই প্রধান ঘাঁটিটার দিকে। কিন্তু সেখানে ডিউককে না পেয়ে ঘাঁটি আগলে থাকা সৈন্যদের নির্দেশ মতো সে বন্দরের দিকে এগিয়ে চললো। এবার ধ্বংসের প্রকৃত চেহারাটা তার চোখে পড়লো। দাউ দাউ করে জলছে ঘরবাড়ি, পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বউ ছেলে মেয়েরা সব ছুটছে। দোকান-পাট ভেঙে সব ছত্রখান, অবাধে চলছে লুঠ-তরাজ। বিজয়ীদের তূর্যনিনাদে ডিক বুঝতে পারলো যুদ্ধ করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বন্দরের চেহারাটাই সবচাইতে ভয়াবহ। রক্তে পিছল হয়ে উঠেছে পথঘাট, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র মৃতদেহ। ইয়র্ক দলের সৈন্যদের মধ্যে থেকে ডিক যখন ডিউককে খুঁজে পেলো, ডিউক তখন নিজে বন্দী সৈন্যদের ফাঁসি দেওয়ার কাজ

তদারক করছে।

ডিককে দেখেই ডিউক রক্তাক্ত দেহে, রক্তমাখা খোলা তরোয়াল হাতে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। 'তোমার খবর আমি আগেই পেয়েছি, এবং তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আজকের এই যুদ্ধজয়ের পুরস্কার ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইলো, স্যার শেলটন! হ্যাঁ, এই যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি তোমাকে 'নাইট' উপাধি দিলাম। তোমার মতো আমার যদি দশজন সেনাপতি থাকতো, আমি এই মুহূর্তে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেতাম।'

'আপনি যখন এতই অনুগ্রহ করলেন, আমাকে আর সামান্য একটু অনুগ্রহ করুন, ডিউক।'

'নিশ্চয়ই, সানন্দে। কি চাই বলো?'

'স্যার ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে এখনও আমার প্রতিশোধ নেয়া হয়নি। উনি যে শুধু আমার পিতার হত্যাকারী তাই নয়, আমি যাকে ভালোবাসি সেই কুমারী মেয়েটি এখনও রয়েছে ওঁর কবলে। জনা পঞ্চাশেক বাছাই সৈন্য নিয়ে আমি এখুনি ওঁর সমুদ্রের ধারের বাড়িটা আক্রমণ করে ওকে উদ্ধার করতে চাই।'

'এটা কোনো অনুগ্রহ নয়, স্যার শেলটন। তুমি নির্দ্বিধায় যতখুশি সৈন্য সঙ্গে নিতে পারো।' তারপর ডিউক পাশের একজনকে হুকুম করলো, 'ক্যাটসবি, সব-চাইতে ভালো ঘোড়সওয়ার আর অস্ত্রশস্ত্র এখুনি একে বাছাই করে দাও।' শেষে ডিকের দিকে ফিরে বললো, 'কিন্তু মনে রেখো, ড্যানিয়েল বার্কলের মাথাটা আমার চাই।'

সবচেয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ডিক তখুনি সমুদ্রের ধারের সেই বাড়িটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু রাস্তা থেকে ডিক দেখতে পেলো তাদের সৈন্যরাই বাড়িটা লুট করছে, দরজা-জানলা ভাঙছে, জিনিসপত্র সব টেনে নামাচ্ছে। অজানা একটা আশঙ্কায় ডিকের বুক কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে ডিক পাগলের মতো ছুটে গেলো। দেখলো সদর দরজাটা হাট হাট করে খোলা। একসঙ্গে দুটো করে কাঠের সিঁড়ি টপকে সে তেতলার সেই ঘরটাতে এলো, যেখানে দুদিন আগে জোয়ানা তাকে পরদার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সেই ঘরটা তো দূরের কথা, প্রতিটা ঘর, এমন কি আনাচ-কানাচ খুঁজেও সে কাউকে দেখতে পেলো না। বিহ্বল হয়ে ডিক খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তার কেমনই যেন মনে হলো স্যার ড্যানিয়েল তাঁর দলবল নিয়ে এখান থেকে সরে পড়েছেন। কিন্তু তাই যদি হয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি শহর ছেড়ে পালালেন কি করে?

রাগে দুঃখে হতাশায় কাঁপতে কাঁপতে আবার নিচে নেমে এলো। লুট করতে থাকা সৈন্যদের একজনকে সে জিগেস করলো, 'তোমরা এখানে ঢোকার আগে এ বাড়িতে কেউ ছিলো?'

'না, স্যার।'

'কোনো মহিলা?'

'কই, না তো!'

'তাহলে তোমরা কাউকেই দ্যাখোনি?'

'গির্জার মধ্যে শুধু বাগানের বুড়ো মালিটা লুকিয়ে ছিলো।'

'সেই বুড়োটা এখন কোথায়?'

গির্জার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, স্যার।'

ডিক তখুনি আবার ছুটে গেলো গির্জার দিকে। মালিটাকে খুঁজে পেতেও তার বিশেষ অসুবিধা হলো না। বুড়োর জামার কলারটা চেপে ধরে ডিক রুক্ষ স্বরে জিগেস করলো, 'তুমি স্যার ড্যানিয়েলকে চেনো?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বললো, 'চিনি।'

'উনি এখন কোথায়?'

'সৈন্যরা এখানে ঢোকার আগেই উনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গ্যাছেন।'

'পালিয়ে গ্যাছেন! তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ওঁর সঙ্গে কি মেয়েরা কেউ ছিলো?'

'অত আমি লক্ষ্য করিনি। তবে সঙ্গে জনাকুড়ি ঘোড়সওয়ার আছে।'

'ওরা কোন দিকে গ্যাছে বলতে পারো?'

'শহরের পেছন দিয়ে ঘুরে হলিউডের দিকে গ্যাছে। গির্জার চূড়ায় উঠলে আপনি এখনও ওদের দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ। তুমি মিথ্যে বলছো না, সেটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি।'

ডিক তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত সেই দিকে ছুটে চললো।

আট / রাতের অরণ্যে

স্যার ড্যানিয়েলের গন্তব্যস্থল যে মোট-হাউস সেটা বুঝতে ডিকের কোনো অসুবিধে হয়নি এবং প্রচণ্ড তুষারপাত সত্ত্বেও, তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্যে উঁচু সড়ক ছেড়ে উনি যে বনের পথ ধরবেন, সেটাও সুনিশ্চিত।

এখন ডিকের সামনে দুটো পথ খোলা রয়েছে—হয় বনের পথ ধরে স্যার ড্যানিয়েলকে অনুসরণ করা, তাতে হয়তো আজ রাতেই তাঁর সঙ্গে কোনো একটা জায়গায় দেখা হয়ে যেতে পারে ; নয়তো উঁচু সড়ক ধরে এগিয়ে গিয়ে মাঝামাঝি একটা জায়গায় শত্রুর জন্যে ওত পেতে থাকা। তবে উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হবে জোয়ানাকেও। তবু এ ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই, কেননা স্যার ড্যানিয়েল একবার যদি কোনো রকমে মোট-হাউসে ঢুকতে পারেন, সেখানে তাঁকে পরাস্ত করা খুবই কঠিন হবে এবং জোয়ানাকে উদ্ধার করার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

তখনও পর্যন্ত ডিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, অথচ দেখতে দেখতে ওরা বনের ধারে এসে পৌঁছলো। আর একটু এগিয়ে তুষারে ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে বোঝা গেলো স্যার ড্যানিয়েলের দলটা বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে সোজা বনের মধ্যে ঢুকেছে। এখান থেকে দলটা সরু হয়ে দীর্ঘ একটা সারির সৃষ্টি করেছে, যাতে গাছপালার মধ্যে দিয়ে সহজে যাওয়া যায়। পত্র-পল্লববিহীন গাছের শীর্ণ ডালপালা-গুলো অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলোয় তুষারের ওপর যেন ছায়ার ঘন একটা জাল বিছিয়ে রেখেছে।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। নিজেদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। পায়ের দাগ অনুসরণ করে চলতে চলতে একসময়ে ওরা হলিউডে যাবার বড় রাস্তাটায় এসে পড়লো। এখানে আসার পর ডিক মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো—দুটো পন্থারই সুবিধে-অসুবিধে যখন সমান সমান, তখন উঁচু সড়ক পথে না গিয়ে সোজা বনের পথেই সে স্যার ড্যানিয়েলকে অনুসরণ করবে। তাই রাস্তা পেরিয়ে ওরা আবার বনের পথ ধরলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর ওরা বনের একেবার মাঝখানে গিয়ে পড়লো, যেখানে ঘোড়ার পায়ের দাগ হঠাৎ একরাশ ভাঙা ঝিনুকের মতো এলোমেলো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনটে ধরে এগুবে ঠিক বুঝতে না পেরে ডিক লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো।

শীতের দিনের বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল করে একটু আগেই বেলাশেষের সূর্যটা অস্ত গেছে বনের ওপারে। রিক্ত ডালপালার সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে তুষারের বুকে।

একটু নীরবতার পর ডিক বললো, 'ওরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। কোন দিকে গ্যাছে কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো, আমরা বরং হলিউডের দিকেই এগিয়ে যাই। টানস্টলের চেয়ে সেটা অনেক কাছে হবে।'

সুতরাং তারা বাঁ দিকে ঘুরে আবার বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে এলো। এতক্ষণ ধরে তুষারে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ওরা যে পথ চলছিলো, অরণ্যে আঁধার ঘনিয়ে আসার ফলে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। তবু আন্দাজেই তুষারের স্তূপ ঠেলে ঠেলে ওরা আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করে গেলো, শেষে এমন একটা সময় এলো যখন তাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। সুতরাং চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইলো না।

ডিক তখন বাধ্য হয়েই অন্ধকার বনের মধ্যে ছাউনি গাড়লো। ফাঁকা একটা জায়গায় তুষার সরিয়ে সৈন্যরা আগুন জ্বাললো, তারপর সেই আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে সঙ্গে যা সামান্য খাবারদাবার ছিলো তাই খেতে লাগলো। দানাপানি আর একটু বিশ্রাম পেয়ে ঘোড়াগুলোও খুশি হলো।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে চাঁদ উঠলো। বিচিত্র সব পতঙ্গের ডাক ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটু পরে ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ফুটে উঠলো তুষার-ছাওয়া অরণ্যের একটা আশ্চর্য রূপ। এখন গাছগুলোকে শুধু আলাদা করে চেনা যাচ্ছে তাই নয়, ফাঁকার মধ্যে দিয়ে অনেক দূর পর্যন্তও দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই ডিক লাফিয়ে উঠলো। কাউকে কিছু না বলে কাছাকাছি সবচেয়ে উঁচু যে ওক গাছটা ছিলো, তার একেবারে মগডালে সে উঠে গেলো। চারদিক বেশ ভালো করে তাকাতেই ডিক বুঝতে পারলো জায়গাটা তার একেবারে অচেনা নয়। এই জঙ্গলেই সে জন ম্যাচামের সঙ্গে পালাতে গিয়ে কালো তীরের পাল্লায় পড়েছিলো। হঠাৎ অনেক অনেক দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোর একটা বৃত্ত দেখতে পেলো এবং বৃত্তের আকৃতি দেখে ডিকের দূরত্ব অনুমান করে নিতেও কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু এই ভাবনাটা কেন আগে মাথায় অসেনি ভাবতেই তার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করলো। স্যার ড্যানিয়েলের তাঁবুর আগুনটা যদি তার আগে চোখ পড়তো, তাহলে অনেকক্ষণ আগেই সে রওনা হয়ে যেতে পারতো। তাছাড়া এ রকম একটা ফাঁকা জায়গায়

তার নিজেরও আগুন জ্বালানো উচিত হয়নি। তবু এখনও সময়ও আছে, চেষ্টা করলে হয়তো ওদের যাত্রা শুরু করার আগেই সেখানে পৌছতে পারবে।

তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ডিক দলবল নিয়ে ছুটলো নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আগুনটা সম্ভবত কোনো টিলার আড়ালে থাকার জন্যে নিচে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝলমল করছে। মাইল খানেক পথ যাবার পর ডিক একটা চড়াই থেকে আলোটা স্পষ্ট দেখতে পেলো।

আরও খানিকটা পথ যাবার পর তুষারের ওপর অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের দাগ চোখে পড়লো। দাগগুলো দেখে ডিক মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তার ধারণার চাইতে ওরা যে সংখ্যায় অনেক বেশি সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের দাগ অনুসরণ করেই ডিক এগিয়ে চললো। দূরত্ব যত কমে আসছে, আগুন-টাকে তত বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একসময়ে তারা গাছপালার ফাঁকে কালো ধোঁয়াও দেখতে পেলো।

এই পর্যন্ত এসে ডিক তার সৈন্যদের থামতে বললো, নির্দেশ দিলো খুব সন্তর্পণে শত্রু-ঘাঁটিটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে, তারপর নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো আগুনটাকে লক্ষ্য করে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ডিক এবার খুব কাছ থেকেই সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেলো। বনের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গাতে, তিনদিকেই ঝোপঝাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা পাহাড়ী টিলার ঢালুতে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। শুকনো ডালপালায় সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। অরণ্যের নিস্তব্ধতায় সেই সামান্য শব্দকেও মনে হচ্ছে বুঝি অসম্ভব জোরালো। আগুনের চারপাশে ঘিরে বসে রয়েছে জনা দশ-বার লোক, সবারই গায়ে রয়েছে শীতের পোশাক। ডিক খুব অবাক হয়েই চারদিকে তাকালো, কিন্তু কোথাও কোনো ঘোড়া দেখতে পেলো না। এটা স্যার ড্যানিয়েলের নতুন কোনো দুরভিসন্ধি কিনা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। আগুনের সবচেয়ে কাছে বসে দীর্ঘকায় যে লোকটা হাত সেঁকছে, ডিক তাকে চিনতে পারলো। লোকটা তার দীর্ঘদিনের পরিচিত বন্ধু এবং শত্রু—বেনেট হ্যাচ। আর তার থেকে একটু তফাতে বসে রয়েছে জোয়ানা সেডলে আর লেডি ড্যানিয়েল।

সেই মুহূর্তে ডিকের প্রথম যে কথাটা মনে হলো—একবার যখন দেখতে পেয়েছি, যে ভাবেই হোক, জোয়ানাকে সবার আগে এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে।

নিঃশব্দে ঘোড়া থামিয়ে ডিক যখন এই সব ভাবছে, হঠাৎ তার সৈন্যরাই মৃদু

শিস দিয়ে জানান দিলো যে তারা প্রস্তুত।

শিস শুনেই বেনেট চমকে লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই ডিক চিৎকার করে বললো, 'বেনেট, বেনেট, শোনো! তুমি আত্মসমর্পণ করো। মিছিমিছি এতগুলো লোকের রক্তপাত ঘটাতে যেও না। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না।'

'ডিক, মাস্টার শেলটন, তুমি!'

'হ্যাঁ, বেনেট।'

'কিন্তু তুমি আমাকে কেমন করে আত্মসমর্পণ করার কথা বলছো, ডিক? আমার পক্ষে তা সত্যিই সম্ভব নয়। তোমার কতজন সৈন্য আছে?'

'পঞ্চাশ জন। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, বেনেট। একটা তীরের পাল্লার দূরত্ব রেখে ওরা চারদিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

বেনেট বললো, 'ডিক, আমি যোদ্ধা। আত্মসমর্পণ আমি করতে পারি না। আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন!' কথাটা বলেই বেনেট শিঙায় ফুঁ দিলো।

মুহূর্তের জন্যে ডিক ইতস্তত করলো, কেননা মেয়েদের জন্যে সে কিছুতেই আক্রমণের নির্দেশ দিতে পারলো না। এদিকে বেনেটের ছোট দলটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছে, ব্যস্ততার সেই মুহূর্তে জোয়ানা চকিতে লাফিয়ে উঠে তীরের মতো দ্রুত বেগে ডিকের কাছে ছুটে এলো।

'ডিক, ডিক, লক্ষ্মীটি···শীগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। নইলে স্যার ড্যানিয়েল এখুনি তাঁর দলবল নিয়ে এসে পড়বেন।'

লেডি ড্যানিয়েলের জন্যে ডিক তখনও ইতস্তত করছিলো, মনের দিক থেকে সে কিছুতেই তার সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে পারছিলো না। ওদিকে তার সৈন্যেরা যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তখন স্যার ড্যানিয়েলের সৈন্যেরাই হঠাৎ প্রথম আক্রমণ করে বসলো এবং কার যেন আর্তনাদ শুনে ডিকের চমক ভাঙলো। চকিতে সে চিৎকার করে উঠলো, 'ঝাঁপিয়ে পড়ো ভাই সব! মনে রেখো, আজকের বিজয়ী ইয়র্ক দলের সম্মান যেন না ক্ষুণ্ণ হয়। বীরবিক্রমে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কেউ যেন জীবন নিয়ে না পালাতে পারে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই ডিক দেখলো সাঁ করে ছুটে আসা একটা তীর বেনেটকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেলো।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতায় তুষারের বুকে শোনা গেলো অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। অত্যন্ত দ্রুত বেগে শব্দগুলো এই দিকেই এগিয়ে আসছে, শোনা যাচ্ছে ঘন

ঘন শিঙার মর্মভেদী আওয়াজ। আসলে ডিকদের জালানো আগুন দেখেই স্যার ড্যানিয়েলের অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে ওদের পরাস্ত করা যায়। সম্ভবত নিজের দলের আক্রান্ত হওয়ার সংকেত পেয়েই উনি এখন ফিরে আসছেন।

জোয়ানা আবার কাতর মিনতি জানালো, 'ডিক, লক্ষীটি চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই! স্যার ড্যানিয়েল এসে পড়লে তুমি আর কিছুতেই আমাকে ওঁর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

ধারকরা সৈন্যবাহিনীকে এভাবে বনের মধ্যে রেখে পালিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে যে কতটা লজ্জাকর, ডিক কেমন করে জোয়ানাকে বোঝাবে! অন্যদিকে জোয়ানাই বা কেমন করে জানবে গত কয়েক ঘণ্টায় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে কত কিছুই না উলোট পালট হয়ে গেছে। বেচারি হয়তো শুধু এই মুক্তির মুহূর্তটার জন্যেই ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থেকেছে। সুতরাং জোয়ানার এই তীব্র আকুতিকেও ডিক উপেক্ষা করতে পারলো না। তাই সুদক্ষ সহকারী ক্যাটসবিকে যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ডিক জোয়ানাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

রূপোলী জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া তুষার-ছাওয়া অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ডিক ঝড়ের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে হলিউডের দিকে, জোয়ানার অভিভাবক লর্ড ফক্সহামের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। গত কয়েক ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া তার জীবনে বিচিত্র সব ঘটনা, এমন কি 'নাইট' উপাধি পাওয়ার চাইতেও এই মুহূর্তে ডিকের সবচেয়ে বেশি করে যে কথাটা মনে পড়লো—এই সেই একই অরণ্যে, যেখানে তার জীবনের প্রথম সঙ্গী কিশোর জন ম্যাচামকে সে ভীষণভাবে হারিয়েছিলো, আজ সেই অরণ্য থেকেই তার জীবনের প্রথম সঙ্গিনী, রূপসী জোয়ানা সেডলেকে সে নিজে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছে ঘোড়ার পিঠে। অন্তত এই মুহূর্তে জোয়ানাকে সে খুশি করতে পেরেছে বলে ডিকের নিজেকেও অসম্ভব সুখী মনে হচ্ছে।

এখন আর অরণ্যে কোথাও ঘোড়ার খুরের শব্দ বা অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা যাচ্ছে না, এমন কি তাকে কেউ অনুসরণও করছে না। অরণ্যের নির্জনতা কিংবা তুষার-ঝরা রাত্রির শীতলতাও যেন তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

বন ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ার পর ডিক ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। সড়ক পথে হলিউড খুবই কাছে, চার পাঁচ মাইলের বেশি নয়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাওয়া পথটার উঁচু একটা চূড়ায় তারা যখন পৌছলো, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নিচের হলিউড শহরটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। উঁচু চূড়া গির্জার ঠিক মাথায় সোনার থালার মতো চাঁদটা স্থির হয়ে রয়েছে। গির্জায় কাচের প্রতিটি জানলায় প্রতিবিম্বিত

হচ্ছে আলোর রেখা। আতস বাজির আলোয় জেগে রয়েছে সারাটা শহর। বরফ জমা নদীটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে ছবির মতো সুন্দর শহরটার ঠিক মাঝখান দিয়ে।

ডিক বললো, 'আমার মনে হয় লর্ড ফক্সহামের প্রাসাদে ওরা বিজয় উৎসব করছে।'

শহরে পৌছনোর পর ডিক জানতে পারলো সোরবি থেকে বিজয়ী ডিউক রিচার্ড বিশ্রাম নেবার জন্যে লর্ড ফক্সহামের প্রাসাদে এসে পৌচেছে। তার জন্যেই এই আলোক উৎসবের ঘটা।

খবর পাঠানোর পর ডিককেও সাদর অভ্যর্থনা সহকারে প্রাসাদের একটা নিভৃত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে ক্লান্ত আহত ডিউক লর্ড ফক্সহামের সঙ্গে গল্প করছিলো। অবশ্য ডিউকের চেয়ে ডিকও কিছু কম ক্লান্ত শ্রান্ত নয়।

ডিককে দেখেই ডিউক জানতে চাইলো, 'কি খবর, স্যার শেলটন, ড্যানিয়েলের মাথা এনেছো?'

'না, ডিউক রিচার্ড,' অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই ডিক বললো, 'এমন কি আমি আমার সৈন্যদেরও সঙ্গে আনতে পারিনি।'

'কি ব্যাপার, আমি তো তোমাকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ, ডিউক রিচার্ড। কিন্তু জোয়ানাকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে আমাকে বাধ্য হয়েই...'

ডিক কথা শেষ হবার আগেই ফক্সহাম জিগেস করলেন, 'স্যার রিচার্ড শেলটন, সত্যিই কি তুমি মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছো?'

'হ্যাঁ, মাই লর্ড। ও এখন এই বাড়িতেই রয়েছে। অক্ষত অবস্থায় ওকে উদ্ধার করতে গিয়েই আমাকে বাধ্য হয়ে এভাবে চলে আসতে হয়েছে।'

'সত্যিই, তোমার বীরত্ব আর সাহসিকতা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে, রিচার্ড শেলটন।'

ডিউক বললো, 'কিন্তু লর্ড ফক্সহাম, শেলটনের মনটা এত নরম যে নিপুণ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও ও জাবনে কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না।'

হাসতে হাসতে লর্ড ফক্সহাম বললেন, 'কিন্তু আপনিই বা এটা ভাবছেন কেন ডিউক রিচার্ড যে সবাই আপনার মতো কঠিন মনের মানুষ হবে?'

ডিক বললো, 'মাই লর্ড, অনুগ্রহ করে যদি অনুমতি দেন, আমি আমার সৈন্য-বাহিনীর কাছে ফিরে যাই।'

'না, রিচার্ড শেলটন। তুমি এখন আমার এই প্রাসাদেই থাক এবং বিশ্রাম

নাও। কালই আমি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো।'

এমন সময় ক্যাটিসবি ছুটতে ছুটতে এসে ডিউকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলে উঠলো, 'জয়, আমাদের জয় হয়েছে! স্যার ড্যানিয়েল কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও, ওঁর একজনও সৈন্য আর জীবিত নেই!'

ডিউক বললো, 'বাঃ, আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি!'

লর্ড ফক্সহাম তখুনি চাকরবাকরদের ডেকে সম্মানীয় অতিথির জন্যে বিশেষ ভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। ডিক সবে যখন বিশ্রামের জন্যে যাবে তখনই তার অশ্বারোহী সৈন্যরা ভিড় করে দাঁড়ালো বহ্নি-উৎসবের চারপাশে।

নয় / প্রতিশোধ

পরের দিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ডিক একা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে। তার সারা শরীর আর মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে প্রচ্ছন্ন একটা স্নিগ্ধতায়। জোয়ানা, বিশেষ করে লর্ড ফক্সহ্যামের মতো সহৃদয় একজন অভিভাবক পেয়ে নিজেকে তার সত্যিই খুব সুখী মনে হচ্ছে। ভোরের নির্জনতায় একা ঘুরতে ঘুরতে সে কখন বনের মধ্যে এসে পড়েছে, ডিক খেয়ালই করেনি। দূরে, পত্র-পল্লব-বিহীন গাছপালার ফাঁকে, পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠার পর তার মনে হলো এবার ফিরে যাবে। সবে লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়েছে, হঠাৎ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা মূর্তির ওপর তার চোখ পড়লো।

চকিতে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ডিক মূর্তিটার কাছে গিয়ে জিগেস করলো, 'তুমি কে? এখানে কি করছো?'

মূর্তিটি নিশ্চুপ।

রূঢ় স্বরে ডিক বললে, 'শীগগির জবাব দাও বলছি।'

মূর্তিটি তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অথর্বের মতো শুধু হাত নাড়লো। তীর্থযাত্রীদের মতো দীর্ঘ পোশাকে লোকটার সর্বাঙ্গ আবৃত। তা সত্বেও ডিক সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো মূর্তিটা স্যার ডানিয়েল ছাড়া আর কেউ নয়।

কোষোন্মুক্ত তরোয়াল হাতে ডিক তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। বুকের ওপর হাত রেখে, যেন গোপনে অস্ত্র খুঁজছেন, এমনি ভাবে স্যার ড্যানিয়েল প্রতীক্ষা করে রইলেন।

ডিক কাছে যেতেই আর্ত স্বরে তিনি বললেন, 'ডিক, এও কি সম্ভব, যে পরাজিত, সর্বস্বান্ত, তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যার ড্যানিয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে ডিক বললো, 'আমি কোনোদিনই আপনাকে প্রাণে মারতে চাইনি। যতদিন পর্যন্ত না আপনি আমাকে গোপনে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, ততদিন আমি আপনার একান্তই অনুগত ছিলাম। আপনিই প্রথম আমাকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন।'

'বিশ্বাস করো ডিক, সে শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু এখন আমার দেহ মন একেবারে ভেঙে গেছে, যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে, কুঁজো শয়তানটা আমার অরণ্য

দখল করে নিয়েছে। তাই আমি চলেছি হলিউডের পবিত্র গির্জায় আশ্রয় নিতে। সুযোগ পেলে আবার নতুন করে বাঁচার জন্যে আমি বারগুণ্ডি কিংবা ফ্রান্সে চলে যাবো।'

'না, আপনি হলিউডে যেতে পারবেন না।'

'সে কি! কেন পারবো না?'

'স্যার ড্যানিয়েল, আপনি হয়তো জানেন না আজ আমার বিয়ের দিন। বনের মাথায় ওই যে নতুন সূর্যটা উঠেছে, ওরই উজ্জ্বল রাঙা আলোর মতো আজকের দিনটাকে আমার জীবনে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। আমি চাই না এমন সুন্দর একটা উৎসবের দিনে, আমার পিতার যিনি হত্যাকারী, তিনি সেই একই গির্জায় আত্ম-গোপন করে উপস্থিত থাকুন। আমি জানি, আজ যদি যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হতো, তাহলে এতক্ষণে আমার মৃতদেহটা ঝুলতো এই অরণ্যেরই কোনো একটা গাছের ডালে। কিন্তু যেহেতু আমি একবার আপনাকে ক্ষমা করেছি, তাই আর প্রাণে মারবো না…'

অসহায়ের মতো স্যার ড্যানিয়েল বললেন, 'তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো, ডিক?'

'না, করুণা করছি।' দৃঢ় স্বরেই ডিক বললো। 'তবে একটা কথা আপনাকে স্পষ্টই জানিয়ে রাখি—হলিউডে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।'

'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ডিক, হলিউড ছাড়া আপাতত আর কোনো জায়গাই আমার কাছে নিরাপদ নয়।'

'আপনার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোথাও কোনো মাথাব্যথা নেই। দক্ষিণ ছাড়া, পুব পশ্চিম উত্তর—যেদিকে খুশি আপনি যেতে পারেন, আমি একটুও বাধা দেবো না। তবে হলিউডে আপনি কোনো সর্তেই ঢুকতে পারবেন না, আর হলিউড আপনার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। শহরের সর্বত্রই সতর্ক প্রহরী বসানো হয়েছে, এমন কি ওরা কোনো তীর্থযাত্রীকেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

'কিন্তু, ডিক…'

'আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আপনি যদি আর এক পাও এগোন, আমি কিন্তু সৈন্য ডাকতে বাধ্য।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডিক…আমি বরং চলেই যাচ্ছি।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি ম্লান হাসলেন। 'তবে আবার যদি কোনোদিন দুজনে দেখা হয়, সেদিন কিন্তু তোমাকে আজকের এই ঘটনার জন্যে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হতে হবে।'

কথাটা বলে স্যার ড্যানিয়েল আবার বনের পথ ধরলেন। অদ্ভুত একটা মানসিকতা নিয়ে ডিক সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ক্লান্ত পায়ে উনি

ধীরে ধীরে গাছের নিচে দিয়ে ফিরে চলেছেন। মাঝে একবার এমন করুণ ভাবে পেছন দিকে ফিরে তাকালেন, যেন ডিক ওঁকে সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছে না পেছন থেকে মারার চেষ্টা করছে—সে ব্যাপারে তিনি তখনও একেবারে সুনিশ্চিত হতে পারেননি।

ডিক যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে, সবুজ আইভি লতায় ছাওয়া ঘন ঝোপটার কাছে উনি সবে যখন পৌচেছেন, হঠাৎ ক্রুদ্ধ ভ্রমরের মতো গুনগুনিয়ে আসা একটা তীর শোঁ করে এসে বিঁধে গেলো ওঁর বুকে। হাত দুটো শূন্যে তুলে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে স্যার ড্যানিয়েল মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ডিক চকিতে ছুটে গিয়ে ওঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিলো। আতঙ্কে মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর।

জোরে শ্বাস নিতে নিতে উনি কোনো রকমে শুধু জিগেস করলেন, 'তীরটা কি কালো?'

'হ্যাঁ।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে উনি যেন একটা কথাও বলতে পারলেন না, দুর্বিষহ যন্ত্রণায় পা থেকে মাথা অব্দি সারাটা শরীর আরও একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। তার-পরেই মাথাটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো ডিকের কোলে, নিথর হয়ে গেলো সারা দেহ।

অপ্রত্যাশিত এই মৃত্যুতে ডিকও কম বিস্মিত হয়নি। ধীরে ধীরে দেহটাকে তুষারের ওপর শুইয়ে দিয়ে, তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগলো।

সূর্যের আলোয় তখন চারদিক ঝলমল করছে। সবুজ আইভি লতায় ছাওয়া পাশের ঝোপটা থেকে ভেসে আসছে পাখপাখালির গান।

ডিক যখন উঠে দাঁড়ালো, দেখলো তার ঠিক পাশেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ পোশাক পরা দীর্ঘকায় একটা লোক, হাতে লম্বা ধনুক, কাঁধে তূণে ভরা একগুচ্ছ তীর। লোকটা যেন ডিকের প্রার্থনা শেষ হবার প্রতীক্ষাতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ডিক লোকটাকে চিনতে পারলো—এলিস ডাকওয়ার্থ।

এলিস বললো, 'রিচার্ড, আমি শুনেছি তুমি ওঁকে ক্ষমা করেছো। কিন্তু আমি করিনি। এই যে প্রাণহীন দেহটা পড়ে রয়েছে, এটা আমার শত্রুর। একদিন আমার মৃত্যু হলে, তুমিও আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো।'

এলিসের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ডিক বললো, 'নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আপনিও ইচ্ছে করলে একে ক্ষমা করতে পারতেন। বেনেট হ্যাচ কাল মারা গেছে। অ্যাপেলইয়ার্ড তো আগেই চলে গেছে। আজ মারা গেলেন স্যার ড্যানিয়েল। এখনও বেঁচে আছেন কেবল স্যার অলিভার। মিনতি করছি, অনুগ্রহ করে আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন।'

'না !' এলিস ডাকওয়ার্থের চোখদুটো যেন তীব্র ক্রোধে দপ করে জ্বলে উঠলো। 'আমার ভেতরের শয়তানটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে এখনও ছটফট করছে। ওকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেবো না। তবে একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কালো তীরের দলটা আমি ভেঙে দিয়েছি। দলের লোকেরা যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থাও করেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন তোমাকে সুখী করেন। আমার কথা তুমি কিছু ভেবো না, রিচার্ড। বিদায় !'

সেই দিনই সকাল নটায় হলিউডের গির্জায় জোয়ানার সঙ্গে ডিকের বিয়ে হয়ে গেলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হলেও লর্ড ফক্সহ্যাম আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেননি। অজস্র গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ডিকের দলের সৈন্যরা যেমন উপস্থিত ছিলো, তেমনি ডিকের বিশেষ নির্দেশে উপস্থিত ছিলো ললেসও। বিয়ের পর ডিক তার নববধূকে নিয়ে ফিরে গেলো গ্রীনউডের জঙ্গলে, তার পৈতৃক সম্পত্তিতে। প্রজারা সবাই সানন্দে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। সেই থেকে জোয়ানা আর ডিক মহা সুখে আজও সেখানে বাস করছে।

———

আমাদের প্রকাশিত কিশোর গ্রন্থমালা

শিবরাম চক্রবর্তী
কিশোর অমনিবাস ১৬·০০

নারায়ণ সান্যাল
কিশোর অমনিবাস ২০·০০
অরিগামি ১৬·০০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
পৌরাণিক কাহিনী ৬·০০

পরিচয় গুপ্ত
গোরস্থানে গুপ্তধন ৮·০০

লীলা মজুমদার
ছোটদের পুরাণের গল্প ১২·০০
ছোটদের বেতাল বত্রিশ ১২·০০
হুলিয়া ৭·০০

দিলীপ ভট্টাচার্য
বন ও বন্য ১০·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত
আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী ২৫·০০

মায়া ঘোষদস্তিদার
ঝুমরি ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
ছন্নছড়া ৬·০০

কুমুদনাথ চৌধুরী
ঝিলে জঙ্গলে ১০·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
অজানা তারার সন্ধানে ৮·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আশীষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত
শের জঙ্গ-এর
সেদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ১২·০০

গৌতম রায়
সোনার ঈগল (রহস্য) ১০·০০
ছোটদের ইলিয়াড ১২·০০
ছোটদের ওডিসি ১০·০০
ছোটদের হোমার রচনা সমগ্র ২২·০০

রূপক মিত্র অনিদূত
রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক ১৪·০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
হারানো ট্রেন ১৪·০০

অসিত সরকার অনূদিত
ড্রাকুলা/ব্রাম স্টোকার ১৮·০০

শৈবাল চক্রবর্তী অনূদিত
জুল ভের্ণ কিশোর অমনিবাস ১৫·০০
কিশোরদের শার্লক হোমস ১৬·০০
অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড
ইন এইটি ডেজ/জুল ভের্ণ ১২·০০

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
এইচ সি ওয়েলস
দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো ১৫·০০

আমাদের পরিবেশিত

আগাথা ক্রিস্টি
ওরা দশ জন ১৫·০০